সুন্নাহ সম্মত

দু'আ ও যিকির

সুন্নাহ সম্মত

দু'আ ও যিকির

মুফতী ইবরাহীম হাসান

মা'হাদ প্রকাশনী
বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০১৮
দ্বিতীয় প্রকাশ : রমাযান ১৪৪৩ হিজরী, এপ্রিল ২০২২ ঈসায়ী

প্রকাশক : মা'হাদ প্রকাশনী
প্লট- ২/এ, রোড- ৮, ব্লক- এফ, বসিলা গার্ডেন সিটি
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

পরিবেশক

কওমী নূরানী প্রকাশনী	**দারুল হাসান**
১১ শিরিসদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা	নূরজাহান রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
০১৭৯৯৭৮১৩২৬	০১৯৯৪৫৮৫০১১, ০১৬৭২২১১৬৭৫

অঙ্গসজ্জা : মাওলানা মাহমূদুল হাসান
স্বত্ব : মা'হাদ প্রকাশনী
দাম : ৩০০.০০ টাকা

ISBN : 978-984-34-3577-4
Email : mbuhus@gmail.com

SUNNAH SHAMMATA DU`A O ZIKIR : Du`a and Jikir according to Sunnah. Published by MAHAD PROKASHONI
2/A, Road-8, Block-F, Basila Garden city, Muhammadpur, Dhaka-1207

নি|বে|দ|ন

মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়ার
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের কল্যাণ এবং তাদের
মরহুম আত্মীয়-স্বজনের মাগফিরাত কামনায়।

সূচিপত্র

ভূমিকা ১	১৭
ভূমিকা ২	১৯
পাক-পবিত্রতা সংক্রান্ত দু'আ ও যিকির	**২৩**
১. শৌচাগারে প্রবেশের দু'আ	২৩
২. শৌচাগার থেকে বের হওয়ার দু'আ	২৩
৩. উযূর শুরুতে পড়ার দু'আ	২৪
৪. উযূর শেষে পড়ার দু'আ	২৪
৫. উযূর সময় পড়বে (মাঝে অথবা শেষে)	২৫
মসজিদ ও আযান সংক্রান্ত দু'আ ও যিকির	**২৬**
১. মসজিদে যাওয়ার দু'আ	২৬
২. মসজিদে প্রবেশের দু'আ	২৬
৩. মসজিদে প্রবেশের পর পঠিতব্য দু'আ	২৮
৪. মসজিদ থেকে বের হওয়ার দু'আ	২৮
৫. আযানের পর পঠিতব্য দু'আ	৩০
৬. মাগরিবের আযানের সময় পাঠ করবে	৩২
নামাযে পঠিতব্য দু'আ ও যিকির	**৩৩**
১. নামাযের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমা পাঠ করবে	৩৩
২. তাকবীরে তাহরীমা'র পর পাঠ করবে	৩৩
৩. সানা পাঠ করার পর পাঠ করবে	৩৬
৪. তাআওউয পড়ার পর পাঠ করবে	৩৬
৫. বিসমিল্লাহ পাঠ করার পর পাঠ করবে	৩৬
৬. সূরা ফাতেহা শেষে বলবে	৩৭

৭. রুকুতে গিয়ে পাঠ করবে ৩৭
৮. রুকুতে আরো কিছু তাসবীহ নফল নামাযে পাঠ করা যায় ৩৮
৯. রুকু থেকে দাঁড়ানোর সময় পাঠ করবে ৩৯
১০. রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পাঠ করবে ৪০
১১. সেজদায় গিয়ে পাঠ করবে ৪০
১২. দুই সেজদার মাঝে পাঠ করবে ৪২
১৩. বৈঠকে পাঠ করবে ৪৩
১৪. বিতর নামাযে দু'আয়ে কুনুত পাঠ করবে ৪৩
১৫. তাশাহহুদ শেষে পাঠ করবে ৪৬
১৬. দুরূদ শেষে পাঠ করবে ৪৬
ফরয নামাযের পর পঠিতব্য দু'আ ও যিকির ৫০
১. ইস্তিগফার ৫০
২. আয়াতুল কুরসী ৫০
৩. اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ ... ৫১
৪. لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ... ৫২
৫. اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ৫২
৬. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ... ৫৩
৭. لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ... ৫৩
৮. যথাক্রমে ৩৩ বার, ৩৩ বার, ... পাঠ করবে ৫৪
৯. اَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ... ৫৬
১০. একশত বার পাঠ করবে ৫৬
১১. اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِىْ دِيْنِىَ الَّذِىْ جَعَلْتَهٗ لِىْ عِصْمَةَ اَمْرِىْ... ৫৬
১২. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ৫৭
১৩. اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ، اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّكَ اَنْتَ الرَّبُّ... ৫৮
১৪. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ خَطَايَاىَ وَذُنُوْبِىْ كُلَّهَا... ৫৯
১৫. 'আল্লাহু আকবার' এগারো বার ... পাঠ করবে ৫৯
১৬. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ... ৬১

ফজর ও মাগরিবের পর পঠিতব্য দু'আ ও যিকির **৬২**
১. দশবার পাঠ করবে ৬২
২. সাতবার পাঠ করবে ৬৩
৩. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا طَيِّبًا وَّعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا ৬৩
৪. সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করবে ৬৪
৫. ফজর নামাযের পর ... আল্লাহর যিকির করতে থাকবে ৬৫
সকাল-সন্ধ্যায় পঠিতব্য দু'আ ও যিকির **৬৬**
১. সকাল-সন্ধ্যা তিনবার পাঠ করবে ৬৬
২. সকাল-সন্ধ্যা তিনটি সূরা তিনবার করে পাঠ করবে ৬৬
৩. সকাল-সন্ধ্যা সাইয়িদুল ইসতিগফার পাঠ করবে ৬৮
৪. সকাল-সন্ধ্যা একশত বার করে পাঠ করবে ৬৮
৫. সকাল-সন্ধ্যা একশত বার করে পাঠ করবে ৬৯
৬. সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করবে ৬৯
৭. সকালবেলা পাঠ করবে ৭০
৮. সকাল-সন্ধ্যা আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে ৭০
৯. সকালে পাঠ করবে ৭২
১০. সন্ধ্যায় পাঠ করবে ৭৩
১১. সকালে পাঠ করবে ৭৩
১২. সন্ধ্যায় পাঠ করবে ৭৪
১৩. সকালবেলা চারবার পাঠ করবে ৭৪
১৪. সন্ধ্যাবেলা চারবার পাঠ করবে ৭৫
১৫. সকাল-সন্ধ্যা তিনবার করে পাঠ করবে ৭৬
১৬. সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করবে ৭৬
১৭. সকাল-সন্ধ্যা তিনবার পাঠ করবে ৭৭
১৮. সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করবে ৭৮
১৯. সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করবে ৭৮

২০. সকালে পাঠ করবে ৭৯
২১. সন্ধ্যাবেলা পাঠ করবে ৭৯
২২. সকালবেলা পাঠ করবে ৮০
২৩. সন্ধ্যাবেলা পাঠ করবে ৮০
রাত্রিকালীন পঠিতব্য দু'আ ও যিকির ৮১
১. তিনটি সূরা তিনবার করে পাঠ করে উভয় হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে শরীর মুছে শয়ন করবে ৮১
২. শয্যা গ্রহণের সময় আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে ৮২
৩. ঘুমানোর পূর্বে পাঠ করবে ৮৩
৪. ঘুমানোর পূর্বে বিছানা ভালোভাবে ঝেড়ে নিয়ে পাঠ করবে ৮৪
৫. ঘুমানোর পূর্বে ৩৩ বার ... পাঠ করবে ৮৫
৬. শোয়ার পর তিনবার পাঠ করবে ৮৫
৭. বিছানায় গিয়ে পাঠ করবে ৮৬
৮. ডান কাতে শোয়ার পর পাঠ করবে ৮৭
৯. শোয়ার সময় পাঠ করবে ৮৮
১০. পবিত্র অবস্থায় বিছানায় শুয়ে ঘুম প্রভাব বিস্তার করা পর্যন্ত যিকির করবে ৮৯
১১. ঘুমানোর সময় পাঠ করবে ৮৯
১২. ঘুমের উদ্দেশ্যে বিছানায় গিয়ে পাঠ করবে ৮৯
১৩. ঘুমানোর পূর্বে সূরা ... তিলাওয়াত করবে ৯০
১৪. ঘুমানোর পূর্বে সূরা ... তিলাওয়াত করবে ৯০
১৫. খারাপ স্বপ্ন দেখলে করণীয় ৯০
১৬. ঘুমের মাঝে ভয় পেলে পাঠ করবে ৯২
১৭. ঘুম না এলে পাঠ করবে ৯২
১৮. ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে পাঠ করবে ৯৩
১৯. রাতের বেলা ঘুমের সময় পার্শ্ব পরিবর্তন কালে পাঠ করবে ৯৭

২০. রাতের যে কোন সময় পড়বে ৯৭
২১. সন্ধ্যা নেমে এলে করণীয় ৯৮
দৈনন্দিন পঠিতব্য দু'আ ও যিকির ৯৯
পোশাক-পরিচ্ছদ ৯৯
১. পোশাক পরিধানের দু'আ ৯৯
২. নতুন পোশাক পরিধানের দু'আ ৯৯
৩. পোশাক খোলার সময় পাঠ করবে ১০০
৪. ভালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তিকে দেখে পাঠ করা যায় ১০১
৫. নতুন পোশাক পরিহিত ব্যক্তিকে দেখে পাঠ করবে ১০১
ঘর-বাড়ি ১০২
১. ঘরে প্রবেশের দু'আ ১০২
২. ঘর থেকে বের হওয়ার দু'আ ১০৩
৩. ঘর থেকে বের হয়ে পাঠ করবে ১০৩
৪. দুষ্ট প্রতিবেশী থেকে রক্ষা পেতে পাঠ করবে ১০৪
সফর-ভ্রমণ ১০৫
১. যানবাহনে আরোহনের দু'আ ১০৫
২. সফর অবস্থায় কোনো গ্রাম বা মহল্লায় প্রবেশকালে পাঠ করবে ১০৬
৩. বিদায় দেয়ার দু'আ ১০৬
৪. বিদায় গ্রহণের দু'আ ১০৭
৫. উপরে উঠার সময় পাঠ করবে ১০৭
৬. নিম্নভূমিতে অবতরণের সময় পাঠ করবে ১০৭
৭. সফর অবস্থায় ভোর হলে পাঠ করবে ১০৮
৮. কোথাও সাময়িক বিরতি গ্রহণ কালে পাঠ করবে ১০৮
৯. জিহাদ অথবা হজ্জের সফর থেকে প্রত্যাবর্তন কালে উঁচু ভূমিতে আরোহণ করে তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলে পাঠ করবে ১০৮
১০. জিহাদের ময়দানে কোনো আঙ্গুলে ক্ষত সৃষ্টি হলে পাঠ করা যায় ১০৯

১১. সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে ... পাঠ করতে থাকবে ১০৯
পানাহার **১১১**
১. খাবার সামনে এলে পাঠ করবে ১১১
২. আহার গ্রহণ করার দু'আ ১১১
৩. আহার গ্রহণের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে ... ১১২
৪. খানার শেষে পঠিতব্য দু'আ ১১২
৫. কেউ পানাহার করালে বা ... পাঠ করবে ১১৩
৬. আতিথেয়তা গ্রহণ করার পর ... পাঠ করবে ১১৬
৭. ইফতার করার সময় পাঠ করবে ১১৭
৮. খাবার শেষে খাবারের পাত্র উঠানোর সময় পাঠ করবে ১১৭
৯. নিমন্ত্রণকারীর উদ্দেশ্যে পাঠ করবে ১১৮
১০. পানি পান করার পর পাঠ করবে ১১৮
১১. যমযমের পানি পান করার দু'আ ১১৮
১২. দুধ পান করার সময় পাঠ করবে ১১৯
১৩. নতুন ফল সামনে এলে পাঠ করবে ১২০
১৪. ইফতারের সময় পাঠ করবে ১২০
১৫. ইফতারের পর পাঠ করবে ১২১
১৬. অন্যের বাড়িতে ইফতার করলে পাঠ করবে ১২২
১৭. কেউ উপঢৌকন হিসেবে কিছু দান করলে ... ১২২
১৮. ক্ষুৎপিপাসার যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পেতে পাঠ করবে ১২৩
দেনা-পাওনা **১২৪**
১. ঋণ পরিশোধের দু'আ ১২৪
২. ঋণ পরিশোধকালে ঋণদাতাকে শুনিয়ে পাঠ করবে ১২৪
৩. কারো মাধ্যমে উপকৃত হলে পাঠ করবে ১২৫
৪. হাসি মুখে কাউকে দেখলে পাঠ করবে ১২৫
৫. মনের চাহিদা মোতাবেক অবস্থা হলে পাঠ করবে ১২৬

বিপদ-আপদ ও দুশ্চিন্তা ১২৭
১. দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার দু'আ ১২৭
২. ক্রোধ দমনের দু'আ ১২৮
৩. অসম্মান হতে মুক্তি পাওয়ার দু'আ ১২৮
৪. পার্থিব বিপদাপদে মৃত্যু কামনা না করে পাঠ করবে ১২৯
৫. কাউকে বিপদাক্রান্ত কিংবা রোগাক্রান্ত দেখলে পাঠ করবে ১২৯
৬. কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে পাঠ করবে ১৩০
৭. সাপের ভয় হলে পাঠ করবে ১৩০
৮. উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ও দুঃখ-কষ্ট লাঘবের জন্য পাঠ করবে ১৩০
৯. বিপদের কালে পাঠ করবে ১৩১
১০. কারো থেকে ক্ষতির আশঙ্কা হলে পাঠ করবে ১৩৩
১১. কোন বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে পাঠ করবে ১৩৪
১২. দাজ্জালের দুর্যোগ ও বিপর্যয় থেকে মুক্তি পেতে করণীয় ১৩৪
১৩. জিহাদের ময়দানে গিয়ে পাঠ করবে ১৩৪
১৪. শাসক থেকে ক্ষতির আশঙ্কা হলে পাঠ করবে ১৩৫
১৫. জিহাদের ময়দানে শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হলে পাঠ করবে ১৩৬
১৬. কারো পক্ষ থেকে অত্যাচারের আশঙ্কা করলে পাঠ করবে ১৩৬
১৭. কোন বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি হলে পাঠ করবে ১৪২
১৮. অসন্তোষজনক কিছু ঘটে গেলে ... পাঠ করবে ১৪২
১৯. মনের ব্যতিক্রম কিছু হলে পাঠ করবে ১৪৩
২০. বিপদাপদ ও রোগ-ব্যাধি থেকে সন্তানাদির সুরক্ষার জন্য পাঠ করবে ১৪৩
সন্দেহ, সংশয় ও কুমন্ত্রণা ১৪৪
১. শয়তানের অনিষ্ট ও কুমন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পেতে করণীয় ১৪৪
২. কুলক্ষণ কোন কাজে বাধা তৈরি করলে পাঠ করবে ১৪৪
৩. শিরকের আশঙ্কা হলে পাঠ করবে ১৪৫

৪. শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পাঠ করবে ১৪৬
৫. মনে কুমন্ত্রণা ও ঈমানের ক্ষেত্রে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি হলে ... ১৪৭
৬. নামায অথবা কিরাআত পাঠে কুমন্ত্রণা এলে করণীয় ১৪৯
৭. কোনো গুনাহ হয়ে গেলে করণীয় ১৪৯
সালাম-মুসাফাহা **১৫১**
১. কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ হলে বলবে ১৫১
২. সালামের উত্তরে বলবে ১৫১
৩. মুসাফাহা করার সময় আল্লাহর প্রশংসা করে পরস্পরের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে ১৫২
ঝড়-বৃষ্টি **১৫৩**
১. প্রচণ্ড ঝড়-বাতাস বইতে শুরু করলে পাঠ করবে ১৫৩
২. আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখলে পাঠ করবে ১৫৩
৩. বৃষ্টি হওয়ার সময় পাঠ করবে ১৫৪
৪. বিদ্যুৎ চমকালে কিংবা বজ্রপাত হলে পাঠ করবে ১৫৪
৫. বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য পাঠ করবে ১৫৫
৬. বৃষ্টি হওয়ার পর পাঠ করবে ১৫৬
৭. অতিবৃষ্টি হলে পাঠ করবে ১৫৬
দাম্পত্য জীবন **১৫৮**
১. নবদম্পতিকে উদ্দেশ্য করে পাঠ করবে ১৫৮
২. নববধুর সাথে প্রথম সাক্ষাতের সময় ... পাঠ করবে ১৫৮
৩. সহবাসের পূর্বে পাঠ করবে ১৫৯
৪. বীর্যপাতের সময় (মনে মনে) পাঠ করবে ১৫৯
রোগ-ব্যধি ও মৃত্যু **১৬০**
১. অসুস্থ ব্যক্তিকে ঝাড়-ফুঁক করার দু'আ ১৬০
২. রোগী দর্শনের দু'আ ১৬০
৩. কেউ অসুস্থ হলে পাঠ করবে ১৬১

৪. রোগী দেখতে যাওয়ার ফযীলত ১৬১
৫. বিপদে আক্রান্ত হলে কিংবা ... পাঠ করবে ১৬২
৬. মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির চক্ষু মুদিত হলে পাঠ করবে ১৬৩
৭. জ্বরের মাত্রা বেড়ে গেলে পাঠ করবে ১৬৪
৮. শরীরে ব্যথা অনুভব করলে করণীয় ১৬৪
৯. বদনজর বা কুদৃষ্টির আশঙ্কা হলে করণীয় ১৬৪
১০. কুদৃষ্টি থেকে নিরাপদ থাকার দু'আ ১৬৫
১১. শাহাদাত লাভের উদ্দেশ্যে পাঠ করবে ১৬৬
১২. মুমূর্ষু ব্যক্তির পাশের লোকেরা পাঠ করবে ১৬৬
১৩. ইন্তিকালের পূর্বে বার বার পাঠ করবে ১৬৬
১৪. রূহ বের হচ্ছে অনুভব হলে পাঠ করবে ১৬৭
১৫. আপনজন মৃত্যুবরণ করলে এ দু'আ দ্বারা সান্ত্বনা দিবে ১৬৭
১৬. কবরস্থানে গিয়ে সালাম করবে ১৬৮
১৭. মৃত ব্যক্তিকে কবরে ডান কাতে রাখার সময় পাঠ করবে ১৬৯
১৮. জানাযা নামাযে মৃত ব্যক্তির জন্য পাঠ করবে ১৭০
১৯. নাবালক শিশুর জানাযা নামাযে পাঠ করবে ১৭২
২০. মরদেহ দাফন করার পর পাঠ করবে ১৭৩
বিবিধ **১৭৪**
১. নতুন চাঁদ দেখলে পাঠ করবে ১৭৪
২. শবে কদরে পড়ার দু'আ ১৭৪
৩. নবজাতক ভূমিষ্ঠ হলে তার জন্য বরকতের দু'আ করবে ১৭৪
৪. রোযাদার ব্যক্তিকে কেউ বকা দিলে সে বলবে ১৭৫
৫. রুকনে ইয়ামানী এবং হাজরে ... পাঠ করবে ১৭৬
৬. সাফা মারওয়া পর্বতে আরোহণ করে পাঠ করবে ১৭৬
৭. আরাফা প্রান্তরে গিয়ে পাঠ করবে ১৭৭
৮. হাঁচি দিলে পাঠ করবে ১৭৭

৯. হাঁচির জবাবে বলবে ১৭৭
১০. প্রতিউত্তরে হাঁচিদাতা বলবে ১৭৮
১১. কোনো অমুসলিম হাঁচি দিলে বলবে ১৭৮
১২. কুরআন তিলাওয়াত শেষে পাঠ করবে ১৭৮
১৩. যে ব্যক্তি আপনাকে غَفَرَ اللهُ لَكَ বলবে তাকে বলবে ১৭৯
১৪. যে ব্যক্তি اِنِّيْ اُحِبُّكَ فِي اللهِ বলবে তাকে বলবে ১৭৯
১৫. মোরগের ডাক শুনলে পাঠ করবে ১৮০
১৬. গাধার ডাক শুনলে বা ... পাঠ করবে ১৮০
১৭. কাউকে বকা দিয়ে ফেললে পাঠ করবে ১৮১
১৮. কাউকে প্রশংসা করার ক্ষেত্রে বলবে ১৮১
১৯. কেউ প্রশংসা করলে বলবে ১৮২
২০. আনন্দঘন কোনো বিষয়ের সম্মুখীন হলে পাঠ করবে ১৮২
২১. আনন্দ সংবাদ এলে করণীয় ১৮২
২২. বিস্ময়কর বিষয়ের সম্মুখীন হলে পাঠ করবে ১৮২
২৩. প্রত্যহ দিনে পাঠ করবে ১৮৪
২৪. পিতা-মাতার জন্য দু'আ করার সময় পাঠ করবে ১৮৪
২৫. স্ত্রী-পুত্র ও সন্তান-সন্ততির জন্য দু'আ করার সময় পাঠ করবে ১৮৪
২৬. পিতা-মাতা ও সকল মুসলমানের জন্য দু'আ করার সময় পাঠ করবে ১৮৫
২৭. ইসমে আযম-এর মাধ্যমে দু'আ করবে ১৮৫
২৮. সালাতুল ইস্তিখারার দু'আ ১৮৬
২৯. সালাতুল হাজতের দু'আ ১৮৭
৩০. আয়না দেখার দু'আ ১৮৮
৩১. মজলিস থেকে উঠে পাঠ করবে ১৮৯
৩২. হাট-বাজার ও মার্কেটে প্রবেশ করে পাঠ করবে ১৮৯
গ্রন্থপঞ্জি **১৯১**

ভূমিকা ১

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছ থেকে নেয়ার মাধ্যম হলো দু'আ। বান্দা যখন শর্ত মেনে দু'আ করে আল্লাহ তা'আলা তখন সে দু'আ কবুল করেন। তিনি নিজেই ঘোষণা করছেন, তোমরা দু'আ করো, আমি তোমাদের দু'আ কবুল করবো। (সূরা মু'মিনূন; আয়াত ৬০)।

অন্যদিকে জীবনকে শান্তিময় করে তোলার অন্যতম মাধ্যম হলো যিকির। মানুষ যখন যিকির করে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে এক অপার্থিব প্রশান্তি দান করেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, জেনে রেখো আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে। (সূরা রা'দ; আয়াত ২৮)। এ কারণেই দু'আ ও যিকির ছিলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দু'টি আমল। হাদীস গ্রন্থসমূহের বিশাল একটি অংশ জুড়ে দু'আ ও যিকিরগুলো ব্যাপকভাবে বিবৃত হয়েছে। আমরা যদি সে দু'আ ও যিকিরগুলো নিজেদের নিয়মিত আমলে নিয়ে আসি তাহলে আমাদের সকল প্রয়োজন পূরণ হবে; অন্তর্জগত সিক্ত হবে শান্তির ফল্গুধারায়। আল্লাহর প্রিয়তম মানুষটির প্রিয় আমলের অনুকরণে আমরাও তাঁর প্রিয়দের কাতারে যুক্ত হতে পারবো; ইনশাআল্লাহ। কারণ আল্লাহ তা'আলা বেশ স্পষ্ট করেই ঘোষণা করেন, নবী! আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমাকে অনুসরণ করো। তবে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ মার্জনা করে দিবেন। (সূরা আলে ইমরান; আয়াত ৩১)।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অমূল্য দু'আ ও যিকিরগুলো যেন আমাদের দৈনন্দিন কার্যপ্রণালীতে রূপান্তরিত হয় সে মহৎ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই 'সুন্নাহ সম্মত দু'আ ও যিকির' শিরোনামের বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির রূপ দেয়া হয়েছে। গ্রন্থটির কিছু অংশ মা'হাদের মুখপত্র বাতায়নে ছাপা হয়েছিল। সেগুলোকে পরিমার্জন করতঃ আরো কিছু সংযোজন করে কলেবর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়ার আসাতিযায়ে কেরাম ও তাখাসসুস বিভাগের তালিবে ইলমগণ গ্রন্থটি সংকলন ও প্রকাশে অনেক সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন!

আরবী পাঠের বাংলা উচ্চারণ সম্ভব নয়। কারণ বাংলায় আরবী অনেক বর্ণের প্রতিবর্ণ নেই। তাই আরবী উচ্চারণের কোনো বিকল্প নেই। **উপরন্তু আরবী পাঠের বাংলা উচ্চারণে ক্ষেত্রবিশেষে চরম পর্যায়ের অর্থগত বিকৃতি ঘটে, যা শরীয়াগত দিক থেকে চরম আপত্তিকর এবং অগ্রহণযোগ্য। এসব কারণে আমরা গ্রন্থবদ্ধ দু'আ ও যিকিরগুলোর বাংলা উচ্চারণ প্রদানে আগ্রহবোধ করিনি।** তাই যে সকল পাঠক মহোদয় সরাসরি আরবী পাঠে অভ্যস্ত নন তাদেরকে অভিজ্ঞ কারো কাছ থেকে শিখে নিয়ে দু'আগুলো পাঠ করতে বিনীত অনুরোধ করবো।

মানুষ মাত্রই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। আমরা গ্রন্থটিকে সীমাবদ্ধ পরিসরে হলেও ত্রুটিমুক্ত করতে চেষ্টা করেছি। সহীহ এবং আমলযোগ্য হাদীসগুলোকেই আনার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও শাস্ত্রীয় ভুল ত্রুটি থেকে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই বিদগ্ধ পাঠক মহলের নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ, যে আঙ্গিকেই হোক গ্রন্থটিতে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে অবহিত করে বাধিত করবেন। আমরা শুধরে নিতে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট থাকবো।

সবশেষে করুণার আধার মহামহিম আল্লাহ-সমীপে দু'আ করছি, আল্লাহ যেন এ গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করেন। ত্রুটি বিচ্যুতিগুলোকে মার্জনা করে দেন এবং সেগুলোকে শুধরে নেয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন।

ইবরাহীম হাসান
প্রধান মুফতী
মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া

ভূমিকা ২

আলহামদুলিল্লাহ, পাঠক সমাজে বইটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। ফলে এর চাহিদার পরিধি প্রশংসনীয় মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বছর শেষ না হতেই বইটির প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যায়। সংযোজনের প্রয়োজনসহ নানা সংকটের কারণে বইটির দ্বিতীয় প্রকাশনা বিলম্বিত হয়। অনাকাঙ্ক্ষিত এ বিলম্ব পাঠক সমাজকে ধৈর্যের পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে। পূর্বতন সংস্করণে কিছু অসঙ্গতি ছিলো। এ সংস্করণে তা শুধরে দিতে চেষ্টা করা হয়েছে। সাথে স্বল্প পরিসরে প্রয়োজনীয় কিছু দু'আ ও যিকির সংযোজন করা হয়েছে। বইটির কলেবর কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় এর গঠনগত অবয়বে পরিবর্তন আনা হয়েছে। প্রচ্ছদে দেয়া হয়েছে নতুন তুলির আঁচড়।

আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও অসঙ্গতি থেকে যাওয়াটা বিস্ময়কর নয়। কোনো রকমের অসঙ্গতি কোনো সুহৃদের দৃষ্টিগোচর হলে এবং আমরা অবগত হতে পারলে সবিশেষ কৃতজ্ঞ হবো। আল্লাহ বইটিকে উম্মাহর পরকালীন পাথেয় হিসেবে কবুল করুন।

মা'হাদ প্রকাশনী পরিবার

১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ঈ.

সুন্নাহ সম্মত

দু'আ ও যিকির

পাক-পবিত্রতা সংক্রান্ত দু'আ ও যিকির

১. শৌচাগারে প্রবেশের দু'আ :

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَآئِثِ.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষতিকারক নর-নারী জিন ও শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

> **হাদীস :** আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শৌচাগারে প্রবেশ করতেন তখন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সহীহ বুখারী; হাদীস ১৪২, সহীহ মুসলিম; হাদীস ৩৭৫)।

২. শৌচাগার থেকে বের হওয়ার দু'আ :

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنِّي الْاَذٰى وَعَافَانِيْ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দিয়েছেন এবং আমাকে প্রশান্তি দান করেছেন।

> **হাদীস ১ :** আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শৌচাগার থেকে বের হতেন তখন বলতেন غُفْرَانَكَ। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হাদীস ৭)।

হাদীস ২ : আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শৌচাগার থেকে বের হতেন তখন পাঠ করতেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنِّي الْاَذٰى وَعَافَانِيْ.

(সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ৩০১)।

৩. উযূর শুরুতে পাঠ করার দু'আ :

بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ.

অর্থ : আল্লাহর নামে শুরু করছি এবং সকল প্রশংসা তাঁরই।

হাদীস : হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আবূ হুরাইরা! যখন তুমি উযূ কর তখন তুমি বলো بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ। এতে ফেরেশতাগণ তোমার আমলনামায় বিরামহীন পুণ্য লিখতে থাকবে যতক্ষণ না উযূ ভাঙবে। (আল-মু'জামুস সগীর, ত্ববারানী; হাদীস ১৯৬, মা'আরিফুস সুনান ১/১৫৭)।

৪. উযূর শেষে পাঠ করার দু'আ :

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক তার কোন শরীক নেই। এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

হাদীস : হযরত উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্য

হতে যে ব্যক্তি খুব ভালোভাবে উযূ করবে অতঃপর উপরোক্ত কালিমা পাঠ করবে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৩৪, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৫৫)।

৫. উযূর সময় পড়বে (মাঝে অথবা শেষে) :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহ ক্ষমা করুন, আমার বাসস্থানে প্রশস্ততা দান করুন এবং আমার রিযিকে বরকত দান করুন।

হাদীস : আবূ মূসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে উযূর পানি এনে দিলাম। তিনি সে পানি দ্বারা উযূ করলেন। তখন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতে শুনেছি। (সুনানে নাসাঈ কুবরা; হাদীস ৯৯০৮)।

মসজিদ ও আযান সংক্রান্ত দু‘আ ও যিকির

১. মসজিদে যাওয়ার দু‘আ :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَّفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا وَّمِنْ اَمَامِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا وَّمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا. اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ نُوْرًا.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার হৃদয়ে নূর দান করুন, আমার ভাষায় নূর দান করুন, আমার শ্রবণশক্তিতে নূর দান করুন, আমার দৃষ্টিশক্তিতে নূর দান করুন, আমার পেছনে নূর দান করুন, আমার সামনে নূর দান করুন, আমার উপরে নূর দান করুন, আমার নিচে নূর দান করুন, হে আল্লাহ! আমাকে নূর দান করুন।

হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ... এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাত বিতর নামায পড়লেন। ইত্যবসরে মুআজ্জিন আযান দিয়ে দেয়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত দু‘আটি পাঠ করতে করতে মসজিদের দিকে বের হলেন। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৭৬৩)।

২. মসজিদে প্রবেশের দু‘আ :

এক. (ক)

بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

অর্থ : আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি)। আর শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর। হে আল্লাহ! আপনি আমার পাপ ক্ষমা

করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিন।

হাদীস : হযরত ফাতিমা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ২৬২৯৭, সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ৭৭১)।

(খ)

اَلسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْٓ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

অর্থ : শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর। হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য আপনার রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিন।

হাদীস : আবূ হুমাইদ সায়িদী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন প্রথমে নবীর উপর সালাম পাঠ করে। এরপর اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْٓ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ দু'আটি পাঠ করে। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৪৬৫)।

(গ)

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ.

অর্থ : আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি)। হে আল্লাহ! আপনি শান্তি বর্ষিত করুন মুহাম্মাদের উপর।

হাদীস : আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলাহ; হাদীস ৮৮)।

বি.দ্র. হাদীসে বর্ণিত উপরোক্ত দু'আগুলো একত্রে এভাবেও পড়া যায় :

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْٓ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

৩. মসজিদে প্রবেশের পর পঠিতব্য দু'আ :

اَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

অর্থ : আমি ক্ষমতাবান আল্লাহ, তার সম্মানিত সত্তা এবং তার চিরন্তন ক্ষমতার মাধ্যমে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

> **হাদীস :** আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। বর্ণনাকারী উকবাহ বিন মুসলিম হাইওয়াহ ইবনে শুরাইহকে জিজ্ঞেস করলেন, এতটুকুই কি তুমি শুনেছো! হাইওয়াহ বললেন, আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি এতটুকুই শুনেছি। তখন উকবাহ ইবনে মুসলিম বলেন (হাদীসের অবশিষ্ট অংশ হলো), যদি প্রবেশকারী উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করে তাহলে শয়তান বলে, সে সারাদিন আমার থেকে নিরাপদ হয়ে গেল। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৪৬৬)।

৪. মসজিদ থেকে বের হওয়ার দু'আ :

এক. (ক)

بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْٓ اَبْوَابَ فَضْلِكَ.

অর্থ : আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি)। আর শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর। হে আল্লাহ! আপনি আমার পাপ ক্ষমা করে দিন এবং আমার জন্য আপনার অনুগ্রহের দ্বার উন্মুক্ত করে দিন।

হাদীস : ফাতেমা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ থেকে বের হতেন তখন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ২৬২৯৭, সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ৭৭১)।

(খ)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।

হাদীস : আবূ হুমাইদ সায়িদী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যখন মসজিদ থেকে বের হবে, তখন যেন সে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করে। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৬৮৫)।

(গ)

بِسْمِ اللهِ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ.

অর্থ : আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি।) হে আল্লাহ! আপনি রহমত বর্ষিত করুন মুহাম্মাদের উপর।

হাদীস : আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদ থেকে বের হতেন তখন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলাহ; হাদীস ৮৮)।

বি.দ্র. হাদীসে বর্ণিত উপরোক্ত দু'আগুলো একত্রে এভাবেও পড়া যায় :

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

দুই.

اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে নিরাপদে রাখুন।

> **হাদীস :** আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদ থেকে বের হবে তখন যেন সে নবীর উপর সালাম পাঠ করে এবং উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করে। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ৭৭৩)।

৫. আযানের পর পঠিতব্য দু'আ :

এক. প্রথমে দুরূদ শরীফ পড়বে, অতঃপর এই দু'আ পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَآئِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

অর্থ : এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করুন উসীলা ও সুমহান মর্যাদা এবং তাঁকে প্রশংসিত স্থানে পৌঁছে দিন যার প্রতিশ্রুতি আপনি দিয়েছেন। নিশ্চয় আপনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

> **হাদীস ১ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যখন তোমরা আযান শোন তখন মুআযযিনের অনুরূপ বলো, অতঃপর আমার উপর দুরূদ পড়ো। যে আমার উপর একবার

দুরূদ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহর নিকট আমার জন্য অসীলা প্রার্থনা করো। অসীলা জান্নাতের এমন একটি স্থান যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তির জন্যই বরাদ্দ হবে। আর আমি আশা করি আমিই হব সে ব্যক্তি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য অসীলা প্রার্থনা করল তার জন্য আমার সুপারিশ আবশ্যক। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৬১৪, সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮৭৫, হিসনুল মুসলিম; হাদীস ২৫)।

হাদীস ২ : জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আযান শোনার পর উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করবে কিয়ামত দিবসে তার জন্য আমার সুপারিশ আবশ্যক হয়ে যাবে। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৪৭১৯, সুনানে বাইহাকী; হাদীস ১৭৯০)।

দুই.

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا.

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তার কোন শরীক নেই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে এবং ইসলামকে নিজ ধর্ম হিসেবে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট।

হাদীস : সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের আযান শুনে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করবে তার পাপসমূহ মার্জনা করে দেয়া হবে। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৩৮৬)।

৬. মাগরিবের আযানের সময় পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِىْ.

অর্থ : হে আল্লাহ! এখন আপনার রাত্রির আগমন ও দিনের গমন এবং আপনার প্রতি আহ্বানকারী মুআযযিনের ধ্বনির (আযানের) সময়। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।

হাদীস : উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শিখিয়েছেন, মাগরিবের আযানের সময় উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করবে। (মুসতাদরাকে হাকেম; হাদীস ৭৪৫)।

নামাযে পঠিতব্য দু'আ ও যিকির

১. নামাযের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমা (নামাযের উদ্দেশ্যে অন্য সকল কর্ম নিষিদ্ধ ঘোষণার তাকবীর) পাঠ করবে :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

অর্থ : আল্লাহ সব কিছু থেকে বড়।

> **হাদীস :** আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন নামায শুরু করার সময় তাকবীর (আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা) পাঠ করতেন। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৭৮৯)।

২. তাকবীরে তাহরীমা'র পর পাঠ করবে :

(ক)

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র মহিমাময়। আমি আপনার প্রশংসা করি। আপনার নাম অতি বরকতময়। আপনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং আপনি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই।

> **হাদীস :** আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন উপরোক্ত কালিমাগুলো পাঠ করতেন। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৭৭৬, সুনানে নাসায়ী; হাদীস ৯০০)।

বি.দ্র. ফরয নামাযে উপরোক্ত 'সানা' পাঠ করা অধিক উত্তম। কারণ হযরত আবূ বকর, উমর, উসমান ও ইবনে মাসউদ রাযি. এর এটির উপর আমল ছিল এবং হযরত উমর রাযি. এটি উচ্চ শব্দে পড়ে অন্যদের শিক্ষা দিতেন। (আসারুস সুনান; পৃষ্ঠা ৯৬)

(খ)

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَآءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমার মাঝে এবং আমার পাপরাশির মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যেরূপ অস্তাচল ও উদয়াচলের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে পরিচ্ছন্ন করুন পাপাচারের কালিমা থেকে, যেরূপ শুভ্র কাপড়কে পরিচ্ছন্ন করা হয় ময়লা থেকে। হে আল্লাহ! আমার পাপরাশিকে সাধারণ পানি, বরফ গলিত পানি এবং তুষারশীতল পানি দ্বারা ধৌত করে দিন।

হাদীস : আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিরাআত এবং তাকবীরের মাঝে কিছুটা সময় নীরবতা অবলম্বন করতেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপর আমার মাতা-পিতা সমর্পিত হোক! কিরাআত এবং তাকবীরের মাঝে নীরবতার সময় আপনি কি পাঠ করেন? তখন তিনি বললেন, আমি উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করি। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৭৪৪)।

(গ) রাতের নফল নামাযে সানা হিসেবে নিম্নের দু'আও বর্ণিত আছে :

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ. اَنْتَ رَبِّيْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ وَاهْدِنِيْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِاَحْسَنِهَآ اِلَّآ اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَآ اِلَّآ

اَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهٗ فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ اَنَا بِكَ وَاِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ.

অর্থ : আমি আমার চেহারাকে সত্যনিষ্ঠ হয়ে পবিত্র ওই সত্তার অভিমুখী করেছি যিনি আকাশ পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আল্লাহ তা'আলার সাথে অংশীদার সাব্যস্তকারী নই। আমার নামায, আমার ইবাদত, আমার জীবন এবং আমার মরণ একমাত্র উভয় জগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য। তার কোনো অংশীদার নেই। এ ব্যাপারেই আমি আদিষ্ট হয়েছি। আমি আনুগত্যের সাথে মস্তকাবনতকারী একজন মুসলিম। হে আল্লাহ! আপনি অধিপতি। আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আপনি আমার প্রতিপালক। আমি আপনার অনুগত দাস। আমি নিজের উপর অবিচার করেছি। আমি আমার পাপের কথা স্বীকার করেছি। সুতরাং আমার সকল পাপ ক্ষমা করে দিন। একমাত্র আপনি ছাড়া আর কেউ পাপ মার্জনা করতে পারে না। আমাকে সর্বোত্তম চরিত্রের দিকে পথনির্দেশ করুন। আপনি ছাড়া সর্বোত্তম চরিত্রের দিকে পথনির্দেশ আর কেউ করতে পারে না। আমার থেকে মন্দ চরিত্রগুলোকে দূরীভূত করে দিন। আপনি ছাড়া আমার থেকে মন্দ চরিত্রগুলোকে আর কেউ দূরীভূত করতে পারে না। আমি আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। আপনার আনুগত্যের জন্য সদা প্রস্তুত। সবরকমের কল্যাণ আপনার হাতেই বিদ্যমান। অকল্যাণ আপনার সাথে সম্পৃক্ত নয়। আমার সব রকমের সক্ষমতা একমাত্র আপনার মাধ্যমেই হয়। আপনিই আমার সর্বশেষ প্রত্যাবর্তনস্থল। আপনি মহিমান্বিত এবং সমুন্নত। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি।

হাদীস : আলী ইবনে আবী তালেব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন (তাকবীর বলে) উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৭৭১, মাজমাউয যাওয়াইদ; হাদীস ২৬২১)।

৩. সানা (প্রশংসা বাক্য) পাঠ করার পর পাঠ করবে :

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অভিশপ্ত শয়তানের প্ররোচনা থেকে আশ্রয় গ্রহণ করছি।

হাদীস : আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর রাযি. কে দেখেছি, যখন তিনি নামায শুরু করতেন তখন তিনি তাকবীর পাঠ করতেন। এরপর পাঠ করতেন- سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ। এরপর (উপরোক্ত) তা'আওউয (আউযূবিল্লাহ...) পাঠ করতেন। (সুনানে দারাকুতনী; হাদীস ১১৫৯, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক; হাদীস ২৫৮৯, আসারুস সুনান লিননিমাবী; হাদীস ৩৩৯)।

৪. তাআওউয তথা আউযূবিল্লাহ... পড়ার পর পাঠ করবে :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

অর্থ : আমি অসীম দয়ালু পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।

হাদীস : নুআইম ইবনে আব্দুল্লাহ মুজমির রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরাইরা রাযি. এর পেছনে নামায আদায় করেছি। তখন দেখেছি, তিনি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করে সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন। (সুনানে নাসায়ী মুজতাবা; হাদীস ৯০৫, সুবুলুস সালাম; হাদীস ২৬)।

৫. বিসমিল্লাহ পাঠ করার পর পাঠ করবে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○

অর্থ : (১) সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই। (২) যিনি দয়াময় পরম দয়ালু। (৩) কর্মফল দিবসের অধিপতি। (৪) আমরা শুধু তোমারই ইবাদাত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (৫) আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন করো। (৬) তাঁদের পথ যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছো। (৭) তাদের পথ নয় যারা ক্রোধ-নিপতিত ও পথভ্রষ্ট।

হাদীস ১ : উবাদা বিন সামিত রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ওই ব্যক্তির নামায সিদ্ধ নয় যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পাঠ করে না। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৭৫৬)।

হাদীস ২ : আবূ মুসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নামায শিখিয়েছেন। বলেছেন, যখন তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াবে তখন তোমাদের একজন যেন তোমাদের নামাযের ইমামতি করে। আর যখন ইমাম কিরাআত পড়বে তখন তোমরা নীরবতা অবলম্বন করবে। (মুসনাদে আহমদ; হাদীস ১৯৭৩৮, সহীহ মুসলিম; হাদীস ৪০৫)।

৬. সূরা ফাতেহা শেষে বলবে : اٰمِيْنَ

অর্থ : হে আল্লাহ! কবুল করুন।

হাদীস : আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন ইমাম বলবে غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ তখন তোমরা বলবে اٰمِيْنَ। যার কথা ফেরেশতার কথার সাথে মিলে যাবে তার পেছনের পাপসমূহ মার্জনা করে দেয়া হবে। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৪৪৭৫)।

৭. রুকুতে গিয়ে পাঠ করবে :

سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ.

অর্থ : আমি আমার মহান প্রতিপালকের মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

হাদীস : হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে বলতেন سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ। সেজদায় বলতেন سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৮৭১)।

৮. রুকুতে আরো কিছু তাসবীহ্ নফল নামাযে পাঠ করা যায় :

(ক)

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

অর্থ : হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার প্রশংসার সাথে আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

হাদীস : আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু এবং সেজদায় উপরোক্ত তাসবীহ পাঠ করতেন। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৭৯৪)।

(খ)

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ.

অর্থ : আল্লাহ মহামহিম, মহাপবিত্র সত্তা, ফেরেশতা ও রূহ তথা জিবরীল আ. এর প্রতিপালক।

হাদীস : আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু সেজদায় উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৪৮৭)।

(গ)

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَمُخِّىْ وَعَظْمِىْ وَعَصَبِىْ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার জন্য আমি রুকু করেছি, আপনার উপর আমি ঈমান আনয়ন করেছি, আপনার জন্য আমি আনুগত্যের উদ্দেশ্যে মাথা অবনমিত করেছি। আপনার জন্য আমার কর্ণ, চক্ষু, মজ্জা, অস্থি এবং শিরা বিনম্র হয়েছে।

হাদীস : আলী ইবনে আবূ তালিব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু করতেন তখন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৭৭১)।

(ঙ)

سُبْحٰنَ ذِى الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاۤءِ وَالْعَظَمَةِ.

অর্থ : শক্তিময়, রাজাধিরাজ, মহিমাময়, মহামহিম আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

হাদীস : আউফ ইবনে মালিক আশজায়ী রাযি. বলেন, আমি এক রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামাযে দাঁড়ালাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে উপরোক্ত তাসবীহটি পাঠ করলেন। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৮৭৩)।

৯. রুকু থেকে দাঁড়ানোর সময় পাঠ করবে :

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ.

অর্থ : আল্লাহ তার কথা শোনেন অর্থাৎ কবুল করেন যে তার প্রশংসা করে।

হাদীস : আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকু থেকে

তাঁর পৃষ্ঠদেশ উঠাতেন তখন উপরোক্ত তাসমী' পাঠ করতেন। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৭৮৯)।

১০. রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পাঠ করবে :

(ক)

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার জন্যই সকল প্রশংসা।

হাদীস : আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু থেকে দাঁড়িয়ে উপরোক্ত তাহমীদ (প্রশংসাবাক্য) পাঠ করতেন। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৭৮৯)।

(খ)

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

অর্থ : হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আকাশ পৃথিবী পূর্ণ এবং আকাশ পৃথিবীর পর আপনি যা কিছু চেয়েছেন তদপূর্ণ প্রশংসা একমাত্র আপনার জন্য।

হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে আওফা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকু থেকে পৃষ্ঠদেশ উঠাতেন তখন তাসমী' বলার পর উপরোক্ত তাহমীদ পাঠ করতেন। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৪৭৬)।

বি.দ্র. এই জাতীয় দীর্ঘ দু'আ নফল নামাযে পড়া কাম্য। তবে ফরয নামাযে পড়াও নিষেধ নয়। কিন্তু ইমামের জন্য না পড়া উচিত। (আল-জামিউস সগীর; পৃষ্ঠা ১৪৭, আল-আযকার; পৃষ্ঠা ৬২)

১১. সেজদায় গিয়ে পাঠ করবে :

(ক)

سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى.

অর্থ : আমি আমার উচ্চতম প্রতিপালকের মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

হাদীস : হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদায় গিয়ে বলতেন سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৮৭১)।

(খ) সেজদায় আরো কিছু দু'আ নফল নামাযে পাঠ করা যায় :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهٗ دِقَّهٗ وَجِلَّهٗ وَاَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ وَعَلَانِيَتَهٗ وَسِرَّهٗ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমার ছোট-বড়, পূর্ববর্তী-পরবর্তী এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল পাপ মার্জনা করে দিন।

হাদীস : আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদার মাঝে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৪৮৩)।

(গ)

اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِيْ ثَنَآءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَآ اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টির আশ্রয় কামনা করছি আপনার অসন্তুষ্টি থেকে, আপনার মাধ্যমে বিপদ থেকে মুক্তির আশ্রয় কামনা করছি আপনার শাস্তি থেকে। আপনার থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করছি। আপনার যথাযথ প্রশংসা আমি করতে পারবো না। আপনি তেমনি যেমন আপনি নিজের ব্যাপারে প্রশংসা করেছেন।

হাদীস : আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার সাথে শয়নের এক রাত্রে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হারিয়ে ফেললাম। সুতরাং তাকে অনুসন্ধান করতে শুরু করলাম। অনুসন্ধানের এক

পর্যায়ে আমার হাত তার পায়ের তলায় গিয়ে লাগল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদারত অবস্থায় ছিলেন এবং পা দু'টি খাড়া ছিলো। এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করছিলেন। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৪৮৬)।

(ঘ)

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُّ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَهٗ وَصَوَّرَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ تَبٰرَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্য সেজদা করেছি। আপনার উপর ঈমান আনয়ন করেছি। আপনার জন্য আনুগত্যে মস্তক অবনমিত করেছি। আমার চেহারা পবিত্র ঐ সত্তার জন্য অবনমিত হয়েছে যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং তার আকৃতি দান করেছেন এবং তাতে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বরকতময় যিনি শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টিকর্তা।

হাদীস : আলী ইবনে আবূ তালেব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সেজদা করতেন তখন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৭৭১)।

১২. দুই সেজদার মাঝে নফল নামাযে পাঠ করবে, তবে ফরয নামাযেও পড়া যায় :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপর অনুগ্রহ করুন, আমার অবস্থার সংশোধন করুন, আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন এবং আমাকে আহার্য দান করুন।

হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সেজদার মাঝে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২৮৪)।

১৩. বৈঠকে পাঠ করবে :

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

অর্থ : যাবতীয় সম্মাননা, যাবতীয় ইবাদাত এবং যাবতীয় পবিত্র বিষয়াদি একমাত্র আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও সমৃদ্ধিসমূহ অবতীর্ণ হোক। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দাদের উপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নামাযের মধ্যে তাহিয়্যাহ (সম্মাননা)-এর বিষয়টি বলতাম এবং নাম উল্লেখ করতাম। কেউ কেউ অন্যের উপর সালাম পাঠ করতো। এ বিষয়গুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রবণ করলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা উপরোক্ত তাশাহ্হুদটি পাঠ করো। যদি তোমরা এটা পাঠ করো তাহলে তোমরা আকাশ পৃথিবীতে বিদ্যমান আল্লাহর সকল সৎকর্মশীল বান্দার উপর সালাম পাঠ করলে। (সহীহ বুখারী; হাদীস ১২০২)।

১৪. বিতর নামাযে তৃতীয় রাকাআতে রুকুর পূর্বে দু'আয়ে কুনুত (আনুগত্যের দু'আ) পাঠ করবে :

(ক)

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ

وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা তোমারই সাহায্য চাই। তোমার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। তোমার উত্তম প্রশংসা করি। আমরা তোমার কৃতঘ্নতা জ্ঞাপন করি না। যে তোমার অবাধ্য হয় আমরা তাকে পরিত্যাগ করি এবং তার সংশ্রব বর্জন করি। হে আল্লাহ! আমরা তোমারই ইবাদাত করি। তোমার জন্যই নামায আদায় করি। তোমাকেই সেজদা করি। তোমার দিকেই ধাবিত হই। তোমারই দাসত্ব করি। আমরা তোমার অনুগ্রহ প্রত্যাশা করি। তোমার শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয় তোমার সুপ্রমাণিত সত্য-শাস্তি কাফেরদের উপর পতিত হবে।

> **হাদীস :** আবূ আব্দুর রহমান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. কুনুতের মাঝে উপরোক্ত দু'আটি শিক্ষা দিতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ; হাদীস ৬৯৬৫)।

বি.দ্র. শব্দের সামান্য ব্যতিক্রমসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থেও দু'আটি বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং অন্যান্য বর্ণনার আলোকে সমন্বয় করে দু'আটি নিম্নোক্ত পদ্ধতিতেও পড়া যায়-

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা তোমারই সাহায্য চাই। তোমার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। তোমার প্রতিই ঈমান আনয়ন করি। তোমারই উপর আস্থা স্থাপন করি। তোমার উত্তম প্রশংসা করি। আমরা তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। কৃতঘ্নতা জ্ঞাপন করি না। যে তোমার অবাধ্য হয় আমরা তাকে পরিত্যাগ করি এবং তার সংশ্রব

বর্জন করি। হে আল্লাহ! আমরা তোমারই ইবাদত করি। তোমার জন্যই নামায আদায় করি। তোমাকেই সেজদা করি। তোমার দিকেই ধাবিত হই। তোমারই দাসত্ব করি। আমরা তোমার অনুগ্রহ প্রত্যাশা করি। তোমার শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয় তোমার শাস্তি কাফেরদের উপর পতিত হবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ; হাদীস ৬৯৬৫, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক; হাদীস ৪৯৬৮, শরহু মাআনিল আসার ৩/১৪)।

(খ)

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيمَآ اَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ وَاِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে সুপথ দেখিয়েছো আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করে সুপথ দেখাও। যাদেরকে তুমি ক্ষমা করেছো আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করে ক্ষমা করে দাও। তুমি যাদের অভিভাবক হয়েছো আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করে আমার অভিভাবক হয়ে যাও। তুমি আমাকে যা কিছু দান করেছো তাতে বরকত ও সমৃদ্ধি দান করো। তুমি যেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছো তার অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা করো। কারণ তুমিই সিদ্ধান্ত দান করো। তোমার বিপরীতে কেউ সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। তুমি যাকে সাহায্য করো সে কখনো লাঞ্ছিত হয় না। আর যাকে তুমি সাহায্য-বঞ্চিত করো সে কখনো সম্মানিত হতে পারে না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি বরকতময় ও সর্বোচ্চ।

হাদীস : হাসান ইবনে আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কিছু কালিমা শিখিয়েছেন, যেগুলো আমি বিতর নামাযে পাঠ করতাম। সে কালিমাগুলো উপরে বর্ণিত। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ১৪২৭)।

১৫. তাশাহহুদ শেষে পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

অর্থ : হে আল্লাহ আপনি রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপর। যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি বরকত অবতীর্ণ করুন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপর। যেমন আপনি বরকত অবতীর্ণ করেছেন ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।

হাদীস : আব্দুর রহমান ইবনে আবি লাইলা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমার সাথে কা'ব ইবনে আজরাহ রাযি. এর সাক্ষাত হলো। তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে কোনো উপঢৌকন দেব না, যেটা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ। সুতরাং সেটা আমাকে উপহার হিসেবে দিন। তিনি বললেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর রাসূল! আপনার এবং আপনার পরিবারের উপর রহমত বর্ষণের পদ্ধতি কী? কারণ আল্লাহ আমাদেরকে শিখিয়েছেন কিভাবে আপনার উপর সালাম পেশ করতে হয়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা বলো (উপরোক্ত দুরূদটি)। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৩৩৭০)।

১৬. দুরূদ শেষে পাঠ করবে :

(ক)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْٓ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি (পাপ করে) নিজের উপর অনেক জুলুম করেছি। আর আপনি ব্যতীত পাপসমূহ মার্জনাকারী আর কেউ নেই। সুতরাং আপনি নিজ অনুগ্রহে আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। নিঃসন্দেহে আপনি ক্ষমাকারী ও করুণাময়।

হাদীস : আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে এমন একটি দু'আ শিখিয়ে দিন যা দ্বারা আমি নামাযে দু'আ করবো। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বলো (উপরোক্ত দু'আটি)। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৮৩৪)।

(খ) নামাযে দু'আয়ে মাসূরা হিসেবে পাঠ করা যায় :

يَا مَنْ لَّا تَرَاهُ الْعُيُوْنُ وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُوْنُ وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُوْنَ وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ وَلَا يَخْشَى الدَّوَآئِرُ يَعْلَمُ مَثَاقِيْلَ الْجِبَالِ وَمَكَايِيْلَ الْبِحَارِ وَعَدَدَ قَطْرِ الْاَمْطَارِ وَعَدَدَ وَرَقِ الْاَشْجَارِ وَعَدَدَ مَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَاَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ لَا تُوَارِىْ مِنْهُ سَمَآءٌ سَمَآءً وَّلَا اَرْضٌ اَرْضًا وَّلَا بَحْرٌ مَّا فِىْ قَعْرِهٖ وَلَا جَبَلٌ مَّا فِىْ وَعْرِهٖ اجْعَلْ خَيْرَ عُمُرِىْ اٰخِرَهٗ وَخَيْرَ عَمَلِىْ خَوَاتِمَهٗ وَخَيْرَ اَيَّامِىْ يَوْمَ اَلْقَاكَ فِيْهِ.

অর্থ : হে ঐ সত্তা! আঁখিযুগল যাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না, ধারণা-কল্পনা যার নাগাল পায় না, গুণকীর্তনকারী যার গুণকীর্তন করে শেষ করতে পারে না, কোনো ঘটনা-দুর্ঘটনা তাঁকে বিচলিত করতে পারে না, কোনো দুর্যোগ-দুর্ঘটনাকে যিনি ভয় করেন না। পর্বতমালার ভারত্ব এবং সমুদ্রের পরিমাপ পরিধি, বৃষ্টির ফোঁটার সংখ্যা, বৃক্ষের পাতার সংখ্যা, যেসব বস্তুর উপর রাত্র আঁধার ছড়ায় এবং দিবস আলো ছড়ায় তার সংখ্যা সম্বন্ধে যিনি অবগত আছেন। যার থেকে কোনো আকাশ কোনো আকাশকে কোনো ভূখণ্ড কোনো ভূখণ্ডকে কোনো সমুদ্র তার গভীরস্থ উপাদানকে, পর্বত তার দুর্গম

গাত্রস্থ বস্তুকে আড়াল করতে পারে না! আপনি আমার শেষ জীবনকে উত্তম জীবন করে দিন এবং আমার শেষ কর্মগুলোকে উত্তম করে দিন এবং আমার সর্বশেষ দিনগুলোকে আপনার সাথে সাক্ষাতের দিবসে উত্তম করে দিন।

হাদীস : আনাস রাযি. সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা জনৈক বেদুঈন সাহাবীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সে এ বাক্যগুলো পাঠ করে নামাযে প্রার্থনা করছিল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক সাহাবীকে দায়িত্ব দিয়ে বললেন, এ লোকটির নামায শেষ হলে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। নামায শেষ হলে লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে উপস্থিত হলো। এদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপঢৌকন হিসেবে স্বর্ণের টুকরো পেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সে স্বর্ণের টুকরোটি উপহার স্বরূপ প্রদান করলেন। এরপর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে বেদুঈন! তোমার পরিচয় বলো। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি বনী আমির বিন সা'সা'আ গোত্রের লোক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি জানো আমি তোমাকে কেন স্বর্ণ উপহার দিয়েছি? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথে আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, আত্মীয়তার সম্পর্ক তো অবশ্যই আছে। তবে আমি তোমাকে উপহার স্বরূপ স্বর্ণ দিয়েছি আল্লাহর সুন্দর প্রশংসা স্তুতি করার জন্য। (মু'জামে তাবারানী আউসাত; হাদীস ৯৪৪৮)।

(গ)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করছি জাহান্নামের শাস্তি থেকে এবং আমি আপানার কাছে আশ্রয় কামনা করছি কবরের শাস্তি থেকে এবং আমি আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করছি মাসীহে দাজ্জালের ফেতনা থেকে এবং আমি আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করছি জীবন মৃত্যুর ফেতনা থেকে।

হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে এ দু'আটি শেখাতেন যেমন তাদেরকে কুরআনের সূরা শেখাতেন। তিনি বলেন, তোমরা বলো,

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

ইমাম মুসলিম রহ. বলেন, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে, তাউস রহ. তাঁর ছেলেকে একদা বললেন, তুমি কি তোমার নামাযে এ দু'আটির মাধ্যমে দু'আ করেছো? তিনি বললেন, না। তখন তাউস রহ. বললেন, তুমি পুনরায় নামায পড়ো। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৫৯০)।

দ্রষ্টব্য : একাকী নামায আদায়কালে হাদীসে বর্ণিত নামাযের মধ্যকার দু'আ, তাসবীহ ও যিকির যতো বেশি পাঠ করা যায় ততোই কল্যাণকর। তবে ইমাম হয়ে নামায আদায়কালে মুসল্লীদের কষ্টের দিকটি বিবেচনায় রেখে হাদীসে বর্ণিত অতিরিক্ত দু'আ-যিকিরগুলো পাঠ না করা উচিত।

ফরয নামাযের পর পঠিতব্য দু'আ ও যিকির

১. ইস্তিগফার :

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ.

অর্থ : আমি ঐ সত্তা সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করছি যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। আমি তাঁর কাছেই তওবা তথা পাপবোধের অনুশোচনা জ্ঞাপন করি।

> **হাদীস :** হযরত যায়েদ ইবনে বূলা রাযি. সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর এ দু'আটি পাঠ করবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। যদিও সে জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করে। (মু'জামে তাবারানী আউসাত; হাদীস ৭৭৩৮, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩৫৭৭)।

২. আয়াতুল কুরসী :

اَللهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ.

অর্থ : আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁরই। কে সে, যে তার অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তার জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তার

‘কুরসী’ আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত; এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ। (সূরা বাকারা ২৫৫)।

হাদীস ১ : হযরত আবূ উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে তার জন্য মৃত্যু ব্যতীত আর কোনো প্রতিবন্ধক থাকবে না। (আমালুল ইয়াউমি ওয়াল-লাইলাহ, নাসায়ী; হাদীস ১০০, সুনানে নাসায়ী কুবরা; হাদীস ৯৯২৮, মুহাম্মাদ বিন রিযক বিন তারহুনী, আল-আহাদীসুস সাবিতা ফী ফাযায়িলি সুওয়ার ওয়া আয়াতিল কুরআন ১/১৬)।

হাদীস ২ : হযরত হাসান ইবনে আলী রাযি. সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে সে অন্য নামাযের পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলার দায়িত্বে চলে যাবে। (মু‘জামে তাবারানী কাবীর; হাদীস ২৭৩৩, মাজমাউয যাওয়ায়িদ; হাদীস ২৮৯২)।

৩.

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি শান্তি বিধায়ক। শান্তি সমৃদ্ধি আপনার পক্ষ থেকেই আসে। হে মহত্ত্ব ও মর্যাদার আধার! আপনি অতিশয় মহিমান্বিত।

হাদীস : হযরত সাওবান রাযি. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শেষ করতেন তখন তিনবার ইস্তিগফার পাঠ করতেন। এরপর উপরোক্ত দু‘আটি পাঠ করতেন। বর্ণনাকারী ওয়ালীদ রহ. বলেন, আমি আওযায়ী রহ.-কে

জিজ্ঞেস করলাম, ইস্তিগফার কিভাবে পড়বো? তিনি বললেন, বলবে, أَسْتَغْفِرُ اللهَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৫৯১)।

৪.

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

অর্থ : একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তাবৎ রাজত্ব তাঁর অধীন। যাবতীয় স্তুতি প্রশংসা তাঁর জন্য। তিনি সকল প্রকার বস্তু-বিষয়ের উপর শক্তিমান। হে আল্লাহ! আপনি দান করতে চাইলে তার কোনো অন্তরায় বা প্রতিরোধকারী নেই। আপনি কোনো কিছু দিতে না চাইলে তা দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই। আপনার পক্ষ থেকে প্রদত্ত মর্যাদা-ঐশ্বর্য্য মর্যাদা-ঐশ্বর্য্যের ধারক ব্যক্তিকে কোনোরূপ উপকার করতে পারবে না।

হাদীস : মুগীরা ইবনে শু'বা রাযি. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরয নামাযের পর উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৮৪৪)।

৫.

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার স্মরণ, আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং আপনার সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ইবাদত করার ব্যাপারে আমাকে সহায়তা করুন।

হাদীস : আবূ আব্দুল্লাহ সুনাবিহী রাযি. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়ায ইবনে জাবাল রাযি. এর হাত ধরলেন

এবং বললেন, হে মুয়ায! আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে ভালোবাসি। এরপর বললেন, হে মুয়ায! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, কোনো নামাযের পর তুমি এ দু'আটি পরিত্যাগ করবে না। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ১৫২৪)।

৬.

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার সমীপে কাপুরুষতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এবং আপনার সমীপে নিকৃষ্ট বয়সে উপনীত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এবং আমি আপনার সমীপে পার্থিব ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এবং আমি আপনার সমীপে কবর জগতের শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হাদীস : সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযি. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পর এ দু'আটির মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। (সহীহ বুখারী; হাদীস ২৮২২)।

৭.

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّآ اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَآءُ الْحَسَنُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

অর্থ : একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তাবৎ রাজত্ব তাঁর অধীন। যাবতীয় স্তুতি প্রশংসা তাঁর জন্য। তিনি সকল প্রকার বস্তু-বিষয়ের উপর শক্তিমান। সকল প্রকার শক্তি ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর ক্ষেত্রে

প্রযোজ্য। আল্লাহ ব্যতিরেকে কোনো ইলাহ নেই। আমরা একমাত্র তারই ইবাদত করি। আশীষ-প্রাচুর্য তাঁরই। শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহত্ত্ব তাঁরই। সুন্দর প্রশংসা তাঁরই। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আমরা আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে ইবাদত করি। যদিও অবিশ্বাসীরা অপছন্দ করে।

হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর উপরোক্ত দু'আটি দ্বারা তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ জাতীয় যিকির) পাঠ করতেন। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৩৭১)।

৮. যথাক্রমে ৩৩ বার, ৩৩ বার, ৩৪ বার ও একবার পাঠ করবে :

(١) سُبْحٰنَ اللهِ. (٢) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ. (٣) اَللهُ اَكْبَرُ. (٤) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ.

অর্থ : (১) আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। (২) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। (৩) আল্লাহ মহান। (৪) একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তাবৎ রাজত্ব তাঁর অধীন। যাবতীয় স্তুতি প্রশংসা তাঁর জন্য। তিনি সকল প্রকার বস্তু-বিষয়ের উপর শক্তিমান।

হাদীস ১ : আবূ হুরাইরা রাযি. সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ এবং ৩৩ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে এবং একবার-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ.

-পাঠ করবে তার যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। যদিও তা সমুদ্রের ভাসমান ফেনা সমতুল্য হয়। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৩৮০)।

হাদীস ২ : হযরত সাইব রহ. সূত্রে বর্ণিত, একদা আলী রাযি. ফাতেমা রাযি. এর কাছে এসে অনুযোগের স্বরে বললেন, মশক টানার ফলে আমার বুকে ব্যথা অনুভব হচ্ছে। তখন ফাতেমা রাযি.-ও অনুযোগ করে বললেন, আটার চাকি ঘুরাতে ঘুরাতে আমার হাত ব্যথা হয়ে গেছে। তখন আলী রাযি. বললেন, তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও; তাঁর কাছে যুদ্ধবন্দি এসেছে। আশা করা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার সেবার জন্য একটি দাস দিবেন।

ফাতেমা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলেন। অতঃপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট আসলেন। এরপর বললেন, তোমরা আমার কাছে গিয়েছিলে যাতে আমি তোমাদের সেবা করার জন্য একটি গোলাম দেই। এখন আমি তোমাদেরকে এমন একটি বিষয় সম্বন্ধে অবগত করছি যা তোমাদের জন্য গোলাম থেকেও উত্তম এবং কল্যাণকর। তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর এবং যখন রাতে বিছানায় ঘুমাতে যাবে ৩৩ বার তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ), ৩৩ বার তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ) এবং ৩৪ বার তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ করবে। এভাবে একশত বার করে পাঠ করবে।

আলী রাযি. বলেন, আমি জীবনে কখনো এ আমলগুলো পরিত্যাগ করেছি কি না আমার জানা নেই। আব্দুল্লাহ ইবনুল কাওয়া রাযি. আলী রাযি. কে জিজ্ঞেস করলেন, সিফফীন যুদ্ধের রাত্রগুলোতেও আপনি এ দু'আগুলো পরিত্যাগ করেননি? তখন আলী রাযি. বললেন, সিফফীন যুদ্ধের রাত্রগুলোতেও আমি এ দু'আগুলো পরিত্যাগ করিনি। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ; হাদীস ২৯২৬৩, সহীহ বুখারী; হাদীস ৫৩৬২)।

৯.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْاَعْوَرِ الْكَذَّابِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি কবর জগতের শাস্তি হতে তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি। আমি জাহান্নামের শাস্তি হতে তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি। আমি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ফিতনাসমূহ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি। আমি কানা দাজ্জাল হতে তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি।

হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পর দু'আটি পাঠ করে উপরোক্ত চারটি বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। (সুনানে নাসায়ী; হাদীস ২০৬০, মুসনাদে আব্‌দ ইবনে হুমাইদ; হাদীস ৭০৭, ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহারাহ, আহমদ আল-বুসিরী; হাদীস ১৩৭৩)।

১০. একশত বার পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার তওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি তওবা কবুলকারী এবং ক্ষমাশীল।

হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পর দু'আটি একশত বার পাঠ করতেন। (মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ৪৭২৬)।

১১.

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيَ الَّذِيْ جَعَلْتَهٗ لِيْ عِصْمَةَ اَمْرِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ جَعَلْتَ فِيْهَا مَعَاشِيْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ

وَبِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ. اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার দীনকে পরিশুদ্ধ করে দিন, যে দীনকে আপনি আমার কার্যক্রমের রক্ষাকবচ বানিয়েছেন। এবং আমার পার্থিব জীবন ধারাকে পরিশুদ্ধ করে দিন যাকে আমার জীবনযাপনের ক্ষেত্র বানিয়েছেন। হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টির শরণ গ্রহণ করছি আপনার অসন্তুষ্টি থেকে। আপনার ক্ষমার শরণ গ্রহণ করছি আপনার শাস্তি থেকে। এবং আমি আপনার শরণ গ্রহণ করছি আপনার ক্রোধ থেকে। হে আল্লাহ! আপনি দান করতে চাইলে তার কোনো অন্তরায় বা প্রতিরোধকারী নেই। আপনি কোনো কিছু দিতে না চাইলে তা দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই। আপনি ব্যতীত কোন বিত্তবানকে তার বিত্ত উপকার করতে পারে না।

হাদীস : আবূ মারওয়ান রাযি. সূত্রে বর্ণিত, কা'ব রাযি. বলেন, ঐ সত্তার শপথ যিনি মুসা আ. এর জন্য সমুদ্রকে বিভক্ত করে দিয়েছেন, আমরা তাওরাত গ্রন্থে দেখতে পেয়েছি, দাউদ আ. নামায শেষে এসব বাক্য বলে দু'আ করতেন। তেমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ বাক্যগুলো পাঠ করে দু'আ করতেন। (সুনানে নাসায়ী; হাদীস ১৩৪৫, সহীহ ইবনে হিব্বান; হাদীস ২০২৬)।

১২.

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কুফর, দারিদ্র এবং কবর জগতের শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হাদীস : আবূ বাকরাহ রাযি. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পর এ

দু'আটি পাঠ করতেন। (সুনানে নাসায়ী; হাদীস ১৩৪৭, সহীহ ইবনে হিব্বান; হাদীস ১০২৮)।

১৩.

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَیْءٍ، اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّكَ اَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَیْءٍ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ، اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَیْءٍ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ اِخْوَةٌ، اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَیْءٍ اجْعَلْنِیْ مُخْلِصًا لَكَ وَاَهْلِیْ فِیْ كُلِّ سَاعَةٍ فِی الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اسْمَعْ وَاسْتَجِبْ، اللهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ نُوْرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ، اَللهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرُ، حَسْبِیَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ اَللهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرُ.

অর্থ : হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক এবং বস্তুনিচয়ের প্রতিপালক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনিই একমাত্র প্রতিপালক। আপনার কোনো অংশীদার নেই। হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক এবং বস্তুনিচয়ের প্রতিপালক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ আপনার বান্দা এবং আপনার রাসূল। হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক এবং বস্তুনিচয়ের প্রতিপালক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, সকল বান্দা পরস্পর ভাই ভাই। হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক এবং বস্তুনিচয়ের প্রতিপালক! আপনি আমাকে প্রতি মুহূর্তে, ইহকাল এবং পরকালে আপনার এবং আমার পরিবারের একনিষ্ঠ করে দিন। হে মহত্ত্ব ও মর্যাদার আধার! শোনো এবং আমার প্রার্থনা কবুল করো। আল্লাহ মহান, অতিশয় মহান। আল্লাহ আকাশ পৃথিবীর জ্যোতির্ময়কারী। আল্লাহ মহান, অতিশয় মহান। আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট এবং সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক। আল্লাহ মহান, অতিশয় মহান।

হাদীস : যায়েদ ইবনে আরকাম রাযি. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পর এ বাক্যগুলোর মাধ্যমে দু'আ করতেন। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ১৫০৮, মুসনাদে আহমদ; হাদীস ১৯২৯৩)।

১৪.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ خَطَايَايَ وَذُنُوْبِيْ كُلَّهَا اَللّٰهُمَّ انْعِشْنِيْ وَاَجِرْنِيْ وَاهْدِنِيْ لِصَالِحِ الْاَعْمَالِ وَالْاَخْلَاقِ فَاِنَّهٗ لَا يَهْدِيْ لِصَالِحِهَا وَلَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার যাবতীয় ভুল-ভ্রান্তি এবং পাপ-পঙ্কিলতা ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! আমাকে প্রাণবন্ত করে দিন এবং আমাকে হিফাযত করুন এবং সৎকর্ম ও চরিত্র-মাধুর্যের দিকে দিকনির্দেশনা দান করুন। কারণ আপনি ব্যতীত কেউ সৎকর্মের ও সচ্চরিত্রের দিকনির্দেশনা দিতে পারে না এবং আপনি ব্যতীত আমাকে মন্দ কাজ ও মন্দ স্বভাব থেকে কেউ থেকে পরিত্রাণ দিতে পারে না।

> **হাদীস :** আবূ উমামা রাযি. বলেন, আমি যখনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়েছি তখনই তাঁর কাছাকাছি দাঁড়িয়েছি এবং তাঁকে প্রত্যেক নামাযের পর এ দু'আটি বলতে শুনেছি। (আল-মু'জামুল কাবীর, তবারানী; হাদীস ৭৮৯৩, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাইসামী; হাদীস ১৬৯৮২)।

১৫. 'আল্লাহু আকবার' এগারো বার, 'আলহামদু লিল্লাহ' এগারো বার, 'সুবহানাল্লাহ' এগারো বার এবং নিম্নের বাক্যটি এগারো বার পাঠ করবে :

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ.

অর্থ : একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তার কোনো অংশীদার নেই।

> **হাদীস :** আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা দরিদ্র সাহাবীগণ ধনী সাহাবীদের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করে বললেন, হে

আল্লাহর রাসূল! আমাদের এসব ধনবান ভাইয়েরা আমাদের মত ঈমান এনেছে, তারা আমাদের মত নামায পড়ে, আমাদের মত রোযা রাখে। অথচ ধন সম্পদের ক্ষেত্রে আমাদের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব হয়ে গেছে। তারা দান সদকা করে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে। আর আমরা হলাম দরিদ্র মানুষ। আমরা এসব কিছু করতে পারি না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাদের এমন বিষয় বলে দেব না যেগুলো সম্পন্ন করলে তোমরাও তাদের মত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারবে? তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর 'আল্লাহু আকবার' এগারো বার, 'আলহামদু লিল্লাহ' এগারো বার, 'সুবহানাল্লাহ' এগারো বার এবং لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ এগারো বার পাঠ করবে। এতে করে তোমরাও তাদের মত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারবে।

এ সংবাদটি ধনবান সাহাবীদের কানে পৌঁছে গেল। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরিদ্র সাহাবীদেরকে যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন ধনবান সাহাবীরাও তা পালন করতে লাগল। দরিদ্র সাহাবীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যা পাঠ করি তারাও তা পাঠ করে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ। আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছে তাকে দান করেন। তবে তোমাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছি হে দরিদ্র সমাজ! দরিদ্র মুমিনগণ ধনী মুমিনদের তুলনায় পাঁচশত বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসনাদে আব্দ ইবনে হুমাইদ; হাদীস ৭৯৭, সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ৪১২৪)।

১৬.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَآ اَخَّرْتُ وَمَآ اَسْرَرْتُ وَمَآ اَعْلَنْتُ وَمَآ اَسْرَفْتُ وَمَآ اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি অতীতে, সম্প্রতি, গোপনে, প্রকাশ্যে যে পাপ করেছি আর যে সীমালঙ্ঘন করেছি এবং আমার যে পাপ সম্বন্ধে আমার চেয়ে আপনি বেশি অবগত সেসব পাপকে আপনি মার্জনা করে দিন। আপনি অগ্রগামী করেন, আপনি পশ্চাদ্গামী করেন। আপনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই।

হাদীস : আলী ইবনে আবী তালিব রাযি. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সালাম শেষে এ দু'আটি পড়তেন। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৮৪৯)।

ফজর ও মাগরিবের পর পঠিতব্য দু'আ ও যিকির

১. দশবার পাঠ করবে :

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

অর্থ : একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তাবৎ রাজত্ব তাঁর অধীন। যাবতীয় প্রশংসা তাঁর জন্য। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। তিনি সকল বিষয়ের উপর শক্তিমান।

হাদীস ১ : আবূ যর রাযি. সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের পর পদযুগল ভাঁজ করা অবস্থায় কোনো কথা না বলে এ দু'আটি দশবার পাঠ করবে তার নামে দশটি পুণ্য লেখা হবে, দশটি পাপ মোচন করা হবে, দশটি পদমর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। এবং সে ঐদিন সকল প্রকার অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় এবং শয়তানের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে। এবং সেদিন একমাত্র শিরক ব্যতীত অন্য কোনো পাপ তার আমলকে বিনষ্ট করতে পারবে না এবং তার কোনরূপ ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩৪৭৪)।

হাদীস ২ : উমারাহ ইবনে শাবীব রাযি. সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর দশবার দু'আটি পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সশস্ত্র প্রহরী পাঠাবেন। এ প্রহরী

বাহিনী তাকে সকাল পর্যন্ত শয়তানের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখবে এবং আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাত আবশ্যককারী দশটি পুণ্য লিপিবদ্ধ করবেন এবং ধ্বংসাত্মক দশটি পাপ মোচন করবেন এবং দশজন মুমিন দাস মুক্তির পুণ্য তার নামে বরাদ্দ করা হবে। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩৫৩৪)।

২. সাতবার পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দান করুন।

হাদীস : হারিস রাযি. বলেন, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্জনে আমাকে বললেন, যখন তুমি মাগরিব নামায শেষ করবে তখন কোনো কথা না বলে এ দু'আটি সাত বার পাঠ করবে। যদি তুমি এ দু'আটি পাঠ করো এবং সে রাতেই মৃত্যুবরণ করো তাহলে জাহান্নাম থেকে তোমার মুক্তি অবধারিত হয়ে যাবে। এবং যখন তুমি ফজর নামায পড়বে তখনো কোনো কথা না বলে পূর্বোক্ত দু'আটি সাতবার পাঠ করবে। কারণ তুমি যদি সেদিনই মৃত্যু বরণ করো তাহলে জাহান্নাম থেকে তোমার মুক্তি অবধারিত হয়ে যাবে। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৫০৮১, সহীহ ইবনে হিব্বান; হাদীস ২০২২)।

৩.

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا طَيِّبًا وَّعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উপকারী জ্ঞান, পবিত্র-উৎকৃষ্ট আহার এবং কবুল হওয়ার যোগ্য আমল প্রার্থনা করছি।

হাদীস : উম্মে সালামা রাযি. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফজর নামায পড়ে সালাম ফিরাতেন তখন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ৯২৫)।

৪. তিনবার اَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়ে একবার নিম্নের সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়বে :

هُوَ اللهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ○ هُوَ اللهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحٰنَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ○ هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ○

অর্থ : আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি ও নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই মহিমান্বিত। তারা যাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, তাঁরই সকল উত্তম নাম। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছু তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা হাশর; আয়াত ২২-২৪)।

হাদীস : মা'কিল বিন ইয়াসার রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলা তিনবার **اَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ** পাঠ করে সূরা হাশরের শেষ তিন

আয়াত পাঠ করবে তার জন্য আল্লাহ তা'আলা সত্তর হাজার ফেরেশতা নিয়োজিত করে দেন। তারা তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত রহমতের প্রার্থনা করতে থাকে। যদি সে সেদিন মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যা বেলা এগুলো পাঠ করবে সেও এ মাহাত্ম লাভ করবে। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২৯২৭)।

বি.দ্র. দীর্ঘ দু'আসমূহ ফরয নামাযের পর সুন্নাত না থাকলে ফরযের পরই পাঠ করবে। আর সুন্নাত থাকলে সুন্নাত আদায় করার পর পড়তে চেষ্টা করবে।

৫. ফজর নামাযের পর স্বস্থানে বসে জাগতিক কোনো কথাবার্তায় মনোযোগী না হয়ে আল্লাহর যিকির করতে থাকবে। এরপর ইশরাকের সময় চার রাকাআত নামায আদায় করবে।

হাদীস ১ : আয়িশা রাযি. সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ফজর নামায পড়ে স্বস্থানে বসে থাকবে এবং জাগতিক কোনো কথা বার্তায় মনোযোগী না হয়ে আল্লাহর যিকির করতে থাকবে, এরপর ইশরাকের সময় চার রাকাআত নামায আদায় করবে সে সদ্য ভূমিষ্ঠ নবজাতকের ন্যায় নিষ্পাপ মানবে পরিণত হয়ে যাবে। (মুসনাদে আবূ ইয়া'লা; হাদীস ৪৩৬৫, ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহারাহ, বুসিরী; হাদীস ৬০৭৩)।

হাদীস ২ : আনাস রাযি. সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ফজর নামায আদায় করবে, এরপর সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকির করবে, এরপর দুই রাকাআত নামায আদায় করবে সে ব্যক্তির আমলনামায় পূর্ণাঙ্গ একটি হজ্জ এবং উমরার সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৫৮৩)

সকাল-সন্ধ্যায় পঠিতব্য দু'আ ও যিকির

১. সকাল-সন্ধ্যা তিনবার পাঠ করবে :

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

অর্থ : আমি ঐ আল্লাহর নামে সূচনা করছি ভূমণ্ডল এবং নভোমণ্ডলে যাঁর নামের উপস্থিতিতে কোনো কিছুই ক্ষতি সাধন করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

> **হাদীস :** উসমান ইবনে আফফান রাযি. সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা তিনবার এ দু'আটি পাঠ করবে পৃথিবীর কোন কিছু তার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩৩৮৮)।

২. সকাল-সন্ধ্যা নিচের সূরা তিনটি তিনবার করে পাঠ করবে :

সূরা ইখলাস

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌّ ○ اللّٰهُ الصَّمَدُ ○ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ○ وَلَمْ يَكُن لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌّ ○

অর্থ : বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

সূরা ফালাক

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ○ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ○ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ○ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ○ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ○

অর্থ : বল, আমি শরণ নিচ্ছি ঊষার স্রষ্টার তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে, রাত্রির অন্ধকারের অনিষ্ট হতে যখন তা গভীর হয়, সমস্ত নারীদের অনিষ্ট হতে যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয় এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে যখন সে হিংসা করে।

সূরা নাস

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ○مَلِكِ النَّاسِ○اِلٰهِ النَّاسِ○مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ○ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ○ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ○

অর্থ : বল, আমি শরণ নিচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের অধিপতির, মানুষের ইলাহের, আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জিনের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে।

হাদীস : খুবাইব রাযি. বলেন, একদা আমরা প্রকট অন্ধকারাচ্ছন্ন বৃষ্টি-ভেজা রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধানে বের হলাম, এ উদ্দেশ্যে যে, তিনি আমাদের নিয়ে নামায পড়বেন। ইত্যবসরে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পেয়ে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, বলো। আমি কিছুই বললাম না। এরপর আবার বললেন, বলো। আমি এবারও কিছু বললাম না। এরপর আবার বললেন, বলো। এবার আমি বললাম, আমি কি বলবো? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বলো, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (সূরা ইখলাস) এবং মুআউয়িযাতাইন (সূরা ফালাক এবং সূরা নাস)। এ সূরাগুলো সকাল সন্ধ্যা তিনবার পাঠ করবে। সবকিছু থেকে এগুলো তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩৫৭৫)।

৩. সকাল-সন্ধ্যা সাইয়িদুল ইসতিগফার পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْۤءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْۤءُ لَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّاۤ اَنْتَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রতিপালক। আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমি হলাম আপনার ভৃত্য-দাস। আমি যথাসম্ভব আপনার কাছে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করবো। আমি যে কর্ম করি তার অনিষ্ট থেকে আমি আপনার সমীপে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমাকে প্রদত্ত আপনার অনুগ্রহ আমি স্বীকার করি এবং আপনার নিকট কৃত অন্যায় অপরাধের কথা আমি স্বীকার করি। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন। কারণ আপনি ব্যতীত আর কেউ পাপ মার্জনা করতে পারবে না।

হাদীস : শাদ্দাদ ইবনে আউস রাযি. সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ দু'আটি হলো 'সায়্যিদুল ইস্তিগফার' তথা ক্ষমা প্রার্থনার সর্বোত্তম এবং সর্ব শ্রেষ্ঠ দু'আ। যদি কোনো ব্যক্তি সম্পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে দিনের বেলা এ দু'আটি পাঠ করে এবং সেদিন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে জান্নাতীদের শ্রেণীভুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি রাতের বেলা বিশ্বাস নিয়ে এ দু'আটি পাঠ করে এবং সকাল হওয়ার পূর্বে ইন্তেকাল করে তাহলেও সে জান্নাতীদের শ্রেণীভুক্ত হয়ে যাবে। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৬৩০৬)।

৪. সকাল-সন্ধ্যা একশত বার করে পাঠ করবে :

سُبْحٰنَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ.

অর্থ : আমি মহামহিম আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তার অসংখ্য পূর্ণাঙ্গতার প্রশংসা করছি।

হাদীস : আবূ হুরাইরা রাযি. সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সকাল বিকাল দু'আটি একশত বার পাঠ করল পৃথিবীর কোনো সৃষ্টি তার মতো মহৎ কর্ম সম্পন্ন করল না। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৫০৯৩)।

৫. সকাল-সন্ধ্যা একশত বার করে পাঠ করবে :

سُبْحٰنَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ.

অর্থ : আমি আল্লাহ তা'আলার মহিমা ঘোষণা করছি এবং তার প্রশংসা করছি।

হাদীস ১ : আবূ হুরাইরা রাযি. সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলা এবং বিকাল বেলা দু'আটি একশত বার পাঠ করবে তার যাবতীয় পাপ মোচন করে দেয়া হবে। যদিও তার পাপ সমুদ্রের ফেনার চেয়ে অধিক হয়। (সহীহ ইবনে হিব্বান; হাদীস ৮৫৯)।

হাদীস ২ : আবূ হুরাইরা রাযি. সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলা এবং বিকাল বেলা দু'আটি একশত বার পাঠ করবে কিয়ামতের দিন তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আমল নিয়ে কেউ উপস্থিত হতে পারবে না। তবে যে ব্যক্তি তার মত দু'আটি একশত বার পাঠ করবে অথবা অতিরিক্ত আরো পুণ্যের কাজ করবে তার ব্যাপারটি স্বতন্ত্র। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৭০১৯)।

৬. সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡۤ اَسۡئَلُكَ الۡعَافِيَةَ فِیۡ الدُّنۡيَا وَالۡاٰخِرَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡۤ اَسۡئَلُكَ الۡعَفۡوَ وَالۡعَافِيَةَ فِیۡ دِيۡنِیۡ وَدُنۡيَایَ وَاَهۡلِیۡ وَمَالِیۡ اَللّٰهُمَّ اسۡتُرۡ عَوۡرَاتِیۡ وَاٰمِنۡ رَوۡعَاتِیۡ اَللّٰهُمَّ احۡفَظۡنِیۡ مِنۡ بَيۡنِ يَدَیَّ وَمِنۡ خَلۡفِیۡ وَعَنۡ يَّمِيۡنِیۡ وَعَنۡ شِمَالِیۡ وَمِنۡ فَوۡقِیۡ وَاَعُوۡذُ بِعَظَمَتِكَ اَنۡ اُغۡتَالَ مِنۡ تَحۡتِیۡ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ইহকাল ও পরকালে সুস্থতা ও বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আমার ধর্মীয় এবং জাগতিক ব্যাপারে এবং আমার পরিবার ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে সুস্থতা, বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা এবং অনুকম্পা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার ত্রুটিগুলোকে লুকিয়ে রাখো এবং আমাকে ভীতিকর বিষয়সমূহ থেকে নিরাপদ রাখো। হে আল্লাহ! আমার সম্মুখ, পশ্চাত, ডান, বাম এবং উপর দিক থেকে আগত বিপদ আপদ থেকে আমাকে রক্ষা করো। আমি আপনার মহত্ত্বের শরণ প্রার্থনা করছি আকস্মিক ভূগর্ভস্থ হওয়া থেকে।

হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল সন্ধ্যা এ দু'আগুলো কখনো পরিত্যাগ করতেন না। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৫০৭৬)।

৭. সকালবেলা পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ مَآ اَصْبَحَ بِيْ مِن نِّعْمَةٍ اَوْ بِاَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ.

অর্থ : হে আল্লাহ! ভোর সকালে আমি অথবা আপনার অন্য কোনো সৃষ্টি যে নিয়ামত-প্রাচুর্য লাভ করেছে তার সবই একমাত্র আপনার পক্ষ থেকে এসেছে। সুতরাং তাবৎ প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আপনার জন্য।

হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে গান্নাম রাযি. সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলা এ দু'আটি পাঠ করবে তার পক্ষ থেকে ঐদিনের শুকর এবং কৃতজ্ঞতা আদায় হয়ে যাবে। (সহীহ ইবনে হিব্বান; হাদীস ৮৬১)।

৮. সকাল-সন্ধ্যা আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে :

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ، لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ، لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ، يَعْلَمُ مَا

بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ، وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا، وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ○

অর্থ : আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সকল তাঁরই। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তদ সম্বন্ধে তিনি অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তার জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত; এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ। (সূরা বাকারা; আয়াত ২৫৫)।

হাদীস : মুহাম্মাদ ইবনে উবাই ইবনে কা'ব রাযি. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে তার পিতার একটি খেজুরের চাড়ি বা হামান ছিল। এক সময় এ পাত্র থেকে খেজুর কমে যেতে থাকে। তাই তিনি এক রাতে খেজুর পাত্রটি পাহারা দিলেন। এক সময় দেখেন সাবালক ছেলে মানুষের মত একটি চতুষ্পদ প্রাণী এসেছে। তখন তিনি তাকে সালাম দিলেন। প্রাণীটিও সালামের উত্তর দিলো। এরপর প্রশ্ন করলেন, তুমি কি জিন না মানুষ? সে বলল, আমি মানুষ নই; জিন। তিনি বললেন, তোমার হাতটি দাও দেখি। তার হাত বাড়িয়ে দিলে দেখেন তার হাত কুকুরের হাতের (পায়ের) মত, তার হাতের (সামনের দু'পায়ের) লোম কুকুরের লোমের মত। তিনি বললেন, জিনদের সৃষ্টিগত গঠনশৈলি কি এ রকমই হয়? সে বললো, জিন সম্প্রদায় জানে, আমার মত শক্তিশালী কেউ তাদের মাঝে নেই। তিনি বললেন, তুমি এখানে কেন এলে? সে বলল, আমি জানতে

পেরেছি, আপনি দান করাকে ভালোবাসেন। সুতরাং আমি আপনার খাদ্যসম্ভার থেকে আমার অংশ নিতে এসেছি। তিনি বললেন, তোমাদের অনিষ্ট থেকে মুক্তি পাবো কিভাবে? সে বলল, সূরা বাকারাস্থ আয়াত (আয়াতুল কুরসী) যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পাঠ করবে সে সকাল পর্যন্ত আমাদের অনিষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি সকালে পাঠ করবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের অনিষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। সকাল হলে উবাই ইবনে কা'ব রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে রাতের বৃত্তান্ত বললেন। তখন তিনি বললেন, দুষ্ট জিনটি সত্য বলেছে। (আল-মু'জামুল কাবীর, ত্ববারানী; হাদীস ৫৪১)।

৯. সকালে পাঠ করবে :

اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ رَبِّ اَسْئَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهٗ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهٗ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْٓءِ الْكِبَرِ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ.

অর্থ : আমরা এবং (পুরো) রাজত্ব আল্লাহর জন্য সকাল করেছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। সকল রাজত্ব এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। হে প্রভু! আপনার কাছে এই দিন ও তার পরে আগত দিনের কল্যাণ চাই এবং এই দিন ও তার পরের আগত দিনের অকল্যাণ থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করছি। হে আমার প্রতিপালক! আপনার কাছে অলসতা থেকে, বার্ধক্যের মন্দত্ব থেকে আশ্রয় কামনা করছি। হে আমার প্রতিপালক! জাহান্নামের শাস্তি থেকে এবং কবরের আযাব থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করছি।

হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যহ সকালে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৭২৩)।

১০. সন্ধ্যায় পাঠ করবে :

اَمۡسَيۡنَا وَاَمۡسٰى الۡمُلۡكُ لِلّٰهِ وَالۡحَمۡدُ لِلّٰهِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحۡدَهٗ لَا شَرِيۡكَ لَهٗ لَهُ الۡمُلۡكُ وَلَهُ الۡحَمۡدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ رَبِّ اَسۡئَلُكَ خَيۡرَ مَا فِىۡ هٰذِهِ اللَّيۡلَةِ وَخَيۡرَ مَا بَعۡدَهَا وَاَعُوۡذُ بِكَ مِنۡ شَرِّ مَا فِىۡ هٰذِهِ اللَّيۡلَةِ وَشَرِّ مَا بَعۡدَهَا رَبِّ اَعُوۡذُ بِكَ مِنَ الۡكَسَلِ وَسُوۡٓءِ الۡكِبَرِ رَبِّ اَعُوۡذُ بِكَ مِنۡ عَذَابٍ فِى النَّارِ وَعَذَابٍ فِى الۡقَبۡرِ.

অর্থ : আমরা এবং (পুরো) রাজত্ব আল্লাহর জন্য সন্ধ্যা করেছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। সকল রাজত্ব এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। হে প্রভু! আপনার কাছে এই রাত ও তার পরে আগত রাতের কল্যাণ চাই। এবং এই রাত ও তার পরের আগত রাতের অকল্যাণ থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করছি। হে প্রতিপালক! আপনার কাছে অলসতা থেকে, বার্ধক্যের মন্দত্ব থেকে আশ্রয় কামনা করছি। হে প্রতিপালক! জাহান্নামের শাস্তি থেকে এবং কবরের আযাব থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করছি।

হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যহ সন্ধ্যায় উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৭২৩)।

১১. সকালে পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصۡبَحۡنَا وَبِكَ اَمۡسَيۡنَا وَبِكَ نَحۡيٰى وَبِكَ نَمُوۡتُ وَاِلَيۡكَ الۡمَصِيۡرُ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার সাহায্যেই সকাল করি। আপনার সাহায্যেই সন্ধ্যা করি। আপনার সাহায্যেই জীবন ধারণ করি। আপনার মাধ্যমেই মৃত্যুবরণ করি এবং প্রত্যাবর্তন আপনার কাছেই।

হাদীস : আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে শিক্ষা দিতেন, তোমাদের কেউ যখন সকালে উপনীত হবে তখন যেন সে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করে। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩৩৯১)।

১২. সন্ধ্যায় পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيٰى وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার সাহায্যেই সন্ধ্যা করি। আপনার সাহায্যেই সকাল করি। আপনার সাহায্যেই জীবন ধারণ করি। আপনার মাধ্যমেই মৃত্যুবরণ করি। আর পুনরুত্থান আপনার দিকেই।

হাদীস : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে শিক্ষা দিতেন, তোমাদের কেউ যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে তখন যেন সে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ। করে। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩৩৯১)।

১৩. সকালবেলা চারবার পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَصْبَحْتُ اُشْهِدُكَ وَاُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلٰٓئِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ اَنَّكَ اَنْتَ اللهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি সকাল করেছি। আমি আপনাকে সাক্ষী করে বলছি, আপনার আরশ বহনকারী ফেরেশতা, অন্যান্য সকল ফেরেশতা এবং আপনার সকল সৃষ্টিকে সাক্ষী করে বলছি যে, আপনিই আল্লাহ। একমাত্র আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আপনার কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার বান্দা ও রাসূল।

হাদীস : আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলা উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার এক চতুর্থাংশ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিবেন। যে ব্যক্তি দুই বার দু'আটি পাঠ করবে তার অর্ধাংশ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিবেন। যে ব্যক্তি দু'আটি তিনবার পাঠ করবে তার তিন চতুর্থাংশ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি চার বার দু'আটি পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে পরিপূর্ণভাবে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিবেন। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৫০৭১)।

১৪. সন্ধ্যাবেলা চারবার পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَمْسَيْتُ اُشْهِدُكَ وَاُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلٰٓئِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ اَنَّكَ اَنْتَ اللهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি সন্ধ্যা করেছি। আমি আপনাকে সাক্ষী করে বলছি, আপনার আরশ বহনকারী ফেরেশতা, অন্যান্য সকল ফেরেশতা এবং আপনার সকল সৃষ্টিকে সাক্ষী করে বলছি যে, আপনিই আল্লাহ। একমাত্র আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আপনার কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার বান্দা ও রাসূল।

হাদীস : আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সন্ধ্যা বেলা উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার এক চতুর্থাংশ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিবেন। যে ব্যক্তি দুইবার দু'আটি পাঠ করবে তার অর্ধাংশ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিবেন। যে ব্যক্তি দু'আটি তিনবার পাঠ করবে তার তিন চতুর্থাংশ

জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি চারবার দু'আটি পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে পরিপূর্ণভাবে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিবেন। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৫০৭১)।

১৫. সকাল-সন্ধ্যা তিনবার করে পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَدَنِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ سَمْعِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَصَرِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমার শরীরে সুস্থতা দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমার শ্রবণশক্তিতে সুস্থতা দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমার দৃষ্টিশক্তিতে সুস্থতা দান করুন। আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কুফুরি থেকে ও দারিদ্র থেকে আশ্রয় চাই। এবং কবরের আযাব থেকে আপনার আশ্রয় চাই। আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

হাদীস : আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বাকরাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতাকে বললেন, পিতা! আমি আপনাকে প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় উপরোক্ত দু'আটি তিনবার পাঠ করতে শুনি। (কারণ কী?) তিনি বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ দু'আ পাঠ করে দু'আ করতে শুনেছি। সুতরাং আমি তার আদর্শকে গ্রহণ করতে ভালোবাসি। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৫০৯২, সুনানে নাসায়ী; হাদীস ১৩৪৭)।

১৬. সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَىْءٍ وَّمَلِيْكَهٗ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ وَاَنْ اَقْتَرِفَ عَلٰى نَفْسِىْ سُوْٓءًا اَوْ اَجُرَّهٗ اِلٰى مُسْلِمٍ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আকাশ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা সকল দৃশ্য অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত সত্তা! আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আপনি সকল কিছুর প্রতিপালক এবং অধিপতি। আমি আপনার নিকট আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে এবং শয়তানের অনিষ্ট ও কুমন্ত্রণার ফাঁদ থেকে, নিজের উপর অন্যায় কর্ম থেকে এবং সে অন্যায় কর্মকে অন্য কোনো মুসলিমের দিকে সম্পৃক্ত করা থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করছি।

হাদীস : আবূ রাশেদ হুবরানী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. এর নিকট এসে বললাম, আপনি আমার নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শোনা হাদীস বর্ণনা করুন। তখন তিনি আমার নিকট একটি পুস্তিকা দিয়ে বললেন, এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য লিখেছেন। তাতে দেখলাম যে, আবূ বকর রাযি. বললেন, আল্লাহর রাসূল! সকাল সন্ধ্যা আমি কী পাঠ করবো? আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবূ বকর! উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করো। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩৫২৯)।

১৭. সকাল-সন্ধ্যা তিনবার পাঠ করবে :

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا.

অর্থ : প্রতিপালক হিসেবে আমি আল্লাহর উপর, দীন হিসেবে ইসলামের উপর এবং নবী হিসেবে মুহাম্মদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছি।

হাদীস : সাওবান ইবনে বুজদুদ রাযি. সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা এ দু'আটি তিনবার পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে আবশ্যিকভাবে সন্তুষ্ট করে দিবেন। (মুসনাদে আহমদ; হাদীস ১৮৯৯০, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩৩৮৯)।

১৮. সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করবে :

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهٗ وَلَا تَكِلْنِيْٓ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ.

অর্থ : হে চিরঞ্জীব! হে সর্বসত্তার ধারক! তোমার অনুগ্রহে সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমার সবরকমের সমস্যাকে তুমি সমাধান করে দাও। আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও আমার প্রবৃত্তির হাতে সোপর্দ করো না।

হাদীস : আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাযি. কে বললেন, আমি তোমাকে যে নির্দেশনা দিচ্ছি তা শুনতে কিংবা বলতে তোমাকে কে বাধা দিচ্ছে? সকাল সন্ধ্যা তুমি উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করবে। (সুনানে নাসায়ী কুবরা; হাদীস ১০৪০৫)।

১৯. সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَّمَلِيْكَهٗ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ.

অর্থ : হে আল্লাহ; সকল দৃশ্য অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত, আকাশ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, সকল কিছুর প্রতিপালক এবং অধিপতি! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার নিকট আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে এবং শয়তানের অনিষ্ট ও কুমন্ত্রণার ফাঁদ থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করছি।

হাদীস : আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, একদা আবূ বকর রাযি. বললেন, আল্লাহর রাসূল! সকাল-সন্ধ্যা আমি কী পাঠ করবো? আমাকে বলে দিন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবূ বকর! সকাল-সন্ধ্যায় এবং ঘুমের উদ্দেশ্যে বিছানায় গিয়ে (উপরোক্ত) দু'আটি পাঠ করো। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩৩৯২)।

২০. সকালে পাঠ করবে :

اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوْمِ فَتْحَهٗ وَنَصْرَهٗ وَنُوْرَهٗ وَبَرَكَتَهٗ وَهُدَاهُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهٗ.

অর্থ : আমরা সকাল করেছি এবং রাজত্ব সকাল করেছে উভয় জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আজকের দিনের কল্যাণ, বিজয়, সাহায্য, আলো, প্রাচুর্য এবং পথনির্দেশনা কামনা করছি এবং আমি আজকের দিনের ও পরবর্তী দিনের অকল্যাণ থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করছি।

হাদীস : আবূ মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যখন সকালে উপনীত হবে তখন যেন সে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করে। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৫০৮৪)।

২১. সন্ধ্যাবেলা পাঠ করবে :

اَمْسَيْنَا وَاَمْسٰى الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوْمِ فَتْحَهٗ وَنَصْرَهٗ وَنُوْرَهٗ وَبَرَكَتَهٗ وَهُدَاهُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهٗ.

অর্থ : আমরা সন্ধ্যা করেছি এবং রাজত্ব সন্ধ্যা করেছে উভয় জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আজকের দিনের কল্যাণ, বিজয়, সাহায্য, আলো, প্রাচুর্য এবং পথনির্দেশনা কামনা করছি। এবং আমি আজকের দিনের ও পরবর্তী দিনের অকল্যাণ থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করছি।

হাদীস : আবূ মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে তখন যেন সে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করে। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৫০৮৪)।

২২. সকালবেলা পাঠ করবে :

اَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ وَعَلٰى كَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ وَعَلٰى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى مِلَّةِ اَبِيْنَآ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

অর্থ : আমি ইসলামের প্রকৃতির উপর, ইখলাসের বাক্যের উপর, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীন এবং আমাদের পিতা ইবরাহীম আ. এর আদর্শের উপর সকাল করেছি। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ; তিনি শিরককারীদের অন্তর্গত ছিলেন না।

> **হাদীস :** আব্দুর রহমান ইবনে আবযা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যহ সকালে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (মুসনাদে আহমদ; হাদীস ১৫৪০০)।

২৩. সন্ধ্যাবেলা পাঠ করবে :

اَمْسَيْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ وَعَلٰى كَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ وَعَلٰى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى مِلَّةِ اَبِيْنَآ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

অর্থ : আমি ইসলামের প্রকৃতির উপর, ইখলাসের বাক্যের উপর, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীন এবং আমাদের পিতা ইবরাহীম আ. এর আদর্শের উপর সন্ধ্যা করেছি। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ; তিনি শিরককারীদের অন্তর্গত ছিলেন না।

> **হাদীস :** আব্দুর রহমান ইবনে আবযা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যহ সন্ধ্যায় উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (মুসনাদে আহমদ; হাদীস ১৫৪০০)।

রাত্রিকালীন পঠিতব্য দু'আ ও যিকির

১. নিম্নের সূরা তিনটি তিনবার করে পাঠ করে উভয় হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে শরীর মুছে শয়ন করবে :

সূরা ইখলাস

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ○ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ○ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ○ وَلَمْ يَكُن لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ○

অর্থ : বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

সূরা ফালাক

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ○ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ○ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ○ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ○ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ○

অর্থ : বলো, আমি শরণ নিচ্ছি ঊষার স্রষ্টার তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে, রাত্রির অন্ধকারের অনিষ্ট হতে যখন তা গভীর হয়, সমস্ত নারীদের অনিষ্ট হতে যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়। এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে যখন সে হিংসা করে।

সূরা নাস

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ○ مَلِكِ النَّاسِ ○ اِلٰهِ النَّاسِ ○ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ○ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ○ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ○

অর্থ : বলো, আমি শরণ নিচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের অধিপতির, মানুষের ইলাহের, আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জিনের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে।

হাদীস : আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন রাত্রিবেলা যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন উভয় হাতের তালুতে তিন কুল পাঠ করে ফুঁ দিতেন। অতঃপর চেহারা এবং যতটুকু সম্ভব আপন দেহ মর্দন করতেন। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৫৭৪৮)।

২. শয্যা গ্রহণের সময় আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে :

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوَاتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِيْمُ ○

অর্থ : আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁরই। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তার নিকট সুপারিশ করবে? তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তার জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর 'কুরসী' আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত; এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ। (সূরা বাকারা; আয়াত ২৫৫)।

হাদীস : আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, শয্যা গ্রহণের সময় কেউ যদি আয়াতুল কুরসি পাঠ করে তাহলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার জন্য একজন মুহাফিয (রক্ষক) নিযুক্ত হয়ে যাবে। সকাল পর্যন্ত শয়তান আর তার কাছে আসতে পারবে না। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৩২৭৫)।

৩. ঘুমানোর পূর্বে পাঠ করবে :

(ক)

قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ○ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ○ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ○ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ○ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ○ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ○

অর্থ : বলো, হে কাফেরগণ! আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা করো এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি। আর আমি ইবাদতকারী নই তার যার ইবাদত তোমরা করে আসছো এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি। তোমাদের দীন তোমাদের, আমার দীন আমার। (সূরা কাফিরূন; আয়াত ১-৬)।

হাদীস : হযরত নাওফাল রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, প্রথমে সূরা কাফিরূন পড়ো এরপর ঘুমাও; কেননা সূরা কাফিরূন হলো শিরক থেকে মুক্তির ঘোষণাপত্র। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৫০৫৫)।

(খ)

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনারই নামে মৃত্যুবরণ করছি (ঘুমাচ্ছি)। আর আপনারই নামে জীবিত হবো (ঘুম থেকে জাগ্রত হবো)।

হাদীস : হযরত হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা যখন শয়ন করতেন তখন হাতকে গালের নিচে রাখতেন অতঃপর উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৬৩১৪)।

(গ)

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আমার চেহারা আপনার নিকট সোপর্দ করলাম এবং আমার সকল বিষয় আপনার নিকট সোপর্দ করলাম এবং আমি আমার পৃষ্ঠদেশ আপনার নিকট অর্পণ করলাম আপনার রহমতের প্রত্যাশায় এবং আযাবের ভয়ে। আর আপনার রহমতের আশ্রয় ও নিরাপদ ছাড়া অন্য কোন আশ্রয়স্থল ও নিরাপদস্থল নেই। হে আল্লাহ! আপনার অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমান আনলাম এবং আপনার প্রেরিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনলাম।

হাদীস : হযরত বারা ইবনে আযেব রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তুমি ঘুমাও তখন নামাযের উযূর ন্যায় উযূ করো। অতঃপর ডান কাতে শয়ন করো। তারপর উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করো। যদি এ রাতে তোমার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে তুমি ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করলে। দু'আটি যেন তোমার সর্বশেষ কথা হয়। (সহীহ বুখারী; হাদীস ২৭১০)।

৪. ঘুমানোর পূর্বে বিছানা ভালোভাবে ঝেড়ে নিয়ে পাঠ করবে :

بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗۤ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لَهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصّٰلِحِيْنَ

অর্থ : হে আমার রব! আমি আমার শরীরকে আপনার নামে বিছানায় রাখলাম এবং আপনারই নামে বিছানা থেকে উঠাব। আপনি যদি ঘুমের মধ্যে আমার আত্মাকে উঠিয়ে নেন তাহলে

তাকে ক্ষমা করে দিন। আর যদি না উঠিয়ে নেন তাহলে তাকে আপনার নেক বান্দাদের মত হিফাযত করুন।

হাদীস : হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমাদের কেউ বিছানায় আসে সে যেন কাপড় দ্বারা বিছানা তিন বার ঝেড়ে নেয় এবং উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করে। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৬৩২০)

৫. ঘুমানোর পূর্বে ৩৩ বার سُبْحٰنَ اللّٰهِ ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এবং ৩৪ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ পাঠ করবে।

হাদীস : হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, হযরত ফাতেমা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে একজন খাদেম চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আমি কি তোমাকে ঐ জিনিস সম্পর্কে বলব না, যা তোমার জন্য এর চেয়েও উত্তম হবে? তুমি দ্রিা গ্রহণের সময় ৩৩ বার سُبْحٰنَ اللّٰهِ পড়বে, ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ পড়বে এবং ৩৪ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ পড়বে। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৫৩৬২, সহীহ মুসলিম; হাদীস ৭০৯৪)।

৬. শোয়ার পর তিনবার পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সেদিন আপনার আযাব থেকে রক্ষা করুন যেদিন আপনার বান্দাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন।

হাদীস : হযরত হাফসা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুমনোর ইচ্ছা করতেন তখন ডান হাত গালের নিচে রাখতেন অতঃপর তিনবার উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৫০৪৫)।

৭. বিছানায় গিয়ে পাঠ করবে :

এক.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاٰوَانَا فَكَمْ مِّمَّنْ لَّا كَافِيَ لَهٗ وَلَا مُئْوِيَ.

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে আহার করিয়েছেন এবং পান করিয়েছেন। আমাদেরকে রক্ষা করেছেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন। অনেক মানুষ আছে যার কোন রক্ষাকারী নেই এবং আশ্রয় দানকারী নেই।

> **হাদীস :** হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিছানায় যেতেন তখন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৭০৬৯)।

দুই.

اَللّٰهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِيْ وَاَنْتَ تَوَفَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا اِنْ اَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَاِنْ اَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রাণকে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনি তাকে মৃত্যু দিবেন। তার মরণ ও জীবন আপনারই জন্য। যদি আপনি তাকে জীবিত রাখেন তাহলে তাকে নিরাপদে রাখুন। আর যদি তাকে মৃত্যু দেন তাহলে তাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট সুস্থতা কামনা করছি।

> **হাদীস :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. এক ব্যক্তিকে আদেশ দিলেন, যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করবে। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি এটা উমর রাযি. থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, উমরের চেয়ে উত্তম ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৭১২)।

তিন.

بِسْمِ اللهِ وَضَعْتُ جَنْبِيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَاَخْسِئْ شَيْطَانِيْ وَفُكَّ رِهَانِيْ وَاجْعَلْنِيْ فِي النَّدِيِّ الاَعْلٰى.

অর্থ : আল্লাহর নামে আমি আমার শরীর রাখলাম। হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহ ক্ষমা করে দিন, আমার শয়তানকে বিতাড়িত করে দিন, আমার দায় মুক্ত করে দিন এবং আমাকে ফেরেশতাগণের সুউচ্চ সভার সাথে যুক্ত করুন।

হাদীস : হযরত আবুল আযহার আনমারী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে ঘুমানোর জন্য বিছানায় যেতেন তখন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৫০৫৬)।

৮. ডান কাতে শোয়ার পর পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَرَبَّ الْاَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهٖ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَّاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَّاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَّاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

অর্থ : সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং মহা আরশের প্রতিপালক, আমাদের প্রতিপালক এবং সকল বস্তুর প্রতিপালক, বীজ ও বীচি বিদীর্ণকারী এবং তাওরাত, ইঞ্জিল ও ফুরকান (কুরআন) অবতীর্ণকারী হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট সকল বস্তুর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করছি যেগুলোর সব আপনার পূর্ণ আয়ত্তাধীন। হে আল্লাহ! আপনি প্রথম, আপনার পূর্বে কোন কিছু নেই এবং আপনি শেষ, আপনার পরে কোন কিছু নেই এবং আপনি

প্রকাশমান, আপনার উপর কোন কিছু নেই (আপনার চেয়ে প্রকাশমান কিছু নেই) এবং আপনি গোপন, আপনার পরে কোন কিছু নেই (আপনার চেয়ে গোপন কিছু নেই)। আপনি আমাদের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করে দিন এবং আমাদেরকে দারিদ্র থেকে মুক্ত করুন।

হাদীস : হযরত সুহাইল রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ সালেহ রহ. আমাদের আদেশ করতেন, যখন তোমাদের কেউ ঘুমানোর ইচ্ছা করে তখন যেন সে ডান কাতে শয়ন করে। অতঃপর উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করে। তিনি এ হাদীসটি আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণনা করতেন। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৭১৩)।

৯. শোয়ার সময় পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّآمَّةِ مِنْ شَرِّ مَآ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهٖ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْثَمَ اَللّٰهُمَّ لَا يُهْزَمُ جُنْدُكَ وَلَا يُخْلَفُ وَعْدُكَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحٰنَكَ وَبِحَمْدِكَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার মহা সম্মানিত সত্তা এবং আপনার পূর্ণাঙ্গ কালিমাসমূহের দ্বারা আপনার আয়ত্তাধীন সকল বস্তুর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আপনি ক্ষতি এবং পাপ দূরীভূত করেন। হে আল্লাহ! আপনার বাহিনী পরাস্ত হয় না, আপনার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয় না এবং আপনার বিপরীতে জাগতিক প্রাচুর্য প্রাচুর্যের ধারক ব্যক্তিকে কোন উপকার করতে পারবে না। আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আপনার প্রশংসা করছি।

হাদীস : হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোয়ার সময় উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৫০৫২)।

১০. পবিত্র অবস্থায় বিছানায় শুয়ে ঘুম প্রভাব বিস্তার করা পর্যন্ত যিকির করবে।

হাদীস : হযরত মু'আয রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় বিছানায় শয়ন করে এবং ঘুম তার উপর প্রভাব বিস্তার করা পর্যন্ত আল্লাহর যিকির করে অতঃপর রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, সে দুনিয়া ও আখেরাতের যে কল্যাণই কামনা করবে আল্লাহ তা'আলা তা তাকে দান করবেন। (সুনানে নাসায়ী কুবরা; হাদীস ১০৬৪১)।

১১. ঘুমানোর সময় পাঠ করবে :

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ.

অর্থ : একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তাঁর কোন অংশীদার নেই। তাবৎ রাজত্ব তাঁর অধীনে। যাবতীয় প্রশংসা তাঁর জন্য। তিনি সকল বিষয়ের উপর শক্তিমান। সকল প্রকার শক্তি ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আল্লাহ মহান।

হাদীস : আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ঘুমানোর সময় উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করবে তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়। (সুনানে নাসায়ী কুবরা; হাদীস ১০৬৪৭)।

১২. ঘুমের উদ্দেশ্যে বিছানায় গিয়ে পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهٗ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ.

অর্থ : হে আল্লাহ! সকল দৃশ্য অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত, আকাশ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, সকল কিছুর প্রতিপালক এবং অধিপতি! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার নিকট আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে এবং শয়তানের অনিষ্ট ও কুমন্ত্রণার ফাঁদ থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করছি।

হাদীস : আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, একদা আবূ বকর রাযি. বললেন, আল্লাহর রাসূল! সকাল-সন্ধ্যা আমি কি পাঠ করবো তা আমাকে বলে দিন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবূ বকর! সকাল-সন্ধ্যায় এবং ঘুমের উদ্দেশে বিছানায় গিয়ে (উপরোক্ত) দু'আটি পাঠ করো। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩৫২৯)।

১৩. ঘুমানোর পূর্বে সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা যুমার তিলাওয়াত করবে।

হাদীস : হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা যুমার পাঠ না করে ঘুমাতেন না। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২৯২০)।

১৪. ঘুমানোর পূর্বে সূরা মুলক এবং সূরা আলিফ-লাম-মীম সাজদাহ তিলাওয়াত করবে।

হাদীস : হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা মুলক এবং সূরা আলিফ-লাম-মীম সাজদাহ তিলাওয়াত না করে ঘুমাতেন না। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২৮৯২)।

১৫. খারাপ স্বপ্ন দেখলে করণীয় :

খারাপ স্বপ্ন দেখে জাগ্রত হয়ে গেলে কয়েকটি কাজ করবে- **(এক)** বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলবে। **(দুই)** পার্শ্ব পরিবর্তন করবে।

(তিন) শয়তান এবং খারাপ স্বপ্নের অনিষ্ট থেকে মুক্তি কামনা করে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করবে :

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَمِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرُّؤْيَا.

অর্থ : আমি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি অভিশপ্ত শয়তান থেকে এবং এ স্বপ্নের অনিষ্ট থেকে।

(চার) এ স্বপ্নের কথা সবার কাছে বলবে না।

হাদীস ১ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। যখন তোমাদের কেউ ভালো স্বপ্ন দেখবে তখন সে যেন তা কেবলমাত্র ঐ ব্যক্তির কাছেই বলে যে তার মহব্বতের মানুষ। আর যদি সে মন্দ স্বপ্ন দেখে তাহলে সে যেন বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে নেয়। আর শয়তান ও স্বপ্নের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় পার্থনা করে এবং তা কারো কাছে না বলে। এতে করে তা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ২২৬১, ২২৬২)।

হাদীস ২ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তোমাদের কেউ যদি এমন স্বপ্ন দেখে যা সে পছন্দ করে, তাহলে জানবে যে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেখানো হয়েছে। তখন সে যেন আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে ও অন্যদের কাছে বর্ণনা করে। আর যদি স্বপ্ন অপছন্দের হয় তাহলে বুঝে নিবে এটা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে। তখন সে শয়তানের ক্ষতি থেকে আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। আর এ স্বপ্নের কথা কারো কাছে বলবে না। এতে করে খারাপ স্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৯৬৮৫)।

১৬. ঘুমের মাঝে ভয় পেলে পাঠ করবে :

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّآمَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنَ.

অর্থ : আমি আল্লাহর তা'আলার পরিপূর্ণ বাক্যাবলীর মাধ্যমে তাঁর ক্রোধ, শাস্তি এবং তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করছি এবং শয়তানদের কুমন্ত্রণা ও তাদের উপস্থিতি হতে আশ্রয় কামনা করছি।

> **হাদীস :** আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি তোমাদের কেউ ঘুমের মধ্যে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে তবে সে যেন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করে। এতে কোনো কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩৫২৮)।

১৭. ঘুম না এলে পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَآ اَظَلَّتْ وَرَبَّ الْاَرَضِيْنَ وَمَآ اَقَلَّتْ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَآ اَضَلَّتْ كُنْ لِّيْ جَارًا مِّنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيْعًا اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيَّ اَحَدٌ اَوْ اَنْ يَّبْغِيَ عَلَيَّ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَآؤُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ.

অর্থ : সপ্ত আকাশের প্রতিপালক এবং ঐ সকল বস্তুর প্রতিপালক, যার উপর সপ্ত আকাশ বিস্তার করে আছে এবং সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রতিপালক এবং ঐ সকল বস্তুর প্রতিপালক যেগুলোকে সমগ্র ভূমণ্ডল বহন করে আছে এবং শয়তান ও ঐ লোকদের প্রতিপালক যাদেরকে শয়তান বিপথগামী করেছে; হে আল্লাহ! আপনি সমগ্র সৃষ্টির অনিষ্ট হতে আমার রক্ষাকারী এবং আশ্রয়দাতা হয়ে যান। যাতে এ সকল সৃষ্টির মধ্য হতে কোন সৃষ্টি আমার উপর অত্যাচার-অবিচার করতে না পারে। নিশ্চয়ই একমাত্র আপনার আশ্রিত ব্যক্তিই প্রভাবশালী নিরাপদ। একমাত্র আপনার প্রশংসাই অতি মহান। আপনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। একমাত্র আপনিই ইবাদতের যোগ্য।

হাদীস : বুরাইদা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করে বললেন, আল্লাহর রাসূল! অনিদ্রা রোগের কারণে ঘুমাতে পারি না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তুমি বিছানায় ঘুমাতে যাবে তখন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করবে। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩৫২৩)।

১৮. ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে পাঠ করবে :

এক.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَحْيَانَا بَعْدَ مَآ اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দানের পর পুনরায় জীবিত করেছেন এবং মৃত্যুর পর তাঁরই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

হাদীস : হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন তখন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৬৩১৪)।

দুই. রাতে ঘুম থেকে জেগে পাঠ করবে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ فِيْ جَسَدِيْ وَرَدَّ عَلَيَّ رُوْحِيْ وَاَذِنَ لِيْ بِذِكْرِهٖ.

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমার দেহে সুস্থতা দিয়েছেন। আমার মাঝে আমার আত্মা ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং আমাকে তার যিকির করার নির্দেশ দিয়েছেন।

হাদীস : আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হয় তাহলে সে যেন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করে। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩৪০১)।

তিন.

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

অর্থ : একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব এবং প্রশংসা তারই। এবং তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ সুমহান। প্রশংসা আল্লাহর জন্যই। এবং আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। সকল ক্ষমতা ও সামর্থ্য একমাত্র সমুচ্চ, মর্যাদাবান আল্লাহ তা'আলার সাথেই সংশ্লিষ্ট। হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন।

হাদীস : উবাদাহ বিন সামেত রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি রাতে জাগ্রত হয়ে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করবে, এরপর দু'আ করবে সে দু'আ কবুল করা হবে। এরপর যদি সে উযূ করে নামায আদায় করে তাহলে সে নামায কবুল করা হবে। (সহীহ বুখারী; হাদীস ১১৫৪)।

চার. শেষরাতে উঠে আকাশের দিকে তাকিয়ে পাঠ করবে :

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ○ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○ رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○ رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ○ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ○ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا

وَاُخۡرِجُوۡا مِنۡ دِيَارِهِمۡ وَاُوۡذُوۡا فِيۡ سَبِيۡلِيۡ وَقٰتَلُوۡا وَقُتِلُوۡا لَاُكَفِّرَنَّ عَنۡهُمۡ
سَيِّاٰتِهِمۡ وَلَاُدۡخِلَنَّهُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِيۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ ثَوَابًا مِّنۡ عِنۡدِ
اللّٰهِ وَاللّٰهُ عِنۡدَهٗ حُسۡنُ الثَّوَابِ ○ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا فِيۡ
الۡبِلَادِ ○ مَتَاعٌ قَلِيۡلٌ ثُمَّ مَاۡوٰهُمۡ جَهَنَّمُ وَبِئۡسَ الۡمِهَادُ ○ لٰكِنِ الَّذِيۡنَ
اتَّقَوۡا رَبَّهُمۡ لَهُمۡ جَنّٰتٌ تَجۡرِيۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا نُزُلًا مِّنۡ
عِنۡدِ اللّٰهِ وَمَا عِنۡدَ اللّٰهِ خَيۡرٌ لِّلۡاَبۡرَارِ ○ وَاِنَّ مِنۡ اَهۡلِ الۡكِتَابِ لَمَنۡ
يُّؤۡمِنُ بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡكُمۡ وَمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡهِمۡ خٰشِعِيۡنَ لِلّٰهِ لَا يَشۡتَرُوۡنَ
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيۡلًا اُولٰٓئِكَ لَهُمۡ اَجۡرُهُمۡ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيۡعُ
الۡحِسَابِ ○ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا اصۡبِرُوۡا وَصَابِرُوۡا وَرَابِطُوۡا وَاتَّقُوا اللّٰهَ
لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ ○

অর্থ : আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য, যারা দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে ও বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব নিরর্থক সৃষ্টি করোনি, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে অগ্নিশাস্তি থেকে রক্ষা করো। হে আমাদের প্রতিপালক! কাউকে তুমি অগ্নিতে নিক্ষেপ করলে তাকে তো তুমি নিশ্চয় হেয় করলে এবং জালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহ্বায়ককে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনো।' সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপ মার্জনা করো। আমাদের মন্দ কার্যগুলো দূরীভূত করো এবং আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের সহগামী করে মৃত্যু দিয়ো। হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছো তা আমাদেরকে দাও। এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে হেয় করো না। নিশ্চয় তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করো না।

অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে কর্মে নিষ্ঠ কোনো নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না; তোমরা একে অপরের অংশ। সুতরাং যারা হিজরত করেছে, নিজ গৃহ হতে উৎখাত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও শহীদ হয়েছে আমি তাদের পাপকার্যগুলো অবশ্যই ক্ষমা করবো এবং অবশ্যই তাদের প্রবেশ করাবো জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। এটা আল্লাহর নিকট হতে পুরস্কার; উত্তম পুরস্কার আল্লাহরই নিকট।

যারা কুফরী করেছে, দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন কিছুতেই আপনাকে বিভ্রান্ত না করে। এটা স্বল্পকালীন ভোগমাত্র। অতঃপর জাহান্নাম হবে তাদের আবাস। আর সেটা কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল! কিন্তু যারা প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আতিথ্য। আল্লাহর নিকট যা আছে তা সৎকর্মপরায়ণদের জন্য শ্রেয়।

কিতাবীদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা আল্লাহর প্রতি বিনয়াবনত হয়ে তার প্রতি এবং তিনি তোমাদের ও তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে অবশ্যই ঈমান আনে এবং আল্লাহর আয়াত তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে না। এরাই তারা যাদের জন্য আল্লাহর নিকট পুরস্কার রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ করো, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা করো এবং সদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকো। আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। (সূরা আলে ইমরান; আয়াত ১৯০-২০০)।

হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শয়ন করলেন। তখন দেখলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ রাতে উঠলেন এবং বাইরে বের হয়ে আকাশের দিকে তাকালেন এবং উপরোক্ত

আয়াতগুলো পাঠ করলেন। এরপর মেসওয়াক করে উযূ করে দুই রাকাআত নামায আদায় করেন। এরপর শুয়ে পড়েন। এভাবে তিনবার এ আমলগুলো করেন। প্রত্যেক-বারই মেসওয়াক করে উযূ করে নামায পড়েন এবং আয়াতগুলো পাঠ করেন। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৮৩৫)।

১৯. রাতের বেলা ঘুমের সময় পার্শ্ব পরিবর্তন কালে পাঠ করবে :

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ.

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই যিনি একক, মহা পরাক্রমশালী, আকাশ পৃথিবী ও তার মধ্যবর্তী সবকিছুর প্রতিপালক, যিনি পরাক্রান্ত ক্ষমাপরায়ণ।

হাদীস : আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতের বেলা পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন তখন তিনি উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (মুসতাদরাকে হাকেম; হাদীস ১৯৮০)।

২০. রাতের যে কোন সময় পাঠ করবে :

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ○ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ○

অর্থ : রাসূল, তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে এবং মুমিনগণও। তাদের সকলে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর

রাসুলগণের উপর ঈমান আনয়ন করেছে। তারা বলে, আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না এবং তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং পালন করছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার নিকট ক্ষমা চাই। আর প্রত্যাবর্তন তোমারই নিকট। আল্লাহ কারো উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যাতীত। সে ভালো যা উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই এবং সে মন্দ যা উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করো, আমাদের ক্ষমা করো, আমাদের প্রতি দয়া করো। তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়ী করো।

> **হাদীস :** হযরত আবূ মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রাতের বেলা সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত তিলাওয়াত করবে আয়াত দু'টি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৫০০৭)।

২১. সন্ধ্যা নেমে এলে করণীয় :

শিশু সন্তানদেরকে আগলে রাখবে। কারণ শয়তান তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যখন রাতের কিছু অংশ গত হয় তখন তাদেরকে ছেড়ে দিবে এবং আল্লাহর নাম নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিবে। কারণ শয়তান বদ্ধ দরজাকে উন্মুক্ত করতে পারে না। আল্লাহর নাম নিয়ে পাত্রের মুখ বন্ধ করে দিবে। আল্লাহর নাম নিয়ে পাত্র ঢেকে রাখবে। যদিও তার উপর কোনো কিছু প্রস্থভাবে রেখে দেয়ার মাধ্যমে হয়। আলো বন্ধ করে দিবে। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৩৩০৪)।

দৈনন্দিন পঠিতব্য দু'আ ও যিকির

পোশাক-পরিচ্ছদ

১. পোশাক পরিধানের দু'আ :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ.

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আমার কোন শক্তি-সামর্থ না থাকা সত্ত্বেও আমাকে এ কাপড় পরিধান করিয়েছেন এবং তার ব্যবস্থা করেছেন।

> **হাদীস :** হযরত মু'আয ইবনে আনাস রাযি. তার পিতা আনাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি কাপড় পরিধান করার পর উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করে তবে তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৪০২৩)।

২. নতুন পোশাক পরিধানের দু'আ :

এক.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا أُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَأَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ.

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আমাকে কাপড় পরিধান করিয়েছেন লজ্জা নিবারণের জন্য এবং জীবনকে সৌন্দর্যময় করার জন্য।

> **হাদীস :** হযরত আবূ উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার উমর রাযি. তার একটি নতুন পোশাক পরিধান করতে শুরু করলেন। আমার মনে হলো, পোশাকটি কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করলেন। অতঃপর উমর রাযি. বললেন, আবূ উমামা! জানো আমি এই দু'আ কেন পাঠ করলাম?

একবার আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম, তিনি নতুন পোশাক আনালেন, অতঃপর তা পরিধান করলেন। উমর রাযি. বলেন, আমার মনে হলো, পোশাকটি কণ্ঠনালীতে পৌঁছতেই আমি যে দু'আটি পড়লাম তিনি তা পাঠ করলেন। অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! যদি কোন মুসলমান নতুন কাপড় পরিধান করে, অতঃপর এই দু'আ পড়ে এবং তার পরিত্যাক্ত কাপড়টি কোন অসহায় দরিদ্রকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে দান করে দেয় তাহলে উক্ত কাপড়টি যতক্ষণ পর্যন্ত লোকটির কাছে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ তা'আলার নিরাপত্তা বলয়ে অবস্থান করবে। (মুসতাদরাকে হাকেম; হাদীস ৭৪১০)।

দুই.

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِهٖ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهٗ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ.

অর্থ : হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই। আপনি আমাকে এ পোশাক পরিধান করিয়েছেন। আমি আপনার কাছে এর কল্যাণ এবং যে কল্যাণের জন্য এটাকে তৈরি করা হয়েছে (আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী) তা কামনা করছি। আর এর অনিষ্ট থেকে এবং যে অকল্যাণের জন্য এটাকে তৈরি করা হয়েছে (আল্লাহর অবাধ্যতা ও অমান্যতা) তা থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করছি।

হাদীস : আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নতুন পোশাক পরিধান করতেন তখন পোশাকের নাম উল্লেখ করতেন। এরপর উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৪০২০)।

৩. পোশাক খোলার সময় পাঠ করবে :

بِسْمِ اللّٰهِ.

অর্থ : আল্লাহর নামে শুরু করছি।

হাদীস : আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দেহ অনাবৃত করার সময় জিন সম্প্রদায়ের দৃষ্টি এবং মানব সম্প্রদায়ের গুপ্তাঙ্গের মাঝে আবরণ ও আড়াল হলো بِسْمِ اللّٰهِ বলা। (মু'জামে আওসাত তাবারানী; হাদীস ২৫০৪)।

৪. ভালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তিকে দেখে পাঠ করা যায় :

اِلْبَسْ جَدِيْدًا وَّعِشْ حَمِيْدًا وَّمُتْ شَهِيْدًا.

অর্থ : নতুন পোশাক পরিধান করো, প্রশংসিত জীবন যাপন করো এবং শহীদী মৃত্যু বরণ করো।

হাদীস : হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার গায়ে একটি সাদা রঙ্গের জুব্বা দেখে জানতে চাইলেন, এটি ধুয়ে পরেছি না নতুন? ইবনে উমর রাযি. বলেন, আমি জানালাম, এটা নতুন নয় (ইয়া রাসূলাল্লাহ!); ধৌত করা। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, নতুন কাপড় পরিধান করো; স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করো এবং শহীদী মৃত্যু বরণ করো। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ৩৫৫৮, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ; হাদীস ৩০৩৭৪)।

৫. নতুন পোশাক পরিহিত ব্যক্তিকে দেখে পাঠ করবে :

اِلْبَسْ جَدِيْدًا وَّعِشْ حَمِيْدًا وَّمُتْ شَهِيْدًا.

অর্থ : পুরাতন হওয়া পর্যন্ত পরিধান করো (অর্থাৎ পোশাক দীর্ঘমেয়াদী হোক) এবং আল্লাহ তা'আলা (মেয়াদ শেষে) এর বিকল্প দান করুন।

হাদীস : হযরত আবূ নাযবাহ রহ. বলেন, সাহাবায়ে কেরামের কেউ যখন নতুন পোশাক পরিধান করতেন তখন উক্ত দু'আর মাধ্যমে তাকে দু'আ দেয়া হতো। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৪০২০)।

ঘর-বাড়ি

১. ঘরে প্রবেশের দু'আ :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রবেশ করার এবং বের হওয়ার কল্যাণ কামনা করছি। আল্লাহর নামে প্রবেশ করলাম এবং আল্লাহর নামে বের হলাম এবং আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপরই ভরসা করলাম।

হাদীস ১ : আবূ মালেক আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি নিজ ঘরে প্রবেশ করে তখন সে যেন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করে গৃহবাসীদেরকে সালাম দেয়। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৫০৯৬)।

হাদীস ২ : হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন কোনো ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ করে এবং প্রবেশের সময় ও আহার করার সময় আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে তখন শয়তান তার সাথীদেরকে ডেকে বলে, আজ তোমরা এখানে না রাত্রি যাপন করতে পারবে, না আহারে শরীক হতে পারবে। পক্ষান্তরে কেউ ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ না করলে শয়তান (তার সাথীদেরকে) বলে, তোমরা থাকার জায়গা পেয়ে গেছ। আর খাবার গ্রহণকালে আল্লাহর নাম স্মরণ না করলে শয়তান বলে, তোমরা রাতের খাবারের সাথে রাত্রি যাপনেরও সুযোগ পেয়ে গেলে। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ২০১৮)।

২. ঘর থেকে বের হওয়ার দু'আ :

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

অর্থ : আল্লাহর নামে (বের হলাম), আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। সকল শক্তি ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

> **হাদীস :** হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি উপরোক্ত কালিমাটি পাঠ করে ঘর থেকে বের হয় তখন সাথে সাথে তাকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, তুমি সুপথপ্রাপ্ত, তুমি সুরক্ষিত হয়েছো, তুমি নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। এসময় শয়তানদল তার থেকে দূরে সরে যায় এবং অন্য শয়তান তাদেরকে লক্ষ্য করে বলে, এমন ব্যক্তির সাথে কিভাবে পেরে উঠবে যে সুপথপ্রাপ্ত, সুরক্ষিত এবং নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হয়েছে। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৫০৯৫)।

৩. ঘর থেকে বের হয়ে পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করছি, নিজে বিপথগামী হওয়া কিংবা অন্যের মাধ্যমে বিপথগামী হওয়া থেকে, নিজে পদস্খলিত হওয়া কিংবা অন্যের মাধ্যমে পদস্খলিত হওয়া থেকে, কাউকে অত্যাচার করা কিংবা নিজে অত্যাচারিত হওয়া থেকে, নিজে অজ্ঞ হওয়া অথবা অন্যের মাধ্যমে অজ্ঞতার শিকার হওয়া থেকে।

> **হাদীস :** উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই ঘর থেকে বের হতেন তখনই আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত

করে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৫০৯৬)।

৪. দুষ্ট প্রতিবেশী থেকে রক্ষা পেতে পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ يَّوْمِ السُّوْٓءِ وَمِنْ لَّيْلَةِ السُّوْٓءِ وَمِنْ سَاعَةِ السُّوْٓءِ وَمِنْ صَاحِبِ السُّوْٓءِ وَمِنْ جَارِ السُّوْٓءِ فِيْ دَارِ الْمُقَامَةِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি অশুভ দিবস থেকে, অশুভ রাত্রি থেকে, অশুভ সময় থেকে, দুষ্ট বন্ধু থেকে এবং আবাসগৃহের দুষ্ট প্রতিবেশী থেকে।

হাদীস : উকবা ইবনে আমের রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (মু'জামে কাবীর তবারানী; হাদীস ৮১০)।

সফর-ভ্রমণ

১. যানবাহনে আরোহনের দু'আ :

যানবাহনের দরজায় বিসমিল্লাহ বলতে বলতে পা রাখবে। যানবাহনে ভালোভাবে আসন গ্রহণের পর প্রথমে তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলবে। অতঃপর নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে :

سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهٗ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَآءِ السَّفَرِ وَكَاٰبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْٓءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ.

অর্থ : সেই সত্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি যিনি এ যানবাহনকে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন। অন্যথায় আমরা একে আমাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হতাম না। নিশ্চয় আমরা (মৃত্যুর পর) আমাদের প্রতিপালকের নিকটই প্রত্যাবর্তন করব। হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট এ সফরে পুণ্য এবং তাকওয়া কামনা করছি এবং আপনার পছন্দনীয় আমলের তাওফীক (শক্তি ও সক্ষমতা) কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমাদের এ সফরকে আমাদের জন্য সহজ করে দিন। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য দূরত্ব কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনিই সফরের সঙ্গী এবং পরিবার ও সম্পদে আমাদের স্থলাভিষিক্ত (রক্ষক)। হে আল্লাহ! আমি সফরে কষ্ট-ক্লেশ এবং মর্মান্তিক দৃশ্য দেখা হতে এবং পরিবার-পরিজন এবং ধন সম্পদের মন্দ আবর্তন হতে আপনার নিকট আশ্রয় কামনা করছি।

> **হাদীস :** আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরের উদ্দেশ্যে উটের উপর আরোহণ করতেন তখন তিন বার তাকবীর পাঠ করে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৩৪২, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩৪৪৬)।

২. সফর অবস্থায় কোনো গ্রাম বা মহল্লায় প্রবেশকালে পাঠ করবে :

গ্রাম বা মহল্লায় প্রবেশকালে তিনবার اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا (হে আল্লাহ! এ জনপদে আমাদেরকে বরকত দান করুন) পড়বে। অতঃপর নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَّحَبِّبْنَا اِلٰى اَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِيْ اَهْلِهَا اِلَيْنَا.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এ এলাকার কল্যাণ দান করুন এবং স্থানীয়দের অন্তরে আমাদের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিন এবং এর পুণ্যবান অধিবাসীদের প্রতি আমাদের অন্তরে মহব্বত দান করুন।

> **হাদীস :** আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফর করতাম। যখন তিনি কোনো জনবসতিতে প্রবেশের ইচ্ছা করতেন তখন তিনবার اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا পড়ে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (মু'জামুত তবারানী আউসাত; হাদীস ৪৭৫৫)।

৩. বিদায় দেয়ার দু'আ :

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ.

অর্থ : আমি তোমার ঈমান, তোমার আমানত (রেখে যাওয়া ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন) ও তোমার কর্মের শেষ পরিণতিকে আল্লাহর হাতে সঁপে দিলাম।

হাদীস : কাযাআহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে উমর রাযি. একদা আমাকে বললেন, এসো, তোমাকে বিদায় দেই; যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিদায় দিয়েছিলেন। (এরপর উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করলেন)। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ২৬০০, মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ৪৫২৪)।

৪. বিদায় গ্রহণের দু'আ :

أَسْتَوْدِعُكَ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ.

অর্থ : আমি তোমাকে ঐ আল্লাহর কাছে আমানত রাখলাম, যার কাছে গচ্ছিত সম্পদ কখনো বিনষ্ট হয় না।

হাদীস : আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তোমরা সফরের উদ্দেশে বের হবে তখন যাদেরকে রেখে যাচ্ছো তাদেরকে উদ্দেশ্য করে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ২৮২৫)।

৫. উপরে উঠার সময় পাঠ করবে :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

অর্থ : আল্লাহ সুমহান।

৬. নিম্নভূমিতে অবতরণের সময় পাঠ করবে :

سُبْحٰنَ اللّٰهِ.

অর্থ : আল্লাহ মহিমাময়।

হাদীস : জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন কোনো উঁচু ভূমিতে আরোহণ করতাম তখন اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলতাম। আর যখন নিম্নভূমিতে অবতরণ করতাম তখন سُبْحٰنَ اللّٰهِ বলতাম। (সহীহ বুখারী; হাদীস ২৯৯৩)।

৭. সফর অবস্থায় ভোর হলে পাঠ করবে :

سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلَآئِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَاَفْضِلْ عَلَيْنَا عَآئِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ.

অর্থ : আল্লাহর স্তুতি জ্ঞাপন এবং আমাদের উপর তার সুন্দর পুরস্কারের স্বীকৃতি শ্রবণকারী শ্রবণ করছেন। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের সঙ্গ দান করুন। আমাদের উপর অনুগ্রহ করুন। জাহান্নামের শাস্তি থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করছি।

হাদীস : আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর অবস্থায় ভোর হলে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৭০৭৫)।

৮. কোথাও সাময়িক বিরতি গ্রহণ কালে পাঠ করবে :

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّآمَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

অর্থ : আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্যাবলীর মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির সৃষ্ট তাবৎ অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করছি।

হাদীস : খাওলা বিনতে হাকীম সালীমা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোথাও সাময়িক বিরতির জন্য অবস্থান করে এবং উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করে সে ওখানে যতক্ষণ অবস্থান করবে কোনো কিছুই তাকে ক্ষতি করতে পারবে না। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৭০৫৩)।

৯. জিহাদ অথবা হজ্জের সফর থেকে প্রত্যাবর্তন কালে উঁচু ভূমিতে আরোহণ করে তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলে পাঠ করবে :

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اٰيِبُوْنَ تَآئِبُوْنَ عٰبِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ.

অর্থ : একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, অনুশোচনাকারী, ইবাদাত পালনকারী, সেজদায় মাথা অবনমনকারী, আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করেছেন। তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন। তিনি একাই বিরাট বাহিনীকে পরাস্ত করেছেন।

হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদ, হজ্জ অথবা উমরা থেকে প্রত্যাবর্তন কালে প্রত্যেক উঁচু ভূমিতে আরোহণ করে তিনবার আল্লাহু আকবার পাঠ করে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সহীহ বুখারী; হাদিস ১৭৯৭)।

১০. জিহাদের ময়দানে কোনো আঙ্গুলে ক্ষত সৃষ্টি হলে পাঠ করা যায় :

هَلْ اَنْتِ اِلَّآ اِصْبَعٌ دَمِيْتِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ مَا لَقِيْتِ.

অর্থ : তুমি তো একটি আঙ্গুল বৈ কিছুই নও যে তুমি রক্তে রঞ্জিত হয়েছো। তুমি যে ব্যথা-বেদনা পেয়েছে সেটা আল্লাহর পথেই হয়েছে।

হাদীস : জুনদুব ইবনে সুফইয়ান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এক জিহাদের ময়দানে ছিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আঙ্গুল প্রস্তরাঘাতে রক্তাক্ত হয়ে যায়। তখন তিনি উপরোক্ত পংক্তিটি পাঠ করেন। (সহীহ বুখারী; হাদীস ২৮০২)।

১১. সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে এলাকার উপকণ্ঠে চলে আসলে পাঠ করতে থাকবে :

اٰيِبُوْنَ تَآئِبُوْنَ عٰبِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

অর্থ : আমরা প্রত্যাবর্তন করছি, অন্যায় অপরাধ থেকে তওবা করছি, আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন রয়েছি, আমাদের প্রতিপালকের স্তুতি জ্ঞাপন করছি।

হাদীস : আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি, আবূ তালহা এবং সাফিয়্যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর উটে চড়ে মদীনায় আসছিলাম। যখন আমরা মদীনার উপকণ্ঠে চলে আসলাম তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করলেন। মদীনায় প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ দু'আটি পাঠ করছিলেন। অন্য বর্ণনা মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে সফরের দু'আটি (সফর-ভ্রমণের ১ নম্বর দু'আ) পাঠ করতেন তারপর উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৩৪২, ১৩৪৫)।

পানাহার

১. খাবার সামনে এলে পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ بِسْمِ اللهِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে যে রিযিক দান করেছেন তাতে বরকত দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহর নামে আহার গ্রহণ শুরু করছি।

> **হাদীস :** আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আহার উপস্থাপন করা হতো তখন তিনি উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (মুআত্তা মালেক; হাদীস ৩৪৪৭, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল-লাইলাহ, ইবনুস সুন্নী; হাদীস ৪৫৯)।

২. আহার গ্রহণ করার দু'আ :

খাবার শুরুতে বিসমিল্লাহ অথবা بِسْمِ اللهِ وَبَرَكَةِ اللهِ (আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর বরকতে আহার শুরু করছি) পড়বে।

> **হাদীস :** আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর এবং উমর রাযি. আবূ আইউব আনসারী রাযি. এর বাড়িতে আসলেন। যখন আহার গ্রহণ করলেন এবং পরিতৃপ্ত হলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তোমরা রুটি, গোশত, শুকনো খেজুর, কাঁচা খেজুর এবং তরতাজা খেজুর– এ জাতীয় খাদ্য সামগ্রী লাভ করবে এবং হাত দ্বারা আহার করতে ইচ্ছা করবে তখন আল্লাহ

তা'আলার নামে এবং তাঁর বরকতে আহার গ্রহণ করো। (মুসতাদরাকে হাকেম; হাদীস ৭০৮৪)।

৩. আহারের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে পাঠ করবে :

بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ.

অর্থ : আল্লাহর নামে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খাবার গ্রহণ করছি।

হাদীস : আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যখন আহার গ্রহণ করবে তখন সে যেন আল্লাহর নাম উল্লেখ করে। যদি আহারের শুরুতে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে ভুলে যায় তাহলে সে যেন بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ বলে। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৩৭৬৯)।

৪. খানার শেষে পঠিতব্য দু'আ :

এক.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ.

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে আহার করিয়েছেন, আমাদেরকে পান করিয়েছেন এবং আমাদেরকে মুসলিম বানিয়েছেন।

হাদীস : আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আহার শেষ করতেন তখন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৩৮৫২)।

দুই.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَطْعَمَنِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ.

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আমাকে এ খাদ্য আহার করিয়েছেন এবং আমার কোন শক্তি সামর্থ ছাড়াই আমাকে এটা দান করেছেন।

হাদীস : হযরত মুআয ইবনে আনাস রাযি. তার পিতা আনাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি খাবার খেল অতঃপর এই দু'আ পড়ল, আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দিবেন। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৪০২৩)।

৫. কেউ পানাহার করালে বা পানাহার করানোর ইচ্ছা করলে তার জন্য দু'আ করত পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَّنْ اَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে যে আহার করাবে আপনি তাকে আহার্য দান করুন এবং আমাকে যে পান করাবে আপনি তাকে পানীয় দান করুন। (মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ২৩৬৯৯)।

হাদীস : মিকদাদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং আমার দুই বন্ধু (মদীনায়) আসলাম। তখন কষ্টে আমাদের দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীদের নিকট আমাদেরকে উপস্থাপন করছিলাম। কিন্তু কেউ আমাদের গ্রহণ করছিল না। ফলে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তিনি আমাদেরকে নিয়ে ঘরে গেলেন। তখন সেখানে তিনটি বকরি ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ বকরিগুলোর দুধ দোহন করে আমাদের পান করাও। আমরা দুধ দোহন করছিলাম আর সবাই তার দুগ্ধাংশ পান করছিল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অংশ তুলে রাখছিলাম। তিনি রাতে আসতেন এবং এমনভাবে সালাম দিতেন যাতে ঘুমন্তরা জাগ্রত না হয় এবং জাগ্রতরা শুনতে পায়। এরপর মসজিদে যেতেন এবং নামায পড়ে দুধ পান করতে আসতেন এবং দুধ পান

করতেন। এক রাতে আমার নিকট শয়তান এলো। তখন আমি আমার ভাগের দুধ পান করেছি। শয়তান বললো, মুহাম্মাদ আনসারদের নিকট যায়। আনসাররা তাকে উপঢৌকন দেয়। তিনি তাদের নিকট থেকে উপহার লাভ করেন। তার এতটুকু দুধের প্রয়োজন নেই। সুতরাং শয়তানের প্ররোচনায় আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাগের দুধ পান করে ফেললাম।

যখন দুধ আমার উদরে প্রবেশ করলো এবং আমি জানতে পারলাম, এ দুধ ফিরে পাবার কোনো পথ নেই তখন শয়তান আমাকে লজ্জা দিলো। বললো, তোমার ধ্বংস হোক। তুমি এ কি করলে? মুহাম্মাদের দুধ তুমি পান করে ফেললে! সে এসে যখন তার ভাগের দুধ পাবে না তখন তোমার বিরুদ্ধে দু'আ করবে। ফলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমার ইহকাল ও পরকাল বিনষ্ট হয়ে যাবে।

আমার দেহে একটি আলখেল্লা ছিল। পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে যেত আর মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে যেত। আমার ঘুম আসছিল না। তবে আমার সাথীদ্বয় ঘুমিয়ে গিয়েছিলো। কারণ তারা তো আমার মতো কাণ্ড ঘটায়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে সালাম দিলেন। যেমন ইতিপূর্বে সালাম দিতেন। এরপর মসজিদে গিয়ে নামায পড়লেন। এরপর দুধ পান করতে এসে পাত্র উন্মুক্ত করলেন। দেখলেন তাতে একটুও দুধ নেই। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশের দিকে মাথা উঠালেন। আমি মনে মনে বললাম, এখনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বিরুদ্ধে দু'আ করবেন। আর আমি ধ্বংস হয়ে যাবো।

সে সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আমাকে যে আহার করাবে আপনি তাকে আহার দান করুন এবং আমাকে যে পান করাবে আপনি তাকে পানীয় দান করুন। তিনি বলেন, তখন আমি আলখেল্লা পরিধান করলাম এবং হাতে একটি ছুরি নিলাম। এরপর বকরিগুলোর নিকট গেলাম। উদ্দেশ্য মাংসল বকরীটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য জবাই করবো।

কাছে গিয়ে দেখি মোটা তাজা বকরিটির স্তন দুধে পরিপূর্ণ। বাকিগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখি ওগুলোও দুধে টইটম্বুর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার যে পাত্রে দুধ দোহন করতেন সে পাত্রটি আনলাম। তাতে দুধ দোহন করলাম। দোহিত দুধে ফেনা সৃষ্টি হলো। দুধ নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি রাতে তোমাদের ভাগের দুধ পান করেছো? আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল! আপনি পান করুন। তিনি পান করলেন। এরপর আমাকে পান করতে দিলেন। আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল! আপনি পান করুন। তিনি পান করলেন। এরপর আমাকে পান করতে দিলেন। যখন জানতে পারলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃপ্ত হয়ে গেছেন এবং তাঁর দু'আর ফলাফল পেয়ে গেলাম, তখন হাসতে হাসতে মাটিতে পড়ে গেলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মিকদাদ! এভাবে হাস্য করা তোমার অন্যায় কর্মের একটি। আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল! আমার এই এই ঘটনা ঘটেছে এবং আমি এই কাজ করেছি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বস্তুত এ

অসময়ে দুগ্ধ সৃষ্টি আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ছিল। আমাকে আগে জানালে না কেন? তাহলে আমাদের দুই সাথীকেও জাগ্রত করতাম। তারাও দুধ পান করতো। আমি বললাম, যখন আপনি পান করেছেন এবং আপনার সাথে আমি পান করেছি তখন অন্য কে পান করলো না করলো তার ব্যাপারে আমার কোনো পরওয়া নেই। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৫৪৮৩)।

৬. আতিথেয়তা গ্রহণ করার পর আপ্যায়নকারীকে শুনিয়ে পাঠ করবে :

اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّآئِمُوْنَ وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ.

অথবা নিম্নোক্ত শব্দে পাঠ করবে :

اَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَاَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّآئِمُوْنَ.

অর্থ : নেককারগণ আপনার আহার গ্রহণ করুক, ফেরেশতাগণ আপনার উপর রহমত বর্ষণ করুক এবং রোযাদারগণ আপনার বাড়িতে ইফতার গ্রহণ করুক।

হাদীস : আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ বিন উবাদাহ রাযি. এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন এবং বললেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ। সা'দ রাযি. বললেন, ওয়াআলাইকুমুস সালামু ওয়ারাহমাতুল্লাহ। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামের উত্তর শুনতে পেলেন না। ফলে তিনবার সালাম দিলেন। সা'দ রাযি.ও তিনবার সালামের উত্তর দিলেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শোনাতে সমর্থ হননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে যেতে লাগলেন। সা'দ রাযি. পেছনে পেছনে গেলেন

এবং বললেন, আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর উৎসর্গিত। আপনার সব সালাম আমি শ্রবণ করেছি এবং আমি যথাযথভাবে তার উত্তরও দিয়েছি; কিন্তু আপনাকে শোনাতে পারিনি। আমি চাচ্ছি, অধিক পরিমাণে আপনার সালাম এবং বরকত গ্রহণ করবো। এরপর সা'দ রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের ঘরে নিয়ে আসলেন এবং তাঁর সামনে কিশমিশ উপস্থাপন করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিশমিশ খেলেন। আহার গ্রহণ শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করলেন। (মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ১২৩৪৬, সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৩৮৫৪)।

৭. ইফতার করার সময় পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اَنْ تَغْفِرَ لِيْ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার ঐ অনুগ্রহের সাহায্যে প্রার্থনা করছি- যা সকল বিষয়কে বেষ্টন করে আছে- আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।

হাদীস : ইবনে আবি মুলাইকাহ রাযি. বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. কে বলতে শুনেছি যখন তিনি ইফতার করতেন তখন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ১৭৫৩)।

৮. খাবার শেষে খাবারের পাত্র উঠানোর সময় পাঠ করবে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَّلَا مُوَدَّعٍ وَّلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا.

অর্থ : একমাত্র আল্লাহর জন্য অনেক অনেক বরকতময় পবিত্র প্রশংসা। যাঁর থেকে বিমুখ হওয়া যায় না, পরিত্যাগ করা যায় না এবং অমুখাপেক্ষীও হওয়া যায় না আমাদের প্রতিপালক!

হাদীস : আবূ উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন খাবার পাত্র উঠানো হতো তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৫৪৫৮, ফাতহুল বারী ৯/৫৮০, উমদাতুল কারী ৩০/৪৩৩)।

৯. নিমন্ত্রণকারীর উদ্দেশ্যে পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ.

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে যে আহার্য দান করেছ তাতে বরকত ও প্রাচুর্য দান করো। তাদেরকে ক্ষমা করো। তাদের উপর দয়া করো।

হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিমন্ত্রণকর্তা দু'আ চাইলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৫৪৪৯)।

১০. পানি পান করার পর পাঠ করবে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ سَقَانَا مَآءً عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهٖ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا اُجَاجًا بِذُنُوْبِنَا.

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে স্বীয় রহমতে সুস্বাদু ও সুমিষ্ট পানি পান করিয়েছেন এবং আমাদের গুনাহের কারণে তা তিক্ত ও লবণাক্ত করেননি।

হাদীস : আবূ জাফর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পানি পান করতেন তখন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (হিলয়াতুল আউলিয়া ৮/১৩৭, কিতাবুদ দু'আ তাবারানী ১/২৮৬)।

১১. যমযমের পানি পান করার দু'আ :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَآءٍ.

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট উপকারী ইলম এবং বৈধ ও প্রশস্ত আহার্য এবং সর্বপ্রকার ব্যধি হতে আরোগ্য কামনা করছি।

হাদীস : ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যমযমের পানি যে উদ্দেশে পান করা হবে সে উদ্দেশ্যই পূর্ণ হবে। মুজাহিদ রাযি. বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. যমযমের পানি পান কালে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (মুসতাদরাকে হাকেম; হাদীস ১৭৩৯, সুনানে দারাকুতনী; হাদীস ২৭১২, মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক; হাদীস ৯১১২)।

১২. দুধ পান করার সময় পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি এই দুধের মধ্যে বরকত দান করুন। এবং অধিক পরিমাণে দান করুন।

হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি মাইমূনা রাযি. এর গৃহে ছিলাম। ইত্যবসরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশ করেন। সাথে ছিলেন খালেদ ইবনে ওয়ালিদ। তখন ঘরের লোকজন দু'টি বৃক্ষ ডালায় করে 'যব' (Spiny Tailed Lizard) নামের দু'টি ভুনা প্রাণী আপ্যায়নের জন্য উপস্থাপন করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দেখে থুথু ফেললেন। খালেদ বিন ওয়ালিদ রাযি. বললেন, আমার মনে হচ্ছে, আপনি এ আহারকে অপছন্দ করছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দুগ্ধ আনা হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ পান

করে বললেন, যদি তোমাদের কেউ খাবার খায় তাহলে পড়বে– اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ। আর যদি কাউকে দুধ পান করানো হয় তাহলে সে যেন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করে। কারণ একমাত্র দুধই আহার্য ও পানীয় উভয়টার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৩৭৩২, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩৪৬৪)।

১৩. নতুন ফল সামনে এলে পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ফলের মধ্যে বরকত দান করুন এবং আমাদের শহরের মধ্যে বরকত দান করুন। আমাদের 'সা' (বড় পরিমাপ পাত্র) এর মধ্যে বরকত দান করুন এবং আমাদের 'মুদ' (ছোট পরিমাপ পাত্র) এর মধ্যে বরকত দান করুন।

হাদীস : আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন বৃক্ষে নতুন ফল আসতো তখন সাহাবায়ে কেরাম সে ফল নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ফল হাতে নিয়ে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত লোকদের মাঝে সবচেয়ে ছোট্ট ছেলেটার হাতে সে ফলটি তুলে দিতেন। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৩৭৩)।

১৪. ইফতারের সময় পাঠ করবে :

يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اِغْفِرْ لِيْ.

অর্থ : হে সর্ব ক্ষমার অধিকারী! আমাকে ক্ষমা করুন।

হাদীস : নাফে’ রাযি. থেকে বর্ণিত, ইবনে উমর রাযি. বলেন, বলা হতো, ইফতার করার সময় প্রত্যেক মুমিনের জন্য কবুলযোগ্য প্রার্থনা রয়েছে। হয় তা এ জগতে নগদ প্রদান করা হবে নতুবা পরকালে তা পুঞ্জীভূত করে রাখা হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. ইফতার করার সময় উপরোক্ত দু‘আটি পাঠ করতেন। (শু‘আবুল ঈমান, বাইহাকী; হাদীস ৩৬২০)।

১৫. ইফতারের পর পাঠ করবে :

এক.

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্য রোযা রেখেছি এবং আপনার রিযিক দ্বারাই ইফতার করেছি।

হাদীস : মু‘আয ইবনে যুহরা রাযি. এর নিকট এ মর্মে একটি হাদীস পৌঁছেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইফতার করতেন তখন উপরোক্ত দু‘আটি পাঠ করতেন। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ২৩৫৮)।

দুই.

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَآءَ اللهُ.

অর্থ : পিপাসা দূরীভূত হয়েছে, ধমনীসমূহ সতেজ হয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চাহেন তো) রোযার প্রতিদান নিশ্চিত হয়েছে।

হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইফতার করতেন তখন উপরোক্ত দু‘আটি পাঠ করতেন। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ২৩৫৭)।

১৬. অন্যের বাড়িতে ইফতার করলে পাঠ করবে :

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّآئِمُوْنُ وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ.

অর্থ : আল্লাহ করুন– যেন (এমনিভাবে) রোযাদারগণ আপনাদের বাড়িতে ইফতার করে এবং পুণ্যবান লোকেরা যেন আপনাদের বাড়িতে আহার গ্রহণ করে এবং ফেরেশতাগণ যেন আপনাদের জন্য রহমতের দু'আ করে।

হাদীস : আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো ঘরে গিয়ে ইফতার করলে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ১২১৭৭, সুনানে নাসায়ী কুবরা; হাদীস ১০১২৯, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল-লাইলাহ, ইবনুস সুন্নী; হাদীস ২৯৯)।

১৭. কেউ উপঢৌকন হিসেবে কিছু দান করলে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বলবে :

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْٓ اَهْلِكَ وَمَالِكَ.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা আপনার পরিবার ও সম্পদে বরকত দান করুন।

হাদীস : আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের নিকট আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. আসলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাঝে এবং সা'দ ইবনে রাবী রাযি. এর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে দিলেন। সা'দ রাযি. ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। সা'দ রাযি. বললেন, আনসার সাহাবীগণ জানেন, আমি তাদের চেয়ে বেশি ধন-সম্পদের অধিকারী। সুতরাং আমি আমার সম্পদকে তোমার মাঝে এবং আমার মাঝে দুই ভাগে বিভক্ত করে দিবো। আমার দু'জন স্ত্রী আছে। দেখো, কাকে তোমার পছন্দ হয়। আমি তাকে তালাক দিয়ে দেব। যাতে তুমি তাকে

বিবাহ করে নিতে পারো। তখন আব্দুর রাহমান ইবনে আউফ রাযি. উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করলেন। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৩৭৮০)।

১৮. ক্ষুৎপিপাসার যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পেতে পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوْعِ، فَاِنَّهٗ بِئْسَ الضَّجِيْعُ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ، فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ক্ষুধার যন্ত্রণা থেকে। কারণ ক্ষুধা খুবই নিকৃষ্ট বন্ধু। আমি আপনার নিকট বিশ্বাসঘাতকতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কারণ বিশ্বাসঘাতকতা হলো জঘন্যতম বন্ধু।

হাদীস : আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ১৫৪৯)।

দেনা-পাওনা

১. ঋণ পরিশোধের দু'আ :

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আপনার হারামের (নিষিদ্ধ বিষয়াবলীর) পরিবর্তে আপনার হালালের (বৈধ বিষয়াবলীর) দ্বারা আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান এবং আপনার অনুগ্রহে আপনি ছাড়া অন্যদের থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী করুন।

হাদীস : হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার এক ক্রীতদাস তার কাছে এসে জানাল, আমি আমার মনিবকে নির্ধারিত অর্থ পরিশোধ করতে পারছি না। আপনি একটি সমাধান বলে দিন। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দেবো, যা আমাকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছেন? জেনে রাখো! তোমার ঋণ যদি পাহাড়সমও হয় তবু আল্লাহ তা'আলা তা আদায় করে দিবেন। দু'আটি উপরে উক্ত। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩৫৬৩)।

২. ঋণ পরিশোধকালে ঋণদাতাকে শুনিয়ে পাঠ করবে :

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْٓ اَهْلِكَ وَمَالِكَ اِنَّمَا جَزَآءُ السَّلَفِ الْوَفَآءُ وَالْحَمْدُ.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা আপনার পরিবার ও সম্পদে বরকত দান করুন। ঋণের প্রতিদান হল পরিশোধ করা এবং প্রশংসা করা।

হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ রাবীআহ মাখযুমী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইন যুদ্ধের সময় আমার কাছ থেকে ত্রিশ

অথবা চল্লিশ হাজার মুদ্রা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে সে ঋণ পরিশোধ করে দেন। তখন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করেন। (মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ১৬৪৫৭)।

৩. কারো মাধ্যমে উপকৃত হলে পাঠ করবে :

جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

হাদীস : হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কারো কাছ থেকে ভালো আচরণ পেয়ে বলবে جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا তবে সে বেশ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২০৩৫, সহীহ বুখারী; হাদীস ৩৭৭৩)।

৪. কাউকে হাসি মুখে দেখলে পাঠ করবে :

اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা আপনার মুখকে হাস্যোজ্জ্বল রাখুন।

হাদীস : সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা উমর রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু কুরাইশ বংশীয় নারী সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করছিলেন এবং উচ্চ স্বরে অধিক প্রশ্ন করছিলেন। উমর রাযি. এর অনুমতি প্রার্থনা শুনে তারা দ্রুত আড়াল হয়ে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর রাযি. কে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। উমর রাযি. প্রবেশ করলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসছিলেন। উমর রাযি. বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার মুখকে

হাস্যোজ্জ্বল রাখুন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপর আমার মাতা পিতা উৎসর্গিত হোক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি এ সকল নারীদের ব্যাপারে বিস্মিত হলাম যারা আমার নিকট ছিল। তারা তোমার শব্দ শুনে আড়াল হয়ে গেল। উমর রাযি. বললেন, আল্লাহর রাসূল! আপনিই তো বেশি ভয় পাওয়ার উপযুক্ত। এরপর উমর রাযি. সে সকল নারীদের নিকট গিয়ে বললেন, নিজেদের উপর সীমালঙ্ঘনকারী হে নারী সকল! তোমরা আমাকে ভয় করো অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভয় করো না! তারা বললো, তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অধিক কঠোর এবং রূঢ়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে খাত্তাব পুত্র উমর! সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, তুমি যে পথে হাঁটো শয়তান তোমার সাথে সাক্ষাতের ভয়ে সে পথে হাঁটে না। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৩২৯৪)।

৫. মনের চাহিদা মোতাবেক অবস্থা হলে পাঠ করবে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصّٰلِحَاتُ.

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য, যার নিয়ামতের মাধ্যমে সর্বপ্রকার পুণ্যময় কাজ সমাধা ও সম্পন্ন হয়।

হাদীস : আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনোতুষ্টির কোনো বিষয় দেখলে উপরোক্ত দু‘আটি পাঠ করতেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ৩৮০৩, মুসতাদরাকে হাকেম; হাদীস ১৮৪০)।

বিপদ-আপদ ও দুশ্চিন্তা

১. দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার দু'আ :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি চিন্তা-পেরেশানী, অক্ষমতা ও অলসতা, কাপুরুষতা ও কৃপণতা, ঋণের আধিক্য, মানুষের কটুক্তি ও অত্যাচার থেকে।

হাদীস ১ : আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৬৩৬৯)।

হাদীস ২ : আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আবূ উমামা নামক একজন আনসার সাহাবীকে দেখে বললেন, আবূ উমামা! কি হলো! তোমাকে নামাযের সময় ছাড়া মসজিদে বসা দেখছি কেন? আবূ উমামা রাযি. বললেন, আমি অনেক ঋণগ্রস্ত। ফলে অনেক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি বাক্য শিখিয়ে দেবো? যা পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা তোমার দুশ্চিন্তা দূরীভূত করে দিবেন এবং তোমার ঋণ পরিশোধ করে দিবেন। আবূ উমামা রাযি. বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল! তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সকাল সন্ধ্যা তুমি উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করো। আবূ উমামা

রাযি. বলেন, আমি এ আমল করেছি। ফলে আল্লাহ তা'আলা আমার দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়েছেন এবং আমার ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছেন। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ১৫৫৭)।

২. ক্রোধ দমনের দু'আ :

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

অর্থ : আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হাদীস : হযরত সুলাইমান ইবনে সাদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে বসা ছিলাম। সেখানে দু'জন লোক উচ্চবাচ্য করছিলো। এদের একজনের চেহারা ক্রোধে রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। তার গণ্ডদেশ ফুলে উঠল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমি একটি বাক্য জানি তা যদি ঐ ব্যক্তি পাঠ করে তাহলে তার রাগ নিমিষে পানি হয়ে যাবে। আর তা হলো اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ। উপস্থিত লোকেরা তাকে গিয়ে জানালো যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি এই এই পাঠ করলে তোমার এই এই হবে। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৬১০)।

৩. অসম্মান হতে মুক্তি পাওয়ার দু'আ :

اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের শেষ প্রতিফলকে উত্তম করো আমাদের যাবতীয় কার্যাবলীতে। আমাদেরকে মুক্তি দাও দুনিয়ার লাঞ্ছনা এবং আখেরাতের শাস্তি থেকে।

হাদীস : বুসর বিন আবূ আরতা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত বাক্যাবলী পাঠ করে দু‘আ করতেন। (মুসতাদরাকে হাকেম; হাদীস ৬৫০৮)।

৪. পার্থিব বিপদাপদে মৃত্যু কামনা না করে পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْٓ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ.

অর্থ : হে আল্লাহ! জীবন আমার জন্য কল্যাণকর থাকা অবধি আপনি আমাকে জীবিত রাখুন এবং যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হবে তখন মৃত্যু দান করুন।

হাদীস : আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যেন বিপদ আপদের কারণে মৃত্যু কামনা না করে। তবে সে যেন উপরোক্ত দু‘আটি পাঠ করে। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৩১১০)।

৫. কাউকে বিপদাক্রান্ত কিংবা রোগাক্রান্ত দেখলে পাঠ করবে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا.

অর্থ : আমি আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি যিনি যে বিপদে বা রোগে তুমি আক্রান্ত হয়েছো তা হতে আমাকে নিরাপদ রেখেছেন এবং আমাকে অনেক সৃষ্টিজীব হতে ভালো অবস্থায় এবং সসম্মানে রেখেছেন।

হাদীস : আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কোনো বিপদাক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখে উপরোক্ত দু‘আটি পাঠ করবে সে কখনো ওই বিপদে আক্রান্ত হবে না। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩৪৩২)।

৬. কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে পাঠ করবে :

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ.

অর্থ : হে চিরঞ্জীব! হে সকল বস্তুর ধারক! আমি আপনার রহমতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করছি।

> **হাদীস :** আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতেন তখন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩৫২৪)।

৭. সাপের ভয় হলে পাঠ করবে :

اِنَّا نَسْئَلُكَ بِعَهْدِ نُوْحٍ وَّبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاؤدَ اَنْ لَّا تُؤْذِيَنَا.

অর্থ : ওহে সাপ! আমরা নূহ আলাইহিস সালাম এবং সুলাইমান আলাইহিস সালামের অঙ্গীকারের কথা তোদের স্মরণ করিয়ে কামনা করছি, তোরা আমাদের কোন ক্ষতি করিস না এবং আমাদের কষ্ট দিস না।

> **হাদীস :** আবূ লাইলা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, গৃহে সাপ দৃশ্যমান হলে সাপকে লক্ষ করে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করবে। এতে যদি সে চলে না যায় তাহলে তাকে হত্যা করো। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ১৪৮৯)।

৮. উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ও দুঃখ-কষ্ট লাঘবের জন্য পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ اَوْ اَنْزَلْتَهٗ فِيْ كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهٗ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ اَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهٖ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ وَنُوْرَ صَدْرِيْ وَجِلَاۤءَ حُزْنِيْ وَذَهَابَ هَمِّيْ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার গোলাম, তোমার বান্দা ও বান্দীর ছেলে। আমার নিয়ন্ত্রণ তোমার হাতে। তোমার বিধান আমার ব্যাপারে প্রযোজ্য। তোমার রায় ও সিদ্ধান্ত আমার ক্ষেত্রে যথাযথ। আমি তোমার প্রত্যেক ঐ সকল নামের সাহায্যে তোমার নিকট প্রার্থনা করি, যে নামে তুমি নিজের নাম ধারণ করেছো অথবা যে নাম তুমি তোমার মহাগ্রন্থে অবতীর্ণ করেছে কিংবা যে নাম তোমার কোন সৃষ্টিকে শিক্ষা দিয়েছ অথবা তোমার অদৃশ্য জ্ঞানভাণ্ডারে রেখে দিয়েছ– তুমি কুরআনকে করো আমার হৃদয়ের বসন্ত, অন্তরের জ্যোতির্ময়তা এবং দুশ্চিন্তার বিদূরণকারী ও বিষণ্নতার অপসারক।

হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর যে বান্দা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ও দুঃখ কষ্টে আক্রান্ত হবে সে যদি উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার দুঃখ কষ্ট ও উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দূরীভূত করে দিবেন। এবং তার দুঃখ কষ্টের পরিবর্তে তাকে সুখানন্দ দান করবেন। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বললেন, আল্লাহর রাসূল! তাহলে কি আমাদের জন্য এ বাক্যগুলো শেখা উচিৎ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, যে ব্যক্তি শুনবে তার জন্য কর্তব্য এ বাক্যগুলো শিখে নেয়া। (মুসনাদে আহমদ; হাদীস ৪৩১৮)।

৯. বিপদের কালে পাঠ করবে :

এক.

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

অর্থ : মহান আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, যিনি পরম সহনশীল। আল্লাহ ব্যতিরেকে কোনো ইলাহ নেই, যিনি আসমান-যমিনের প্রতিপালক এবং মহা আরশের মালিক।

হাদীস : ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপদের কালে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৬৩৪৫)।

দুই.

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِيْٓ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَّاَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার অনুগ্রহ কামনা করি। আমাকে আমার প্রবৃত্তির হাতে মুহূর্তের জন্যও সমর্পণ করবেন না এবং আমার সকল বিষয়কে সংশোধন করে দিন। হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।

হাদীস : ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির দু'আ হলো উপরোক্ত দু'আটি। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৫০৯২)।

তিন.

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

অর্থ : আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি। নিশ্চয় আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

হাদীস : সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মৎস উদরে থাকাকালীন যুননুন ইউনুস আ. এর দু'আ ছিল উপরোক্ত দু'আটি। যে ব্যক্তি যে কোনো বিষয়ে এ দু'আ পাঠ করে দু'আ করবে আল্লাহ তা'আলা তার দু'আকে কবুল করবেন। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩৫০৫, মুস্তাদরাকে হাকেম; হাদীস ১৮৬৩)।

চার.

اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّيْ لَا اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا.

অর্থ : আল্লাহ, আল্লাহ তা'আলাই আমার প্রতিপালক। আমি তার সাথে কোন কিছু শরিক করি না।

> **হাদীস :** আসমা বিনতে উমাইস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাকে এমন কিছু শব্দ শিখিয়ে দেব না যা তুমি বিপদকালে পাঠ করবে? আর তা হলো উপরোক্ত দু'আটি। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ১৫২৭)।

১০. কারো থেকে ক্ষতির আশঙ্কা হলে পাঠ করবে :

এক.

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ.

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা আপনাকে ওদের মোকাবেলায় ঢাল হিসেবে গ্রহণ করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি।

> **হাদীস :** আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কারো পক্ষ থেকে ক্ষতির আশঙ্কা করতেন তখন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ১৫৩৯)।

দুই.

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

অর্থ : আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম তত্ত্বাবধায়ক।

> **হাদীস :** আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবরাহীম আ. কে যখন আগুনে নিক্ষেপ

করা হয় তখন তিনি এ দু'আটি পাঠ করেন। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৪৫৬৩)।

১১. কোন বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে পাঠ করবে :

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّآمَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ শব্দভাণ্ডার তথা পবিত্র নাম ও গুণাবলির মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করছি।

হাদীস ১ : আবূ হুরাইরা রাযি. সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সন্ধ্যা বেলা দু'আটি তিনবার পাঠ করবে সে রাতের কোনো দংশনই তাকে ক্ষতি করতে পারবে না। (সুনানে নাসায়ী কুবরা; হাদীস ১০৪২৬, সহীহ মুসলিম; হাদীস ৭০৫৫)।

১২. দাজ্জালের দুর্যোগ ও বিপর্যয় থেকে মুক্তি পেতে করণীয় :

সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে।

হাদীস : আবূ দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে সে দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে মুক্তি লাভ করবে। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৯১৯)।

১৩. জিহাদের ময়দানে গিয়ে পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَضُدِىْ وَنَصِيْرِىْ بِكَ اَحُوْلُ وَبِكَ اَصُوْلُ وَبِكَ اُقَاتِلُ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনিই আমার সাহায্যকারী। আপনিই আমার সহায়ক। আপনার সাহায্যেই কৌশল অবলম্বন করবো। আপনার সাহায্যেই আক্রমণ করবো। আপনার সাহায্যেই যুদ্ধ করবো।

হাদীস : আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জিহাদ করতেন তখন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ২৬৩৪)।

১৪. শাসক থেকে ক্ষতির আশঙ্কা হলে পাঠ করবে :

এক.

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ كُنْ لِّيْ جَارًا مِّنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَاَحْزَابِهٖ مِنْ خَلَآئِقِكَ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيَّ اَحَدٌ مِّنْهُمْ اَوْ يَطْغٰى عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَآؤُكَ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ.

অর্থ : হে আল্লাহ, সপ্ত আকাশ এবং মহান আরশের প্রতিপালক! আপনি অমুকের পুত্র অমুক এবং আপনার সৃষ্টির মধ্য থেকে যারা তার বাহিনীতে রয়েছে, তাদের মোকাবেলায় আমার রক্ষাকারী এবং আশ্রয়দাতা হয়ে যান। যেন তাদের কেউ আমার উপর অত্যাচার-অবিচার করতে না পারে। নিশ্চয় আপনার আশ্রিত ব্যক্তিই প্রভাবশালী (এবং নিরাপদ)। আর আপনার প্রশংসাই অতি মহান। আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

> **হাদীস :** আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, যখন তোমাদের কেউ রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে ঔদ্ধত্য কিংবা অত্যাচারের আশঙ্কা করবে তখন সে যেন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করে। (আল-আদাবুল মুফরাদ, ইমাম বুখারী; হাদীস ৭০৭)।

দুই.

اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَعَزُّ مِنْ خَلْقِهٖ جَمِيْعًا اَللهُ اَعَزُّ مِمَّآ اَخَافُ وَاَحْذَرُ وَاَعُوْذُ بِاللهِ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمُمْسِكُ السَّمٰوَاتِ السَّبْعَ اَنْ يَّقَعْنَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلَانٍ وَجُنُوْدِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ وَاَشْيَاعِهٖ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَللّٰهُمَّ كُنْ لِّيْ جَارًا مِّنْ شَرِّهِمْ جَلَّ ثَنَآؤُكَ وَعَزَّ جَارُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ.

অর্থ : আল্লাহ অতি মহান। আল্লাহ তার সকল সৃষ্টি থেকে অধিক শক্তিশালী এবং প্রবল পরাক্রমশালী। আল্লাহ তার থেকেও বড়

শক্তিশালী যাকে আমি ভয় করি এবং যার ব্যাপারে আমি শঙ্কাবোধ করি। আমি ঐ আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, যিনি তার অনুমতি ব্যতিরেকে নভোমণ্ডলকে ভূপৃষ্ঠের উপর ভেঙ্গে পড়া থেকে হেফাজত করেছেন- তোমার অমুক বান্দা এবং তার দলীয় অনুসারী জিন ও মানুষের অনিষ্ট থেকে। হে আল্লাহ! তুমি আমার আশ্রয়দাতা হয়ে যাও তাদের অনিষ্ট থেকে। তোমার প্রশংসা মহান। তোমার আশ্রিত ব্যক্তি প্রবল (এবং নিরাপদ)। তোমার নাম বরকতময়। তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।

হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, যখন তুমি ভয়ঙ্কর প্রতাপশালী কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মুখীন হয়ে ক্ষতির আশঙ্কা করবে, তখন তুমি উপরোক্ত দু'আটি তিনবার পাঠ করো। (আল-আদাবুল মুফরাদ, ইমাম বুখারী; হাদীস ৭০৮)।

১৫. জিহাদের ময়দানে শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হলে পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اِهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ.

অর্থ : কিতাব অবতীর্ণকারী ও দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী হে আল্লাহ! আপনি শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করুন। হে আল্লাহ! আপনি তাদের পরাস্ত করুন এবং তাদের পদস্খলন ঘটান।

হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দক যুদ্ধে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে উপরোক্ত বাক্যাবলী দ্বারা দু'আ করেছেন। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৪৬৪১)।

১৬. কারো পক্ষ থেকে অত্যাচারের আশঙ্কা করলে পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি যা ইচ্ছা তা দ্বারাই তাদের মোকাবেলায় আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।

হাদীস : সুহাইব রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বহুকাল পূর্বে একজন রাজা ছিল। সেই রাজার ছিল একজন যাদুকর। ঐ যাদুকর বৃদ্ধ হয়ে গেলে একদিন সে রাজাকে বলল, 'আমি তো বৃদ্ধ হয়ে গেছি। সুতরাং আমার নিকট একটি ছেলে পাঠান, যাকে আমি যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিব'। বাদশাহ তার নিকট একটি বালককে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তাকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগলেন। বালকটি যাদুকরের নিকট যে পথ দিয়ে যাতায়াত করত, সে পথে ছিল এক সন্ন্যাসীর আস্তানা। বালকটি একদিন তার নিকট বসল এবং তার কথা শুনে মুগ্ধ হল। যাদুকরের নিকট যাওয়ার সময় ঐ সন্ন্যাসীর নিকট বসে তার কথা শুনত। ফলে যাদুকরের নিকট পৌঁছাতে বালকটির বিলম্ব হত বলে যাদুকর তাকে প্রহার করত। বালকটি সন্ন্যাসীর নিকট একথা জানালে তিনি বালককে শিখিয়ে দেন যে, তুমি যদি যাদুকরকে ভয় কর তাহলে বলবে, বাড়ির লোকজন আমাকে পাঠাতে বিলম্ব করেছে এবং বাড়ির লোকজনকে ভয় পেলে বলবে, যাদুকরই আমাকে ছুটি দিতে বিলম্ব করেছে।

বালকটি এভাবে যাতায়াত করতে থাকে। একদিন পথিমধ্যে সে দেখল, একটি বৃহদাকার প্রাণী মানুষের চলাচলের পথ রোধ করে বসে আছে। বালকটি ভাবল, আজ পরীক্ষা করে দেখব যে, যাদুকর শ্রেষ্ঠ, না সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ? অতঃপর সে একটি প্রস্তর খণ্ড নিয়ে বলল, 'হে আল্লাহ! যাদুকরের কার্যকলাপ অপেক্ষা সন্ন্যাসীর কার্যকলাপ যদি তোমার নিকট অধিকতর প্রিয় হয়, তবে এই প্রাণীটিকে এই প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলো। যেন লোকজন যাতায়াত করতে পারে।' এই বলে প্রাণীটিকে লক্ষ্য করে সে প্রস্তর খণ্ডটি ছুঁড়ে মারল। প্রাণীটি ঐ প্রস্তরাঘাতে মারা গেল এবং লোক চলাচল শুরু হল।

এরপর বালকটি সন্ন্যাসীর নিকট গিয়ে তাকে ঘটনাটি জানালে তিনি তাকে বললেন, বৎস! তুমি এখনই আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠেছ। তোমার প্রকৃত স্বরূপ আমি বুঝতে পারছি। শীঘ্রই তোমাকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। যদি তুমি পরীক্ষার সম্মুখীন হও তাহলে যেন আমার কথা প্রকাশ করে দিয়ো না। ধীরে ধীরে বালকটির দু'আয় জন্মান্ধ ব্যক্তি চক্ষুষ্মান হতে লাগল, কুষ্ঠ রোগীর রোগ নিরাময় হতে লাগল এবং লোকজন অন্যান্য রোগ হতেও আরোগ্য লাভ করতে লাগল।

এদিকে রাজার একজন সহচর অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে বহু উপঢৌকনসহ বালকটির নিকট গিয়ে বলল, তুমি যদি আমাকে চক্ষুষ্মান করে দাও, তাহলে এ সবই তোমার। বালকটি বলল, আমি তো কাউকে আরোগ্য করতে পারি না; বরং রোগ ভালো করেন আল্লাহ। অতএব আপনি যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেন, তাহলে আমি আপনার রোগমুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করতে পারি। তাতে তিনি হয়ত আপনাকে আরোগ্য দান করতে পারেন। ফলে লোকটি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল। আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করলেন।

পূর্বের ন্যায় তিনি রাজার নিকটে গিয়ে বসলে রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কে তোমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিল? সে বলল, আমার রব। রাজা বললেন, আমি ছাড়া তোমার রব আছে কি? সে বলল, আমার ও আপনার উভয়ের রব আল্লাহ। এতে রাজা তাকে গ্রেফতার করে তার উপর নির্যাতন চালাতে থাকে। অবশেষে সে বালকটির নাম প্রকাশ করে দিল। অতঃপর বালকটিকে রাজদরবারে আনা হল। রাজা তাকে বললেন, বৎস! আমি জানতে পারলাম যে, তুমি তোমার যাদুর গুণে

জন্মান্ধ ও কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকদের রোগ নিরাময় করছ। এবং অন্যান্য কঠিন রোগ নিরাময় করে চলেছ। বালকটি বলল, আমি কাউকে রোগমুক্ত করি না। রোগমুক্ত করেন আল্লাহ। তখন রাজা তাকে পাকড়াও করে তার উপরও উৎপীড়ন চালাতে থাকে। এক পর্যায়ে সে সন্ন্যাসীর কথা প্রকাশ করে দিল। তখন সন্ন্যাসীকে ধরে আনা হল এবং তাকে বলা হল, তুমি তোমার ধর্ম পরিত্যাগ করো। কিন্তু সে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। তখন রাজার আদেশক্রমে করাত নিয়ে আসা হলে তিনি তা তার মাথার মাঝখানে বসালেন এবং তার মাথা ও শরীর চিরে দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন। তারপর রাজার সহচরকে আনা হল এবং তাকেও তার ধর্ম ত্যাগ করতে বলা হল। কিন্তু সেও অস্বীকৃতি জানালো। ফলে তাকেও করাত দিয়ে চিরে দ্বিখণ্ডিত করা হল।

তারপর বালকটিকে হাযির করে তার ধর্ম পরিত্যাগ করতে বলা হল। বালকটিও নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করল। তখন রাজা তাকে তার লোকজনের নিকটে দিয়ে বললেন, তোমরা একে অমুক পাহাড়ে নিয়ে যাও এবং তাকে সঙ্গে করে পাহাড়ে আরোহণ করতে থাকো। যখন তোমরা পাহাড়ের উচ্চশৃঙ্গে পৌঁছবে, তখন তাকে তার ধর্ম পরিত্যাগ করতে বলবে। সে যদি অস্বীকার করে, তাহলে তোমরা তাকে সেখান থেকে নিচে ছুড়ে ফেলে দিবে। তারা বালকটিকে নিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠলে বালকটি দু'আ করল, اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ (হে আল্লাহ! তোমার যেভাবে ইচ্ছা হয়, সেভাবে তুমি আমাকে এদের কাছ থেকে রক্ষা করো)। তৎক্ষণাৎ পাহাড়টি কম্পিত হয়ে উঠল এবং তারা নিচে পড়ে মারা গেল। আর বালকটি (সুস্থ দেহে) রাজার নিকট এসে উপস্থিত হল। রাজা তখন

তাকে বলল, তোমার সঙ্গীদের কী হল? তখন সে বলল, আল্লাহই আমাকে তাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।

তারপর রাজা তাকে তার একদল লোকের নিকট সোপর্দ করে আদেশ দিলেন, একে একটি বড় নৌকায় উঠিয়ে নদীর মাঝখানে নিয়ে যাও। যদি সে নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করে, তো ভালো। নচেৎ তাকে নদীতে ফেলে দিবে। তারা বালকটিকে নিয়ে মাঝ নদীতে পৌঁছলে বালকটি পূর্বের ন্যায় দু'আ করল, اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ। (হে আল্লাহ! তোমার যেভাবে ইচ্ছা হয়, সেভাবে তুমি আমাকে এদের হাত থেকে রক্ষা করো)। এতে নৌকা ভীষণভাবে কাত হয়ে পড়ল। ফলে রাজার লোকজন নদীতে ডুবে মারা গেল। আর বালকটি (সুস্থ দেহে) রাজার নিকটে আসলে রাজা তাকে বললেন, তোমার সঙ্গীদের কী অবস্থা? সে বলল, আল্লাহই আমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। এরপর সে রাজাকে বলল, 'আপনি যতই চেষ্টা করুন না কেন আমাকে কোনভাবেই হত্যা করতে পারবেন না, যতক্ষণ না আমি যা বলব, আপনি তা করবেন। রাজা বললেন, সেটা কী? বালকটি বলল, আপনি একটি বিস্তীর্ণ মাঠে সকল লোককে হাযির করুন এবং সেই মাঠে খেজুরের একটি গুড়ি পুঁতে তার উপরিভাগে আমাকে বেঁধে রাখুন। তারপর আমার তূণীর হতে একটি তীর নিয়ে ধনুকে সংযোজিত করুন। তারপর 'বালকটির রব আল্লাহর নামে' বলে আমার দিকে তীরটি নিক্ষেপ করুন। আপনি যদি এ পন্থা অবলম্বন করেন, তবেই আমাকে হত্যা করতে পারবেন।

বালকের কথামত এক বিস্তীর্ণ মাঠে রাজা সকল লোককে সমবেত করলেন এবং বালকটিকে একটি খেজুর গাছের গুঁড়ির উপরে বাঁধলেন। তারপর রাজা বালকটির তূণীর

> হতে একটি তীর নিয়ে ধনুকের মধ্যভাগে সংযোজিত করলেন। তারপর 'বালকটির রব আল্লাহর নামে' বলে বালকটির দিকে তীর নিক্ষেপ করলেন। তীরটি বালকের চোখ ও কানের মধ্যভাগে বিদ্ধ হল। বালকটি এক হাতে তীরবিদ্ধ স্থানটি চেপে ধরল। অতঃপর মারা গেল।
>
> এ দৃশ্য দেখে উপস্থিত জনগণ বলে উঠল, আমরা বালকটির রবের প্রতি ঈমান আনলাম। আমরা বালকটির রবের প্রতি ঈমান আনলাম। তারপর রাজার লোকজন তাঁর নিকট গিয়ে বলল, আপনি যা আশঙ্কা করছিলেন তাই শেষ পর্যন্ত ঘটে গেল। সব লোক বালকটির রবের প্রতি ঈমান আনল। তখন রাজা রাস্তার চৌমাথাগুলোতে প্রকাণ্ড গর্ত খনন করার নির্দেশ দিলেন। তার কথা মতো গর্ত খনন করে তাতে আগুন প্রজ্বলিত করা হল। তারপর রাজা হুকুম দিলেন, যে ব্যক্তি বালকের ধর্ম পরিত্যাগ করবে না, তাকে ঐ আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে মারো। অথবা তাকে বলবে, তুমি এই আগুনে ঝাঁপ দাও। রাজার লোকেরা তার হুকুম পালন করতে লাগল। ইতিমধ্যে একজন রমণীকে তার শিশুসন্তানসহ উপস্থিত করা হল। রমণীটি আগুনে ঝাপ দিতে ইতস্তত করতে থাকলে শিশুটি বলে উঠল, 'মা সবর অবলম্বন (করত আগুনে প্রবেশ) করুন। কেননা আপনি হক পথে আছেন।

পবিত্র কুরআনের সূরা বুরূজে এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে,

> 'ধ্বংস হয়েছিল গর্তের অধিপতিরা- ইন্ধনপূর্ণ যে গর্তে ছিল অগ্নি, যখন তারা তার পাশে উপবিষ্ট ছিল এবং তারা মুমিনদের সাথে যা করছিল তা প্রত্যক্ষ করছিল। তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এ কারণে যে,

তারা বিশ্বাস করতো পরাক্রমশালী ও প্রশংসার্হ আল্লাহে'। সূরা বুরূজ; আয়াত ৪-৮। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৩০০৫, মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ২৩৯৭৬)।

১৭. কোন বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি হলে পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ لَا سَهْلَ اِلَّا مَا جَعَلْتَهٗ سَهْلًا وَّاَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ سَهْلًا اِذَا شِئْتَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি যেটাকে সহজ করে দিবেন সেটাই কেবল সহজ। আপনি ইচ্ছে করলে অসমতল দুর্গম ভূমিকে সুগম করে দিতে পারেন।

হাদীস : আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সহীহ ইবনে হিব্বান; হাদীস ৯৭৪)।

১৮. অসন্তোষজনক কিছু ঘটে গেলে কিংবা মনের বিপরীত কিছু হলে পাঠ করবে :

قَدَّرَ اللّٰهُ وَمَا شَآءَ فَعَلَ.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করে রেখেছেন। তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন।

হাদীস : আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দুর্বল মুমিন থেকে সবল (অর্থাৎ দীনী কাজে দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন) মুমিন আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় ও উত্তম। আর সকলের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। তোমার জন্য যা কল্যাণকর তাতে তুমি আগ্রহী হও এবং আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো; অক্ষম হয়ো না। যদি তুমি কোনো সমস্যায় পতিত হও তাহলে বলো না– যদি আমি কাজটি করতাম তাহলে এমন এমন হতো। তবে বলো, আল্লাহ তা'আলা নিয়তি নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন। কারণ 'যদি' শব্দটি শয়তানের তৎপরতার পথ খুলে দেয়। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৬৯৪৫)।

১৯. মনের ব্যতিক্রম কিছু হলে পাঠ করবে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ.

অর্থ : সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও শোকর আদায় করি।

> **হাদীস :** আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তোষজনক কোনো বিষয় দেখলে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ৩৮০৩, মুসতাদরাকে হাকেম; হাদীস ১৮৪০)।

২০. বিপদাপদ ও রোগ-ব্যাধি থেকে সন্তানাদির সুরক্ষার জন্য পাঠ করবে :

اُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّآمَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ وَّهَآمَّةٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّآمَّةٍ.

অর্থ : আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আশ্রয়ে অর্পণ করছি আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ বাক্যাবলী দ্বারা সব ধরনের শয়তান, ক্ষতিকর প্রাণী থেকে এবং সব ধরনের কুদৃষ্টি থেকে।

> **হাদীস :** আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান এবং হুসাইন রাযি. কে উপরোক্ত বাক্য দ্বারা সুরক্ষার দু'আ দিতেন এবং বলতেন তোমাদের পিতা ইবরাহীম আ. ইসমাঈল এবং ইসহাক আ. কে এ বাক্য দ্বারাই সুরক্ষার দু'আ দিতেন। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৩৩৭১)।

সন্দেহ, সংশয় ও কুমন্ত্রণা

১. শয়তানের অনিষ্ট ও কুমন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পেতে করণীয় :

এক. আল্লাহর নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় কামনা করবে।

দুই. আযান দিবে।

তিন. যিকির আযকার ও কুরআন তিলাওয়াত করবে।

> **আয়াত :** বলো, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা হতে। হে আমার প্রতিপালক! আমি আশ্রয় কামনা করি আমার নিকট ওদের উপস্থিতি হতে। (সূরা মুমিনূন; আয়াত ৯৬-৯৭)।
>
> **হাদীস ১ :** আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন নামাযের জন্য আযান দেয়া হয় তখন শয়তান বায়ু ত্যাগ করতে করতে পলায়ন করে। যাতে সে আযান শুনতে না পায়। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৬০৮)।
>
> **হাদীস ২ :** আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের ঘরকে কবরস্থানে রূপান্তরিত করো না। শয়তান ঐ ঘর থেকে পলায়ন করে যে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয়। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৮৬০)।

এছাড়া সকাল-সন্ধ্যা, ঘুম-জাগরণ ও ঘর-মসজিদে প্রবেশ-বাহির হওয়ার যিকির পাঠের মাধ্যমেও শয়তানের অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণ লাভ হয়।

২. কুলক্ষণ কোন কাজে বাধা তৈরি করলে পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ لَا طَيْرَ اِلَّا طَيْرُكَ وَلَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ.

অর্থ : একমাত্র আপনার অশুভ লক্ষণ ব্যতিরেকে সৃষ্টির কোন অশুভ লক্ষণ নেই। একমাত্র আপনার শুভলক্ষণ ব্যতিরেকে সঠিক কোনো শুভলক্ষণ নেই। (অশুভলক্ষণ একমাত্র আপনার পক্ষ থেকেই হয়; সৃষ্টির পক্ষ থেকে নয়। শুভলক্ষণ একমাত্র আপনার পক্ষ থেকেই হয়; সৃষ্টির পক্ষ থেকে নয়।) আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই।

হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কুলক্ষণ যে ব্যক্তিকে তার প্রয়োজন থেকে নিবৃত্ত করলো সে বস্তুত শিরক করলো। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বললেন, এর প্রায়শ্চিত্ত কী? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ ধরনের ব্যক্তি উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করবে। (আমালুল ইয়াউমি ওয়াল-লাইলাহ, ইবনুস সুন্নী; হাদীস ২৯১)।

৩. শিরকের আশঙ্কা হলে পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ وَاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি জেনে শুনে আপনার সঙ্গে শিরক করা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় কামনা করছি এবং অজান্তে কিছু (গুনাহ) হলে সেগুলোর জন্য আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

হাদীস : মা'কিল ইবনে ইয়াসার রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আবূ বকর রাযি. এর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের মাঝে এমন কিছু শিরক আছে যা ছোট্ট পিপীলিকা থেকেও ক্ষুদ্র। আবূ বকর রাযি. বললেন, আল্লাহর সাথে অন্য স্রষ্টার অংশীদারিত্ব ছাড়াও কি আরো শিরক আছে? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ সমর্পিত, শিরকের এমন একটি শ্রেণী আছে যা

ছোট্ট পিপীলিকা থেকেও ক্ষুদ্রতর। তোমাকে কি এমন একটি বিষয় বলে দিবো না যেটা বললে তোমার থেকে ছোট বড় শিরক দূরীভূত হয়ে যাবে? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি পড়ো উপরোক্ত দু'আটি। (আল-আদাবুল মুফরাদ, ইমাম বুখারী; হাদীস ৭১৬)।

৪. শয়তানের অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণ পেতে পাঠ করবে :

اَعُوْذُ بِكَلِمٰتِ اللّٰهِ التَّآمَّاتِ الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ مِّنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْاَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ اِلَّا طَارِقًا يَّطْرُقُ بِخَيْرٍ يَّا رَحْمٰنُ.

অর্থ : আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ বাক্যাবলীর সাহায্যে –যাকে পুণ্যবান ও পাপাচারী কেউ উপেক্ষা করতে পারে না– তার সৃষ্ট সকল জিন মানব ও প্রাণীসকলের অনিষ্ট থেকে এবং আকাশ থেকে অবতীর্ণ বিষয়ের অনিষ্ট থেকে, আকাশে উত্থিত বিষয়ের অনিষ্ট থেকে, পৃথিবীতে বিস্তৃত বিষয়াবলীর অনিষ্ট থেকে, ভূপৃষ্ঠ থেকে নির্গত বিষয়ের অনিষ্ট থেকে, রাত্র দিনে সৃষ্ট ফিতনাসমূহের অনিষ্ট থেকে এবং প্রত্যেক রাতে আগমনকারীর অনিষ্ট থেকে; তবে কল্যাণাবাহী রাতে আগমনকারী থেকে নয়, হে দয়াময়!

হাদীস : আবুত তাইয়াহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি আব্দুর রাহমান ইবনে খানবাস রাযি. কে জিজ্ঞেস করলেন, যখন শয়তান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনিষ্ট করতে চেয়েছিল তখন তিনি কী করেছিলেন? তিনি বলেন, বিভিন্ন উপত্যকা থেকে কিছু শয়তান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসল। তন্মধ্য হতে এক শয়তানের নিকট আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গ ছিল। এর

মাধ্যমে সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা দগ্ধ করে দিতে চেয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে কিছুটা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। ইত্যবসরে জিবরীল আ. এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! পড়ো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কী পড়বো? তখন জিবরীল আ. বললেন, পড়ো (উপরোক্ত দু'আটি)। (মুসনাদে আহমদ; হাদীস ১৫৪৯৯)।

৫. মনে কুমন্ত্রণা ও ঈমানের ক্ষেত্রে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি হলে পর্যায়ক্রমে নিম্নোক্ত কাজগুলো করবে :

এক. পাঠ করবে :

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ.

অর্থ : আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় কামনা করছি।

দুই. সন্দেহ সংশয় থেকে নিবৃত্ত থাকবে।

তিন. পাঠ করবে :

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

অর্থ : আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনয়ন করলাম। তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি প্রকাশ্য, তিনি গুপ্ত এবং তিনি সকল বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত।

হাদীস ১ : আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কারো নিকট শয়তান এসে বলে, এটা কে সৃষ্টি করেছে? ওটা কে সৃষ্টি করেছে? এমন কি শেষ পর্যন্ত বলে ফেলে তোমার প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করেছে? যদি এমনটি

হয় তাহলে তুমি আল্লাহর আশ্রয় কামনা করবে এবং এ জাতীয় সংশয়পূর্ণ বিষয় থেকে নিবৃত্ত থাকবে। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৩২৭৬)।

হাদীস ২ : আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বলা হয়, এটা তো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? যে ব্যক্তি এমন সন্দেহে আক্রান্ত হবে সে যেন বলে (**اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ**) আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করলাম। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৩৬০)।

হাদীস ৩ : আবূ যামীল রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা ইবনে আব্বাস রাযি. কে জিজ্ঞেস করে বললাম, আমার মনের ভিতরে একটি জিনিস অনুভূত হচ্ছে। তিনি বললেন, সেটা কী? আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! বিষয়টি আমি মুখে উচ্চারণ করতে পারবো না। তিনি বললেন, কোনো সন্দেহের বিষয়? বলে সে হেসে দিল। এরপর বলল, এ বিষয়টি থেকে কেউ মুক্তি পায়নি। ফলে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন,

فَاِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ، لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ○

অর্থ : আমি তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে যদি তুমি সন্দিগ্ধ হও তবে তোমার পূর্বের কিতাব যারা পাঠ করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো; তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার নিকট সত্য অবশ্যই এসেছে। তুমি কখনো সন্দিগ্ধচিত্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (সূরা ইউনুস; আয়াত ৯৪)।

এরপর তিনি আমাকে বললেন, যখন তোমার মনে সন্দেহ সংশয় উপলব্ধি করবে তখন বলবে,

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

অর্থ : তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি প্রকাশ্য, তিনি গুপ্ত এবং তিনি সকল বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৫১১২)।

৬. নামায অথবা কিরাআত পাঠে কুমন্ত্রণা এলে করণীয় :

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ পাঠ করে বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করবে।

হাদীস : আবুল আলা রাযি. থেকে বর্ণিত, উসমান ইবনে আবুল আস রাযি. একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, আল্লাহর রাসূল! শয়তান আমার নামায ও আমার তিলাওয়াত এবং আমার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। নামায এবং কিরাআতের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওটা হলো খিনযাব নামক শয়তান। যখন এমনটি অনুভব করবে তখন তা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। এবং বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করবে। বর্ণনাকারী বলেন, ফলে আমি এমনটি করলাম। এতে আল্লাহ আমার থেকে কুমন্ত্রণা দূরীভূত করে দেন। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৫৮৬৮)

৭. কোনো গুনাহ হয়ে গেলে করণীয় :

এক. সুন্দরভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে।

দুই. দাঁড়িয়ে দু রাকাআত নামায আদায় করবে।

তিন. আল্লাহর নিকট নিজের কৃত গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

হাদীস : আসমা ইবনুল হাকাম ফাযারী রাযি. বলেন, আমি আলী রাযি. কে বলতে শুনেছি, আমি এমন একজন মানুষ যখন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো হাদীস শুনতাম আল্লাহ তা'আলা তা দ্বারা আমাকে যে পরিমান উপকার করতে চাইতেন করতেন। যখন কোনো সাহাবী আমার নিকট হাদীস বলতো তখন আমি হাদীসের সত্যতার ব্যাপারে তার থেকে শপথ নিতাম। যখন সে শপথ করে হাদীসের সত্যতা প্রমাণ করতো তখন আমি তাকে সত্য মনে করতাম। আবূ বকর আমার নিকট হাদীস বলেছে, –আবূ বকর সত্য বলেছে– আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো গুনাহ করে (অনুতপ্ত হয়ে) সুন্দরভাবে পবিত্রতা অর্জন করে এরপর দু রাকাআত নামায আদায় করে এরপর আল্লাহর নিকট নিজের কৃত গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন। এরপর আয়াত পাঠ করলেন,

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ.

আল্লাহ মুত্তাকীদের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা নিজেদের উপর অবিচার করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। (সূরা আলে ইমরান; আয়াত ১৩৫, সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ১৫২৩)।

সালাম-মুসাফাহা

১. কোনো মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ হলে বলবে :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ.

অর্থ : আপনার উপর শান্তি ও আল্লাহ পাকের রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

হাদীস : ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, আসসালামু আলাইকুম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দশ। এরপর অন্য জন এসে বলল, আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বিশ। এরপর অন্য একজন এসে বললো, আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ত্রিশ (পুণ্য)। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২৬৯৪)।

২. সালামের উত্তরে বলবে :

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ.

অর্থ : এবং আপনার উপরও শান্তি ও আল্লাহ পাকের রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

হাদীস : আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক মজলিসে বসেছিলাম। ইত্যবসরে জনৈক ব্যক্তি এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামসহ উপস্থিত লোকজনকে সালাম করলো আসসালামু আলাইকুম। উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওয়া আলাইকুমুস সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। (সহীহ ইবনে হিব্বান; হাদীস ৮৪৫)।

৩. মুসাফাহা করার সময় আল্লাহর প্রশংসা করে পরস্পরের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে (যথা এভাবে) :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ.

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এবং আপনাদেরকে ক্ষমা করুন।

হাদীস : বারা ইবনে আযেব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দুজন মুসলিমের মাঝে সাক্ষাৎ হলে মুসাফাহা করবে, আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করবে এবং পরস্পরের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এতে তাদের উভয়কেই ক্ষমা করে দেয়া হবে। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৫২১১)।

ঝড়-বৃষ্টি

১. প্রচণ্ড ঝড়-বাতাস বইতে শুরু করলে পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَآ اُرْسِلَتْ بِهٖ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَآ اُرْسِلَتْ بِهٖ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এই বাতাসের কল্যাণ ও এর মধ্যে যা কিছু আছে তার কল্যাণ এবং বাতাসের সাথে যা কিছু প্রেরিত হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর আপনার কাছে এর অনিষ্ট থেকে ও এর মধ্যে যা কিছু আছে তার অনিষ্ট থেকে এবং বাতাসের সাথে যা কিছু প্রেরিত হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হাদীস : আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হতো তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮৯৯)।

২. আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখলে পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَآ اُرْسِلَ بِهٖ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট ঐ সকল অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা এ মেঘ বহন করে এনেছে।

হাদীস : আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দিগন্ত হতে মেঘমালা ভেসে আসতে দেখতেন তখন যে কাজেই রত থকতেন তা পরিত্যাগ করতেন। এমনকি নামাযে থাকলেও। এরপর (মেঘমালার দিকে) মুখ করে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। এরপর বৃষ্টি হলে দুই

তিনবার বলতেন, اَللّٰهُمَّ سَيِّبًا نَّافِعًا (হে আল্লাহ! এ বৃষ্টিকে মুষলধার এবং উপকারী করে দিন)। আর যদি আল্লাহ তা'আলা মেঘমালাকে সরিয়ে নিতেন এবং বৃষ্টি না হতো তাহলে এর জন্য আল্লাহর প্রশংসা করতেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ৩৮৭৯, সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮৯৯)।

৩. বৃষ্টি হওয়ার সময় পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ سَيِّبًا نَّافِعًا.

অর্থ : হে আল্লাহ! (এ বৃষ্টিকে) মুষলধার এবং উপকারী বানিয়ে দিন।

হাদীস : পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।

৪. বিদ্যুৎ চমকালে কিংবা বজ্রপাত হলে পাঠ করবে :

এক.

سُبْحٰنَ الَّذِىْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ.

অর্থ : পবিত্র মহান ঐ সত্তা যার ভয়ে তাঁর স্বপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করে বজ্রধ্বনি এবং ফেরেশতাসকল।

হাদীস : আমের ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. যখন বজ্রধ্বনি শুনতে পেতেন তখন কথা বলা বন্ধ করে দিতেন এবং উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (মুআত্তা মালেক; হাদীস ৩৬৪১)।

দুই.

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! দয়া করে আপনি আমাদেরকে আপনার ক্রোধের মাধ্যমে মৃত্যু দিবেন না এবং আপনার আযাব দ্বারা ধ্বংস করবেন না। বরং এর পূর্বেই আমাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করুন।

হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বজ্রধ্বনি শুনতে পেতেন তখন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ৫৭৬৩, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩৪৫০)।

৫. বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য পাঠ করবে :

এক.

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا مَّرِيْئًا مَّرِيْعًا نَّافِعًا غَيْرَ ضَآرٍّ عَاجِلًا غَيْرَ اٰجِلٍ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সিঞ্চিত করুন এমন বৃষ্টি দ্বারা যা উপকারী, তৃপ্তিদায়ক, উৎপাদক, হিতকর; অকল্যাণকর নয় এবং তাৎক্ষণিক; বিলম্বিত নয়।

হাদীস : জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা কয়েকজন নারী সাহাবী বৃষ্টি না হওয়ায় ক্রন্দনরত অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত দু'আটি পড়লেন। ফলে তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ১১৭১)।

দুই.

اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَآئِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার বান্দাদেরকে এবং আপনার সৃষ্ট চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে পানি দ্বারা সিক্ত করুন। আপনার অনুগ্রহকে বিস্তৃত করুন। আপনার মৃত জনপদকে সঞ্জীবিত করুন।

হাদীস : শুআইব রাযি. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বৃষ্টি কামনা করতেন তখন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ১১৭৬)।

৬. বৃষ্টি হওয়ার পর পাঠ করবে :

مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهٖ.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহে বৃষ্টিতে আমরা সিক্ত হয়েছি।

হাদীস : যায়েদ ইবনে খালিদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা রাতে বৃষ্টিপাত হওয়ার পর হুদাইবিয়াতে আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। নামায শেষে মুসল্লীদের দিকে মনোযোগী হয়ে বললেন, তোমরা কি জানো তোমাদের রব কী বলেছেন? তারা বলল, আল্লাহ এবং তার রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন, আমার কিছু বান্দা আমার উপর বিশ্বাস করে ভোর করেছে। আর কিছু বান্দা আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন না করে ভোর করেছে। যারা বলেছে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি তারা আমার উপর ঈমান আনয়ন করেছে এবং নক্ষত্রকে অস্বীকার করেছে। আর যে ব্যক্তি বলেছে ওমুক ওমুক তারকার কারণে আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি তারা আমাকে অস্বীকার করেছে এবং তারকাকে বিশ্বাস করেছে। (সহীহ বুখারী; হাদীস ১০৩৮)।

৭. অতিবৃষ্টি হলে পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে বৃষ্টি বর্ষণ করুন; আমাদের উপর নয়। হে আল্লাহ! উচ্চভূমি, পাহাড়-টিলা, উপত্যকা এবং বৃক্ষভূমিতে বৃষ্টি বর্ষণ করুন।

হাদীস : আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি জুমু'আর দিনে মসজিদে প্রবেশ করে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন খুতবা দিচ্ছিলেন। এ ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে দাঁড়িয়ে বলল, আল্লাহর রাসূল! অনাবৃষ্টিতে সব সম্পদ নষ্ট হয়ে গেছে। পথ-ঘাট বন্ধ হয়ে গেছে। আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন। যাতে আল্লাহ আমাদেরকে (বৃষ্টির মাধ্যমে) সাহায্য করে। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই হাত উঠালেন এবং বললেন, اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا (হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন)। আনাস রাযি. বলেন, আল্লাহর শপথ! তখন আকাশে আমরা কোনো ধরনের মেঘ দেখিনি।

আমাদের মাঝে এবং সালা' পর্বতের মাঝে ঘর-বাড়ির কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না। হঠাৎ সালা' পর্বতের পেছন থেকে ঢালের মত এক খণ্ড মেঘ উদ্ভাসিত হলো। যখন আকাশের মধ্যভাগে চলে এলো তখন তা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। এরপর তা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হল। আল্লাহর শপথ, ছয় দিন যাবত আমরা সূর্যের মুখ দেখিনি। দ্বিতীয় জুমু'আয় এক ব্যক্তি এসে মসজিদে প্রবেশ করলো। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন। এ ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বললো, আল্লাহর রাসূল! অতিবৃষ্টিতে সব সম্পদ নষ্ট হয়ে গেছে। পথ-ঘাট বন্ধ হয়ে গেছে। আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন। যাতে আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি হাত উঠিয়ে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করলেন। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৯৬৮)।

দাম্পত্য জীবন

১. নবদম্পতিকে উদ্দেশ্য করে পাঠ করবে :

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ.

অর্থ : আল্লাহ পাক তোমাকে বরকতপূর্ণ করুন এবং তোমার উপর বরকত অবতীর্ণ করুন এবং তোমাদের উভয়ের মাঝে মঙ্গলময় সম্পর্ক দান করুন।

> **হাদীস :** আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো নবদম্পতিকে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সন্তান লাভের দু'আ দিতেন তখন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করে দু'আ দিতেন। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ২১৩০, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ১০৯২)।

২. নববধুর সাথে প্রথম সাক্ষাতে তার কপালে হাত রেখে পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আমার এ নববধুর কল্যাণ এবং যে কল্যাণের উপর তাকে সৃষ্টি করেছেন, তা প্রার্থনা করছি। এবং তার অনিষ্ট এবং যে অনিষ্টের উপর তাকে সৃষ্টি করেছেন তা থেকে আশ্রয় কামনা করছি।

> **হাদীস :** আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো মেয়েকে বিবাহ করবে তখন তার কপালে হাত রেখে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করবে। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ২১৬০, সুনানে নাসায়ী কুবরা; হাদীস ১০০৯৩)।

৩. সহবাসের পূর্বে পাঠ করবে :

بِاسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.

অর্থ : আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে শয়তান হতে রক্ষা করুন এবং আপনি আমাদেরকে যে সন্তান দান করবেন তাকে শয়তান হতে রক্ষা করুন।

হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমদের কেউ স্ত্রীসহবাসে ব্রতী হয় সে যেন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করে। এ সহবাসে যদি সন্তান লাভ হয় তাহলে সে সন্তানের কোনোরূপ ক্ষতি হবে না। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৫১৬৫, সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৪৩৪)।

৪. বীর্যপাতের সময় (মনে মনে) পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيْمَا رَزَقْتَنَا نَصِيْبًا.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে যে সন্তান দান করবেন তাতে শয়তানের কোন অংশ রাখবেন না।

হাদীস : আলকামা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, স্ত্রী মিলনে বীর্যপাত হলে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হাদীস ১৭৪৩৯)।

রোগ-ব্যাধি ও মৃত্যু

১. অসুস্থ ব্যক্তিকে ঝাড়-ফুঁক করার দু'আ :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اَذْهِبِ الْبَأْسَ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَآؤُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا.

অর্থ : মানবজাতির প্রতিপালক হে আল্লাহ! রোগকে দূর করে দাও; আরোগ্য দান করো। তুমিই আরোগ্যদাতা। তোমার আরোগ্য ছাড়া অন্য কেউ রোগ মুক্তি দিতে পারে না। এমন আরোগ্য দান করো যা সকল ব্যাধিকে দূরীভূত করে দেয়।

> **হাদীস :** আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যেতেন তখন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৬৭৫, সহীহ মুসলিম; হাদীস ২১৯১)।

২. রোগী দেখার দু'আ :

এক.

اَسْئَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ.

অর্থ : আমি মহান আরশের প্রতিপালক মহামহিম আল্লাহর নিকট প্রর্থনা করছি, তিনি আপনাকে সুস্থতা দান করুন।

> **হাদীস :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, যখন কেউ কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায় যার মৃত্যুর সময় আসেনি এবং তার পাশে উপরোক্ত দু'আটি সাতবার পাঠ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে অবশ্যই সুস্থতা দান করবেন। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৩১০৬, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২০৮৩)।

দুই.

لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَآءَ اللهُ.

অর্থ : ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেই। (আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন) আল্লাহ চাইলে, এ রোগ গুনাহ থেকে পবিত্রতার কারণ হবে।

হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগী দর্শনে গিয়ে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৩৬১৬)।

৩. কেউ অসুস্থ হলে পাঠ করবে :

بِاسْمِ اللهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُّؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيْكَ بِاسْمِ اللهِ اَرْقِيْكَ.

অর্থ : আমি আল্লাহ তা'আলার নামে আপনাকে কষ্টদায়ক প্রতিটি জিনিস থেকে, প্রতিটি ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে অথবা হিংসুকের কুদৃষ্টি থেকে সুরক্ষার দু'আ দিচ্ছি। আল্লাহ আপনাকে সুস্থতা দান করুন। আল্লাহর নামে আপনাকে সুরক্ষার দু'আ দিচ্ছি।

হাদীস : আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জিবরীল আ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনি অসুস্থ বোধ করছেন? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, অসুস্থ বোধ করছি। তখন জিবরীল আ. উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করলেন। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৫৮২৯)।

৪. রোগী দেখতে যাওয়ার ফযীলত :

হাদীস : আবূ মূসা আশআরী রাযি. একদা হাসান ইবনে আলী রাযি. কে পরিদর্শনে গেলেন। তখন আলী রাযি. তাকে বললেন, তুমি কি রোগী পরিদর্শনে এসেছো, না কি বিপদে আনন্দিত হতে এসেছো? তখন তিনি

বললেন, আমি রোগী পরিদর্শনে এসেছি। তখন আলী রাযি. বললেন, যদি তুমি রোগী পরিদর্শনে এসে থাকো তবে শুনো, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন কোনো ব্যক্তি তার অসুস্থ মুসলিম ভাইকে দেখতে যায় তখন সে সেখানে গিয়ে বসার পূর্ব পর্যন্ত জান্নাতের পথে অবস্থান করে। যখন সে সেখানে গিয়ে বসে তখন রহমত তাকে আবৃত করে নেয়। যদি সে সকালে দেখতে যায় তাহলে সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য দু'আ করতে থাকে। আর যদি সন্ধ্যা বেলা দেখতে যায় তাহলে সকাল পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা দু'আ করতে থাকে। (মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ৬১২)।

৫. বিপদে আক্রান্ত হলে কিংবা আপনজন মৃত্যুবরণ করলে পাঠ করবে :

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اْؤجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا.

অর্থ : আমরা আল্লাহর জন্যই এবং আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করব। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে প্রতিদান দিন এবং আমার চলে যাওয়া জিনিসের উত্তম বিকল্প দান করুন।

হাদীস : উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বিপদে আক্রান্ত হয়ে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করবে আল্লাহ তাকে তার বিপদে বিনিময় দান করবেন এবং উত্তম বিকল্প দান করবেন। উম্মে সালামা রাযি. বলেন, যখন আমার স্বামী আবূ সালামা মৃত্যু বরণ করেন তখন আমি এ দু'আটি পাঠ করেছি যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে আল্লাহ আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উত্তম বিকল্প হিসেবে দান করেছেন। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ২১৬৬)।

৬. মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির চক্ষু মুদিত হলে পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِفُلَانٍ وَّارْفَعْ دَرَجَتَهٗ فِيْ الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِيْ عَقِبِهٖ فِي الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهٗ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ افْسَحْ لَهٗ فِيْ قَبْرِهٖ وَنَوِّرْ لَهٗ فِيْهِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি অমুককে (নাম নিয়ে বলবে) ক্ষমা করে দিন। হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মাঝে তার মর্যাদাকে সমুন্নত করুন। অবশিষ্টদের মাঝে তার বিকল্প দান করুন। আমাদের সকলকে এবং তাকে ক্ষমা করে দিন। হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক! তার কবরকে প্রশস্ত করে দিন এবং কবর জগতকে তার জন্য জ্যোতির্ময় করে দিন।

হাদীস : উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু শয্যায় শায়িত আবূ সালামা রাযি. এর নিকট আসলেন। তখন তার চক্ষু বিস্ফারিত ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চক্ষুদ্বয়কে মুদিত করে দিলেন। তখন তার পরিবারের লোকজন চিৎকার করে উঠল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা নিজেদের উপর কল্যাণের দু‘আ করো। কারণ ফেরেশেতারা তোমাদের কথার উপর আমীন বলে। এরপর আবূ সালামাহ রাযি. এর নাম উল্লেখ করে উপরোক্ত দু‘আটি পাঠ করলেন। আবূ দাউদ রহ. বলেন, রূহ বের হওয়ার পরে চক্ষু মুদিত করবে। আমি মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে নুমান মুকরীকে বলতে শুনেছি, তিনি আবূ মাইসারা নামক জনৈক আবেদ ব্যক্তিকে বলতে শুনেছেন যে, আমি মৃত্যুর সময় জাফর মুআল্লিম এর চক্ষু মুদিত করে দিয়েছিলাম। তার মৃত্যুর রাতে আমি তাকে স্বপ্নে দেখলাম। সে বলছে মৃত্যুর পূর্বে তোমার আমার চক্ষু মুদিত করে দেয়াটা আমার জন্য বড় কষ্টের কারণ হয়েছে। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ১৩২০)।

৭. জ্বরের মাত্রা বেড়ে গেলে পাঠ করবে :

بِسْمِ اللهِ الْكَبِيْرِ اَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَّعَارٍ وَّمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ.

অর্থ : মহান আল্লাহর নামে আমি মহান আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রত্যেক উত্তেজিত ধমনীর অনিষ্ট হতে এবং আগুনের উত্তাপের অনিষ্ট হতে।

হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জ্বর এবং সব ধরনের ব্যথা থেকে পরিত্রাণ পেতে উপরোক্ত দু'আটি শিখিয়েছেন। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২০৭৫, সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ৩৫২৬)।

৮. শরীরে ব্যথা অনুভব হলে করণীয় :

ব্যথিত স্থানে হাত রাখবে এবং তিনবার بِسْمِ اللهِ বলবে এবং সাতবার নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করবে-

اَعُوْذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ক্ষমতার আশ্রয় গ্রহণ করছি অনুভূত ও অস্বস্তিদায়ক বেদনার অনিষ্ট থেকে।

হাদীস : উসমান বিন আবুল আস সাকাফী রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমার দেহে ব্যথা অনুভব করছি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উপরোক্ত করণীয় বলে দেন। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৫৮৬৭)।

৯. কুদৃষ্টির আশঙ্কা হলে করণীয় :

হাদীস : আবূ উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা সাহল বিন হুনাইফ রাযি. একদা কলকল

রবে বয়ে চলা এক জলাধারে গোসল করতে গেলেন। এরপর নিজের পরিধেয় জুব্বা খুললেন। এদিকে আমের ইবনে রবীআ রাযি. এ দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। সাহল রাযি. একজন শুভ্র উজ্জ্বল দেহের অধিকারী ও সুন্দর তকের ধারক ছিলেন। আমের রাযি. তাকে বললেন, আজকের মত আর কখনো দেখিনি। এমন নিখুঁত তকও আর দেখিনি। একথা বলার সাথে সাথেই সাহল রাযি. সেখানে জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়ে গেলেন। তীব্র জ্বর এসে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দেয়া হলো, সাহল রাযি. জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। আল্লাহর রাসূল! সে আপনার নিকট আসতে সক্ষম নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ শুনে তার নিকট আসলেন। সাহল রাযি. আমের রাযি. এর কারণে যা ঘটেছে তার বিবরণ দিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কেন তোমাদের ভাইকে হত্যা করো? তুমি কেন বরকতের দু'আ করলে না? জেনে রেখো, চোখ লাগা সত্য। (আমের!) তুমি সাহলের উদ্দেশে উযূ করো। আমের রাযি. উযূ সম্পন্ন করলে তাঁর উযূর পানি তার দেহে ঢেলে দেয়া হয়। ফলে সাহল রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে চলা শুরু করেন, যেন তার কোনই সমস্যা নেই। (মুআত্তা মালেক; হাদীস ৩৪৫৯)।

১০. কুদৃষ্টি থেকে নিরাপদ থাকার দু'আ :

أَعُوْذُ بِكَلِمٰتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ.

অর্থ : আমি সকল শয়তান, কীটপতঙ্গ ও কুদৃষ্টি হতে আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কালিমাসমূহের মাধ্যমে আশ্রয় কামনা করছি। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৩৩৭১)।

১১. শাহাদাত লাভের উদ্দেশ্যে পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِىْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِىْ فِىْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে আপনার পথে শাহাদাতের মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতি ওয়াসাল্লাম এর শহরে মৃত্যু দান করুন।

হাদীস : ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস ১৮৯০)।

১২. মুমূর্ষু ব্যক্তির পাশের লোকেরা পাঠ করবে :

মুমূর্ষু ব্যক্তির পাশের লোকেরা নিম্নোক্ত কালিমাটি বার বার পাঠ করবে; যাতে সেও পড়ে নেয়-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ (مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ).

অর্থ : একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রাসূল)।

হাদীস ১ : আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তিকে উপরোক্ত কালিমাটি বার বার পড়ে শোনাও। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৯১৬, সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৩১১৯)।

হাদীস ২ : মুআয ইবনে জাবাল রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তির জীবনের সর্বশেষ বাক্য لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৩১১৮)।

১৩. ইন্তিকালের পূর্বে বার বার পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর রহম ও দয়া করুন এবং আমাকে রফীকে আ'লা (নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহগণ)-এর সাথে মিলিত করে দিন।

হাদীস : আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মৃত্যুর পূর্বে আমার শরীরে ভর করে শুয়ে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতে শুনেছি। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৪৪৪০, সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৪৪৪, সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৩১২১)।

১৪. রূহ বের হচ্ছে অনুভব হলে পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি মৃত্যুর কষ্ট ও মৃত্যুর যন্ত্রণায় আমাকে সাহায্য করুন।

হাদীস : আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মৃত্যুশয্যায় শায়িত দেখেছি। তখন তাঁর নিকট একটি পানির পাত্র ছিল। তিনি পাত্রে হাত প্রবেশ করিয়ে পানি দ্বারা চেহারায় হাত বুলাচ্ছিলেন। এরপর উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করেন। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৯৭৯)।

১৫. আপনজন মৃত্যুবরণ করলে এ দু'আ দ্বারা সান্ত্বনা দিবে :

اِنَّ لِلّٰهِ مَآ اَخَذَ وَلَهٗ مَآ اَعْطٰى وَكُلٌّ عِنْدَهٗ بِاَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ.

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ যা নিয়ে নিয়েছেন তা তাঁরই এবং যা প্রদান করেছেন তাও তাঁর। আর আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রত্যেকের মৃত্যুকাল নির্ধারিত রয়েছে। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ করো এবং সওয়াবের আশা করো।

হাদীস : উসামা বিন যায়দ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। ইত্যবসরে তাঁর এক কন্যার সংবাদবাহক এসে বললো, আপনার দৌহিত্র মৃত্যুশয্যায় শায়িত; চলুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে গিয়ে উপরোক্ত বাক্যগুলো শুনিয়ে দাও। সংবাদবাহক ফিরে গেলে তাকে নবী কন্যা আবারো পাঠালেন যে বলো, আপনার মেয়ে শপথ দিয়ে আপনাকে যেতে বলেছেন। এবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। সাথে সা'দ বিন উবাদাহ এবং মু'আয ইবনে জাবাল রাযি.ও যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। সেখানে গেলে নবী দৌহিত্রকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে দেয়া হলো। তখন তাঁর শ্বাস বের হওয়ার উপক্রম। পুরাতন মশকের মত আওয়াজ করছিল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। সা'দ বিন উবাদা রাযি. বললেন, আল্লাহর রাসূল! এ কি? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা মমতার নিদর্শন, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগ্রহশীল বান্দাদের উপর অনুগ্রহ করেন। (সহীহ বুখারী; হাদীস ১২৮৪)।

১৬. কবরস্থানে গিয়ে সালাম করবে :

এক.

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَآ اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ.

অর্থ : হে কবরবাসীগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তোমরা আমাদের পূর্বে গমন করেছ, আমরাও তোমাদের অনুগামী হবো।

হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা মদীনার কিছু কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন চেহারাকে কবরের দিকে ফিরিয়ে উপরোক্ত সালাম পেশ করেন। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ১০৫৪)।

দুই.

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَآءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ اَسْئَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

অর্থ : তোমাদের সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক হে মুমিন ও মুসলিম কবরের অধিবাসীবৃন্দ! আর আল্লাহ চাহে তো আমরাও তোমাদের সাথে যুক্ত হবো। আমাদের মধ্য হতে যারা অগ্রগামী হয়েছেন এবং যারা পশ্চাতগামী হবেন আল্লাহ সকলের উপর অনুগ্রহ করুন। আমরা আমাদের এবং তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর কাছে প্রশান্তি প্রার্থনা করছি।

হাদীস : বুরাইদা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে দু'আ শিক্ষা দিতেন যখন তারা কবরস্থানে যেত। তাদের মধ্যে পাঠকারী তখন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৩০২, সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ১৫৪৭)।

১৭. মৃত ব্যক্তিকে কবরে ডান কাতে রাখার সময় পাঠ করবে :

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার নামে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মিল্লাতের (সুন্নাতের) উপর (আমরা একে দাফন করছি)।

হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমরা মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখবে তখন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করবে। (মুসতাদরাকে হাকেম ১/৩৬৫, মুসনাদে আহমাদ ২/২৭, সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ১০৪৬)।

১৮. জানাযা নামাযে মৃত ব্যক্তির জন্য পাঠ করবে :

এক.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَآئِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثٰنَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَآ اَجْرَهٗ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهٗ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট, বড়, পুরুষ, মহিলা সকলকে আপনি ক্ষমা করে দিন। আমাদের মধ্য হতে যাকে আপনি জীবিত রাখেন তাকে ইসলামের উপর অটল অবিচল রাখুন এবং আমাদের মধ্য হতে যাকে মৃত্যু দান করেন তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ! তার প্রতিদান থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না এবং তার পরে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করবেন না।

হাদীস : আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানাযা নামায পড়তেন তখন সে নামাযে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ১৪৯৮)।

দুই.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ وَعَافِهٖ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهٗ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهٗ وَاغْسِلْهُ بِالْمَآءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهٖ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ

الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهٖ وَاَهْلًا خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهٖ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। তার উপর অনুগ্রহ করুন। তাকে প্রশান্তি দিন। তাকে মার্জনা করে দিন। তাকে সম্মানজনক অভ্যর্থনা দিন। তার কবরকে প্রশস্ত করে দিন। তাকে পানি এবং তুষারশীতল পানি দ্বারা অবগাহন করিয়ে দিন। তাকে পাপের কালিমা থেকে পবিত্র করে দিন। যেরূপ শুভ্র কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করে দেন। তার গৃহ থেকে আরও সুন্দর গৃহ, তার পরিবার থেকে আরও উত্তম পরিবার, তার জীবনসঙ্গী থেকে আরও সুন্দর জীবনসঙ্গী তাকে দান করুন। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। তাকে কবর এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি দান করুন।

হাদীস : আউফ ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি জানাযার নামায পড়ালেন। সে নামাযে পঠিত দু'আ থেকে এই শব্দগুলো আমি মুখস্থ করেছি। আর তা হলো উপরোক্ত দু'আটি। আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, আমি যদি সেই মৃত ব্যক্তি হতাম। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৯৬৩)।

তিন.

اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلَانَ بْنِ فُلَانٍ فِيْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهٖ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَاَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ فَاغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় অমুকের ছেলে অমুক আপনার দায়িত্বে রয়েছে এবং আপনার আশ্রয়ের রজ্জুতে আবদ্ধ আছে। অতএব আপনি তাকে কবর ও জাহান্নামের কঠিন পরীক্ষা থেকে রক্ষা

করুন। আপনি প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী এবং অধিকার আদায়কারী। আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন এবং তার উপর অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল এবং দয়ালু।

হাদীস : ওয়াসিলা ইবনে আসকা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক মুসলিমের জানাযার নামায পড়ালেন। তখন আমি নামাযে উপরোক্ত দু'আটি পড়তে শুনেছি। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ১৪৯৯)।

চার.

اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ اَمَتِكَ احْتَاجَ اِلٰى رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهٖ اِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِيْٓ اِحْسَانِهٖ وَاِنْ كَانَ مُسِيْٓئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার বান্দা এবং আপনার বান্দীর ছেলে আপনার দয়ার মুখাপেক্ষী। আপনি তাকে শাস্তি না দিলে আপনার কোন সমস্যা হবে না। যদি সে পুণ্যকর্ম করে থাকে তাহলে তার পুণ্য আরও বৃদ্ধি করে দিন। আর যদি সে গুনাহ করে থাকে তবে তাকে ক্ষমা করে দিন।

হাদীস : ইয়াযীদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে রুকানা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানাযা নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (মুস্তাদরাকে হাকেম; হাদীস ১৩২৮)।

১৯. নাবালক শিশুর জানাযা নামাযে পাঠ করবে :

এক.

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّسَلَفًا وَّاَجْرًا.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি তাকে অগ্রগামী, পূর্বগামী এবং প্রতিদান স্বরূপ বানিয়ে দেন।

হাদীস : হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ হুরাইরা রাযি. নিষ্পাপ নাবালক

শিশুর উপর জানাযার নামায পড়তেন এবং সে নামাযে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সুনানে কুবরা লিল-বাইহাকী; হাদীস ৭০৪২, সহীহ বুখারী; হাদীস ১৩৩৫)।

দুই.

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّذُخْرًا وَّشَفِّعْهُ فِيْنَا.

অর্থ : হে আল্লাহ! তাকে আমাদের অগ্রগামী পরকালীন পুঁজি বানিয়ে দিন। আর আমাদের ব্যাপারে তার সুপারিশ কবুল করুন।

ইমাম কাসানী রহ. বলেন, এমনটি ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে বর্ণিত। আর এটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও বর্ণিত। (বাদায়িউস সানায়ে ১/৩১৩)।

ফুকাহায়ে কেরাম (আল-হিদায়া ১/৯০) দু'আটি নিম্নের শব্দেও উল্লেখ করেছেন -

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا.

২০. মরদেহ দাফন করার পর পাঠ করবে :

দাফনের পর মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং অবিচলতার দু'আ করবে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শব্দে দু'আ করা যায়-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন এবং তাকে অটল অবিচল রাখুন।

হাদীস : উসমান ইবনে আফফান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃতের দাফন কার্য থেকে অবসর হতেন তখন কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলতেন, তোমাদের ভাইদের জন্য ক্ষমার দু'আ করো এবং তার জন্য সুস্থির ও দৃঢ় থাকার দু'আ করো। কারণ তাকে এখন জিজ্ঞেস করা হবে। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৩২২৩)।

বিবিধ

১. নতুন চাঁদ দেখলে পড়বে :

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি এ চন্দ্রকে ঈমান ও নিরাপত্তা এবং শান্তি ও ইসলামের সাথে উদিত করুন। (হে চাঁদ!) আমার ও তোমার প্রতিপালক এক আল্লাহ।

> **হাদীস :** তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নতুন চাঁদ দেখতেন তখন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩৪৬০, মুসতাদরাকে হাকেম; হাদীস ৭৭৬৭)।

২. শবে কদরে পড়ার দু'আ :

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ.

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি অতি ক্ষমাশীল, আপনি ক্ষমাকে পছন্দ করেন। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।

> **হাদীস :** আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কী অভিমত? আমি যদি কদর রজনী লাভ করি তাহলে কী দু'আ পড়বো? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতে বললেন। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩৫২২, সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ৩৮৫০)।

৩. নবজাতক ভূমিষ্ঠ হলে করণীয় :

ভূমিষ্ঠের পর নবজাতকের জন্য বরকতের দু'আ করবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আসমা রাযি. এর সন্তানের জন্য বরকতের দু'আ করেছেন। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৩৯০৯)।

এছাড়া অন্যান্য নবজাতকদের জন্যও দু'আ করেছেন। সুতরাং এভাবে তাকে অভিবাদন জানিয়ে পাঠ করা যায়-

جَعَلَهُ اللّٰهُ مُبٰرَكًا عَلَيْكَ وَعَلٰى اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা এই নবজাতককে তোমার জন্য এবং উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য বরকতময় করুক।

হাদীস : সারী ইবনে ইয়াহইয়া রহ. থেকে বর্ণিত, হাসান বসরী রহ. এর একজন শিষ্যের সন্তান জন্মগ্রহণ করলে জনৈক ব্যক্তি তাকে অভিবাদন করতে গিয়ে বললো لِيَهْنِكَ الْفَارِسُ (অশ্বারোহী সেনা তোমার সুখের উপলক্ষ হোক)। তখন হাসান বসরী রহ. বললেন, তুমি কি জানো সে অশ্বারোহী হবে? সে কাঠমিস্ত্রী কিংবা দর্জীও তো হতে পারে। তখন সে বললো, তাহলে এ ক্ষেত্রে কী বলে অভিবাদন করবো? তখন তিনি বললেন, উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করো।

অন্য একটি সূত্র মতে আইয়ূব সাখতিয়ানী রহ.ও কারো সদ্যভূমিষ্ঠ সন্তানের ব্যাপারে অভিবাদন করলে এ দু'আটি পাঠ করতেন। (কিতাবুদ দু'আ, তাবারানী ১/৩০০, উসূলুল আমানী বিউসূলিত তাহানী ১/৩)।

৪. রোযাদার ব্যক্তিকে কেউ বকা দিলে সে বলবে :

اِنِّيْ صَآئِمٌ اِنِّيْ صَآئِمٌ.

অর্থ : আমি রোযাদার, আমি রোযাদার।

হাদীস : আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, রোযাদার ব্যক্তির সাথে যদি কেউ বিবাদে লিপ্ত হতে আসে কিংবা তাকে গালি দেয় তাহলে সে যেন দুবার বলে اِنِّيْ صَآئِمٌ (আমি রোযাদার)। (সহীহ বুখারী; হাদীস ১৮৯৪)।

৫. রুকনে ইয়ামানী এবং হাজরে আসওয়াদ এর মাঝে এসে পাঠ করবে :

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! ইহকালে আমাদের কল্যাণ দান করো এবং পরকালেও আমাদের কল্যাণ দান করো এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি দাও।

হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে সায়িব রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রুকনে ইয়ামানী এবং হাজরে আসওয়াদের মাঝে এ দু'আটি পাঠ করতে শুনেছেন। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ১৮৯৪)।

৬. সাফা মারওয়া পর্বতে আরোহণ করে পাঠ করবে :

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ اَنْجَزَ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ.

অর্থ : একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি অঙ্গীকার পূরণ করেছেন এবং তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন। আর তিনি একাই বিরাট বাহিনীকে পরাস্ত করেছেন।

হাদীস : জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ্জের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পর্বতের নিকটবর্তী হলেন তখন পাঠ করলেন,

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ اَبْدَاُ بِمَا بَدَاَ اللّٰهُ بِهٖ.

(অর্থ : নিশ্চয় সাফা মারওয়া আল্লাহ তা'আলার অন্যতম দুটি নিদর্শন। আল্লাহ যেভাবে শুরু করেছেন তুমি সেভাবে শুরু করো)। ফলে তিনি সাফা পর্বতের

মাধ্যমেই সা'য়ী শুরু করলেন। সাফা পর্বতে আরোহণ করে যখন বাইতুল্লাহকে প্রত্যক্ষ করলেন তখন কেবলামুখী হয়ে আল্লাহর একত্ববাদ ও মহত্ব ঘোষণা করে উপরোক্ত কালিমাটি পাঠ করলেন। এর মাঝে তিনি দু'আ করলেন এবং এ যিকিরটি তিনবার পাঠ করলেন। এরপর তিনি মারওয়া পর্বতে আরোহণ করে সাফা পর্বতের কার্যক্রমগুলো সম্পন্ন করলেন। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৩০০৯)।

৭. আরাফা প্রান্তরে গিয়ে পাঠ করবে :

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

অর্থ : একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সব কিছুর ওপর। ক্ষমতাবান।

হাদীস : শুআইব রাযি. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আরাফা দিনের দু'আ হলো সর্বোত্তম দু'আ। এবং আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণ যেসব কথা বলেছেন তন্মধ্য হতে শ্রেষ্ঠ কথা হলো উপরোক্ত কালিমাটি। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩৫৮৫)।

৮. হাঁচি দিলে পাঠ করবে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ.

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্যই।

৯. হাঁচির জবাবে বলবে :

يَرْحَمُكَ اللّٰهُ.

অর্থ : আল্লাহ তোমার উপর অনুগ্রহ করুন।

১০. প্রতিউত্তরে হাঁচিদাতা বলবে :

يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

অর্থ : আল্লাহ তোমাকে সঠিক দিকনির্দেশনা দান করুন এবং তোমার সকল অবস্থাকে পরিশুদ্ধ করে দিন।

> **হাদীস :** আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় তখন সে যেন বলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ। আর তার ভাই অথবা তার সঙ্গী তার হাঁচির জবাবে বলবে يَرْحَمُكَ اللهُ। যখন সে يَرْحَمُكَ اللهُ বলবে তখন হাঁচিদাতা বলবে يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৬২২৪)।

১১. কোনো অমুসলিম হাঁচি দিলে বলবে :

يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

অর্থ : আল্লাহ তোমাকে সঠিক পথের দিশা দান করুন এবং তোমার সকল অবস্থাকে পরিশুদ্ধ করে দিন।

> **হাদীস :** আবূ বুরদা রাযি. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, ইয়াহুদীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাঁচি দিত। যাতে তিনি তাদের হাঁচির জবাবে বলেন يَرْحَمُكُمُ اللهُ। তখন তিনি জবাবে বলতেন يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৫০৪০)।

১২. কুরআন তিলাওয়াত শেষে পাঠ করবে :

سُبْحٰنَكَ وَبِحَمْدِكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ.

অর্থ : আপনার মহিমা ঘোষণা করছি এবং আপনার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। আপনি ব্যতিরেকে কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এবং আপনার নিকট প্রত্যাবর্তন করছি।

হাদীস : আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোনো বৈঠক শেষ করতেন, কুরআন তিলাওয়াত শেষ করতেন এবং নামায শেষ করতেন তখন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে দেখি, বৈঠক, কুরআন তেলাওয়াত এবং নামায শেষে এ শব্দগুলো নিয়মিত পাঠ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যা, যে ব্যক্তি এসব ক্ষেত্রে ভালো কথা বলল তার সে ভালো কথার উপর এ শব্দগুলোর মাধ্যমে সিল মেরে দেয়া হলো। আর যে ব্যক্তি মন্দ কথা বলল এ শব্দগুলো তার প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেল। (আমালুল ইয়াউমি ওয়াল-লাইলাহ; ইবনুস সুন্নী ১/২৭৩)।

১৩. যে ব্যক্তি আপনাকে غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ (আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিক) বলবে তাকে বলবে :

وَلَكَ.

অর্থ : আল্লাহ আপনাকেও ক্ষমা করুন।

হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে সারজিস রাযি. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম এবং তার সাথে আহার গ্রহণ করলাম। তখন বললাম, আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এবং তোমাকে। (মুসনাদে আহমদ; হাদীস ২০৭৯৭)।

১৪. যে ব্যক্তি اِنِّیْ اُحِبُّكَ فِی اللّٰهِ (আমি আল্লাহর জন্য আপনাকে ভালোবাসি) বলবে তাকে বলবে :

اَحَبَّكَ الَّذِیْٓ اَحْبَبْتَنِیْ لَهٗ.

অর্থ : পবিত্র ঐ সত্তা তোমাকে ভালোবাসুন যার জন্য তুমি আমাকে ভালোবাসো।

হাদীস : আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিল। তার পাশ দিয়ে এক ব্যক্তি অতিক্রম করলো। তখন সে ব্যক্তি বলল, আল্লাহর রাসূল! আমি এ ব্যক্তিকে ভালোবাসি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি তাকে জানিয়েছো? সে বলল, না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ব্যাপারটি তাকে জানিয়ে দাও। ফলে সে ঐ ব্যক্তির নিকট গিয়ে বলল, আমি তোমাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি। উত্তরে সে বলল, ওই সত্তা তোমাকে ভালোবাসুক যার জন্য তুমি আমাকে ভালোবাসলে। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৫১২৬)।

১৫. মোরগের ডাক শুনলে পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার অনুগ্রহ কামনা করছি।

হাদীস : আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে তখন আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে। কারণ সে ফেরেশতা দেখেছে। আর যখন গর্দভের ডাক শুনবে তখন শয়তানের ক্ষতি থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কারণ সে শয়তান দেখেছে। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৩৩০৩)।

১৬. গাধার ডাক শুনলে বা রাতের বেলা কুকুরের ডাক শুনলে পাঠ করবে :

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

অর্থ : আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি।

হাদীস : জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমরা রাতের বেলা কুকুর এবং গর্দভের ডাক শুনবে তখন শয়তানের ক্ষতি থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কারণ ওরা এমন কিছু দেখে যা তোমরা দেখো না। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৫১০৫)।

১৭. কাউকে বকা দিয়ে ফেললে পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ فَاَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهٗ فَاجْعَلْ ذٰلِكَ لَهٗ قُرْبَةً اِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! যে মুমিনকে আমি বকা দিয়েছি কিয়ামতের দিন এ বকাকে তার জন্য আপনার নৈকট্যের মাধ্যম বানিয়ে দিন।

হাদীস : আবূ হুরাইরা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপরোক্ত দু'আটি বলতে শুনেছেন। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৬৩৬১)।

১৮. কাউকে প্রশংসা করার ক্ষেত্রে বলবে :

اَحْسِبُ فُلَانًا وَّاللّٰهُ حَسِيْبُهٗ وَلَآ اُزَكِّيْ عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا اَحْسِبُهٗ.

অর্থ : আমি অমুক সম্বন্ধে এরূপ ধারণা রাখি। আল্লাহই তার সম্বন্ধে সঠিক বিষয়টি জানেন। আমি যার সম্বন্ধে ধারণা রাখি আল্লাহর উপর তাকে পবিত্রতার সনদ প্রদান করি না।

হাদীস : আবূ বাকরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির প্রশংসা করলো। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকবার বললেন, তোমার জন্য বড়ই পরিতাপের বিষয়! তুমি তো তোমার সঙ্গীর গ্রীবা কেটে ফেললে। যদি তোমাদের কারো তার কোনো সঙ্গীর প্রশংসা করতেই হয় তাহলে সে যেন বলে, (যদি তার সম্পর্কে ভালো কিছু জেনে থাকে) আমি অমুক ব্যক্তি সম্বন্ধে ধারণা করি। আল্লাহ

তা‘আলাই তার ব্যাপারে ভালো জানেন। আমি আমার ধারণা মতে আল্লাহর উপর কাউকে পরিশুদ্ধ সাব্যস্ত করি না। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৭৬৯৩)।

১৯. কেউ প্রশংসা করলে বলবে :

اَللّٰهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَاغْفِرْ لِيْ مَا لَا يَعْلَمُوْنَ وَاجْعَلْنِيْ خَيْرًا مِّمَّا يَظُنُّوْنَ.

অর্থ : তারা আমার সম্বন্ধে যা বলে সে বিষয়ে আমাকে অভিযুক্ত করবেন না। আমার যেসব সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতার কথা তারা জানে না সেগুলোকে আপনি ক্ষমা করে দিন। তারা আমার সম্বন্ধে যা ধারণা রাখে আমাকে তার চেয়ে উত্তম বানিয়ে দিন।

হাদীস : আদী ইবনে আরাতা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবীকে প্রশংসা করা হলে তিনি বলতেন, আল্লাহ! তারা আমার সম্পর্কে যা বলে সে বিষয়ে আমাকে অভিযুক্ত করবেন না। আমার ঐ সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিন যেসব অপরাধ সম্পর্কে তারা অবগত নয়। তারা যা ধারণা করে আমাকে তার চেয়ে উত্তম বানিয়ে দিন। (আল-আদাবুল মুফরাদ, ইমাম বুখারী; হাদীস ৭৬১, শুআবুল ঈমান, বাইহাকী; হাদীস ৪৮৭৬)।

২০. আনন্দঘন কোনো বিষয়ের সম্মুখীন হলে পাঠ করবে :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

অর্থ : আল্লাহ অতি মহান।

হাদীস : কোনো এক কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের উপর কিছুটা বিরাগভাজন হন। উমর রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে সালাম বিনিময় করে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে

দিয়েছেন? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। তখন উমর রাযি. আনন্দে বলে ওঠেন, আল্লাহু আকবার। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৮৯)।

২১. আনন্দ সংবাদ এলে করণীয় :

আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ে সেজদা করবে।

হাদীস : আবূ বাকরাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আনন্দঘন সংবাদ এলে সেজদায় লুটিয়ে পড়তেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ১৩৯৪)।

২২. বিস্ময়কর বিষয়ের সম্মুখীন হলে পাঠ করবে :

سُبْحٰنَ اللهِ.

অর্থ : আল্লাহ মহিমাময়।

হাদীস : আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, মদীনার কোনো এক পথে তার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ হলো। তখন আবূ হুরাইরা রাযি. অপবিত্র অবস্থায় ছিলেন। ফলে তিনি সন্তর্পণে সরে পড়েন এবং গোসল করতে চলে যান। এদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার খোঁজ করলেন। যখন আবূ হুরাইরা রাযি. গোসল কর্ম থেকে অবসর হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন। তখন তাকে বললেন, আবূ হুরাইরা! তুমি কোথায় ছিলে? আবূ হুরাইরা রাযি. বললেন, আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথে যখন আমার সাক্ষাৎ হয় তখন আমি অপবিত্র ছিলাম। সুতরাং আমি গোসল না করে আপনার নিকট বসাকে অপছন্দ মনে করেছিলাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুবহানাল্লাহ! মুমিন তো কখনো অপবিত্র হয় না। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮৫০)।

২৩. প্রত্যহ দিনে পাঠ করবে :

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

অর্থ : একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তাবৎ রাজত্ব তাঁর অধীন। যাবতীয় স্তুতি প্রশংসা তার জন্য। তিনি সকল প্রকার বস্তু-বিষয়ের উপর শক্তিমান।

> **হাদীস :** আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি দিনে উপরোক্ত দু'আটি একশত বার পাঠ করবে সে দশজন দাস মুক্তির পুণ্য লাভ করবে, তার নামে একশত পুণ্য লেখা হবে, তার একশত পাপ মোচন করা হবে, সে দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের অনিষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করবে এবং কেউ তার মত শ্রেষ্ঠ আমলকারী হতে পারবে না। তবে যে ব্যক্তি তার চেয়ে বেশি আমল করবে তার ব্যাপারটি ভিন্ন। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৩২৯৩)।

২৪. পিতা-মাতার জন্য দু'আ করার সময় পাঠ করবে :

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا.

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! তাদের (পিতা-মাতার) প্রতি আপনি দয়া করুন, যেরূপ তারা আমাকে ছোট অবস্থায় দয়ার সাথে লালন-পালন করেছেন। (সূরা বনী ইসরাঈল; আয়াত ২৪)।

২৫. স্ত্রী-পুত্র ও সন্তান-সন্ততির জন্য দু'আ করার সময় পাঠ করবে :

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا.

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন, যারা হবে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা। আর আমাদেরকে করুন মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ। (সূরা ফুরকান; আয়াত ৭৪)।

২৬. পিতা-মাতা ও সকল মুসলমানের জন্য দু'আ করার সময় পাঠ করবে :

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ.

অর্থ : হে আমাদের রব! আপনি আমাকে এবং আমার পিতামাতাকে এবং সকল মুমিনকে বিচারের দিন (কিয়ামতের দিন) ক্ষমা করে দিন। (সূরা ইবরাহীম; আয়াত ৪১)।

২৭. ইসমে আযম (আল্লাহ তা'আলার মহান নাম) এর মাধ্যমে দু'আ করবে :

এক.

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○ الٓمّٓ ○ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ○

অর্থ : তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু। আলিফ, লাম, মীম। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্ব সত্তার ধারক।

হাদীস ১ : আসমা বিনতে যায়েদ রাযি. সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, উপরোক্ত আয়াত (সূরা বাকারার ১৬৩ নম্বর আয়াত এবং সূরা আলে ইমরানের ১ ও ২ নম্বর আয়াত) তিনটিতে ইসমে আযম তথা আল্লাহ তা'আলার মহৎ নাম নিহিত রয়েছে। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩৪৭৮)।

হাদীস ২ : আবূ উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলার যে মহান নাম নিয়ে দু'আ করলে দু'আ কবুল হয় তা তিনটি সূরায় নিহিত রয়েছে। (১) সূরা বাকারা, (২) সূরা আলে ইমরান, (৩) সূরা ত্বহা। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ৩৮৪৬)।

দুই.

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ بِاَنِّيْٓ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

অর্থ : আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি একথা বলে যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহ, আপনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। আপনি এমন এক-অদ্বিতীয় ও অমুখাপেক্ষী সত্তা যিনি কউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং তার সমতুল্য কেউই নেই।

হাদীস : বুরাইদা আল-আসলামী রাযি. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, জনৈক ব্যক্তি এ দু'আটি পাঠ করে দু'আ করছে। তখন তিনি বললেন, ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ সমর্পিত, এ ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করেছে আল্লাহ তা'আলার সুমহান নামের মাধ্যমে। এ নামের মাধ্যমে যখন প্রার্থনা করা হয় তখন আল্লাহ তা'আলা সে প্রার্থনা কবুল করেন এবং এ নাম নিয়ে যখন আল্লাহ তা'আলার কাছে কোনো কিছু কামনা করা হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তা দান করেন। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩৪৭৫)।

২৮. সালাতুল ইস্তিখারার (কল্যাণ কামনার নামাযের) দু'আ :

দুই রাকাআত নামায শেষে নিম্নের দু'আটি পাঠ করবে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَآ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَآ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاقْدِرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِيْ بِهٖ.

অর্থ : আমি আপনার ইলমের মাধ্যমে আপনার নিকট কল্যাণ কামনা করছি, আপনার শক্তির মাধ্যমে আপনার নিকট সক্ষমতা কামনা করছি এবং আপনার নিকট আপনার মহান অনুগ্রহ কামনা করছি। কারণ আপনি ক্ষমতাবান আর আমি অক্ষম, আপনি সর্বজ্ঞানী আর আমি অজ্ঞ এবং আপনি সমস্ত অদৃশ্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাত। হে আল্লাহ! যদি আপনার জ্ঞান অনুযায়ী এ কাজটি আমার জন্য আমার দীন, জীবিকা এবং পরিণতির ক্ষেত্রে কল্যাণকর হয় তবে তা আমার জন্য নির্ধারণ করে দিন এবং একে আমার জন্য সহজ করে দিন। আর তাতে আমার জন্য বরকত দান করুন। আর যদি আপনার জ্ঞান অনুযায়ী এ কাজটি আমার জন্য আমার দীন, জীবিকা এবং পরিণতির ক্ষেত্রে কল্যাণকর না হয় তবে এ কাজটিকে আমার থেকে দূর করে দিন এবং আমাকেও এ কাজ থেকে দূরে রাখুন। আর যেখানে আমার জন্য কল্যাণ রয়েছে তা আমার জন্য নির্ধারণ করে দিন এবং তাতেই আমাকে সন্তুষ্ট করে দিন।

> **হাদীস :** জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ইস্তিখারা তথা কল্যাণকামনা শিক্ষা দিতেন, যেমন আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, তোমাদের কেউ যদি কোনো কাজ করতে ইচ্ছা করে তাহলে সে যেন দুই রাকাআত নফল নামায পড়ে। এরপর উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করবে এবং দু'আর মধ্যে নিজের নির্দিষ্ট প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৬৩৮২, সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ১৫৩৮)।

২৯. সালাতুল হাজতের (প্রয়োজন পূরণের নামাযের) দু'আ :

দুই রাকাআত নামায পড়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রয়োজন পেশ করার লক্ষ্যে নিম্নের দু'আটি পাঠ করবে-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحٰنَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَآئِمَ مَغْفِرَتِكَ

وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لَّا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ.

অর্থ : এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, যিনি অত্যন্ত সহনশীল, অনুগ্রহকারী। আল্লাহ পবিত্র, যিনি মহান আরশের রব। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। (হে আল্লাহ!) আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি আপনার রহমতের এমন উপায় উপকরণ যা আপনার রহমতকে আবশ্যক করে দিবে এবং এমন সব আমলের তাওফীক যা আপনার মাগফিরাতকে সুনিশ্চিত করে দিবে, আর গুনাহ হতে পবিত্রতা ও প্রত্যেক নেক কাজের সৌভাগ্য এবং নাফরমানী হতে নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমার কোন গুনাহ ক্ষমা না করে রেখে দিবেন না এবং কোন পেরেশানী দূর করা ব্যতীত রাখবেন না এবং আমার এমন কোন প্রয়োজন পূর্ণ করা ব্যতীত রাখবেন না যা আপনার সন্তুষ্টি অনুযায়ী হবে। হে সকল দয়া প্রদর্শনকারীদের চেয়ে বড় দয়া প্রদর্শনকারী, সকল করুণার আধার!

হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে আওফা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট অথবা কোনো মানুষের নিকট যদি কারো প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে সে যেন সুন্দরভাবে উযূ করে দুই রাকাআত নামায আদায় করে। এরপর আল্লাহর প্রশংসা করে রাসূলের উপর দুরূদ পাঠ করে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করে। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৪৭৮, মুসতাদরাকে হাকেম; হাদীস ১১৯৯)।

৩০. আয়না দেখার দু'আ :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَللّٰهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ.

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহর, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যেরূপ সুন্দর চেহারা দান করেছেন তদ্রূপ আমার স্বভাব-চরিত্রকেও সুন্দর করে দিন।

হাদীস : আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আয়নায় নিজের চেহারা দেখতেন তখন উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (আমালুল ইয়াউমি ওয়াল-লাইলাহ; ইবনুস সুন্নী; হাদীস ১৬২, সহীহ ইবনে হিব্বান; হাদীস ৯৫৯)।

৩১. মজলিস থেকে উঠে পাঠ করবে :

سُبۡحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمۡدِكَ اَشۡهَدُ اَنۡ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنۡتَ اَسۡتَغۡفِرُكَ وَاَتُوۡبُ اِلَيۡكَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আপনার প্রশংসা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং আপনার নিকটই প্রত্যাবর্তন করছি।

হাদীস : হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মজলিসে বসে এবং মজলিস শেষে উপরোক্ত দু'আটি পড়ে, তার ঐ মজলিসের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩৪৩৩)।

৩২. হাট-বাজার ও মার্কেটে প্রবেশ করে পাঠ করবে :

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحۡدَهٗ لَا شَرِيۡكَ لَهٗ لَهُ الۡمُلۡكُ وَلَهُ الۡحَمۡدُ يُحۡيِيۡ وَيُمِيۡتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوۡتُ بِيَدِهِ الۡخَيۡرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيۡءٍ قَدِيۡرٌ.

অর্থ : একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁরই। সকল প্রশংসা তাঁর। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর তিনি চিরঞ্জীব। তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করেন না। তাঁরই হাতে সকল কল্যাণের চাবিকাঠি। তিনি সর্বশক্তিমান।

হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য দশ লক্ষ পুণ্য লিপিবদ্ধ করে দিবেন। এবং দশ লক্ষ পাপ মার্জনা করে দিবেন এবং দশ লক্ষ মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩৪২৮)।

গ্রন্থপঞ্জি

- *আল-কুরআনুল কারীম*।
- *সহীহ বুখারী*, আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, মৃত্যু ২৫৬ হি.।
- *সহীহ মুসলিম*, মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, মৃত্যু ২৬১ হি.।
- *সুনানে আবূ দাউদ*, সুলাইমান ইবনে আশআছ আস-সিজিস্তানী, মৃত্যু ২৭৫ হি.।
- *সুনানে তিরমিযী*, মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, মৃত্যু ২৭৯ হি.।
- *সুনানে নাসায়ী*, আহমাদ ইবনে শুআইব আন-নাসায়ী, মৃত্যু ৩০৩ হি.।
- *সুনানে কুবরা নাসায়ী*, আহমাদ ইবনে শুআইব আন-নাসায়ী, মৃত্যু ৩০৩ হি.।
- *মুয়াত্তা মালেক*, মালেক ইবনে আনাস ইবনে মালেক, মৃত্যু ১৭৯ হি.।
- *সুনানে ইবনে মাজাহ*, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ আল-কযবীনী, মৃত্যু ২৭৩ হি.।
- *মুসনাদে আহমাদ*, আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাম্বল, মৃত্যু ২৪১ হি.।
- *মুসনাদে আবদ ইবনে হুমাইদ*, আবদ ইবনে হুমাইদ ইবনে নসর আল-কাস্‌সী, মৃত্যু ২৪৯ হি.।
- *মুসনাদে আবূ ইয়া'লা*, আবূ ইয়া'লা আহামাদ ইবনে আলী ইবনে মুসান্না আল-মাওসিলী ৩০৭ হি.।
- *মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক*, আবূ বকর আব্দুর রাযযাক ইবনে হুমাম ইবনে নাফে আস-সানআনী, মৃত্যু ২১১ হি.।
- *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*, আবূ বকর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবী শাইবা, মৃত্যু ২৩৫ হি.।
- *আল-আদাবুল মুফরাদ*, আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আলবুখারী, মৃত্যু ২৫৬ হি.।
- *আল-মু'জামুল কাবীর*, আবুল কাসিম সুলাইমান ইবনে আহমাদ আত-তবারানী, মৃত্যু ৩৬০ হি.।
- *আল-মু'জামুল আউসাত*, আবুল কাসিম সুলাইমান ইবনে আহমাদ আততবারানী, মৃত্যু ৩৬০ হি.।

- *আল মু'জামুস সগীর*, আবুল কাসিম সুলাইমান ইবনে আহমাদ আত-তবারানী, মৃত্যু ৩৬০ হি.।
- *কিতাবুদ দু'আ*, আবুল কাসিম সুলাইমান ইবনে আহমাদ আত-তবারানী, মৃত্যু ৩৬০ হি.।
- *আমালুল ইয়াইমি ওয়াল-লাইলাহ*, আবূ বকর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (ইবনুস সুন্নী), মৃত্যু ৩৬৪ হি.।
- *সুনানে দারাকুতনী*, আবুল হাসান আলী ইবনে ওমর ইবনে আহমাদ আদদারাকুতনী, মৃত্যু ৩৮৫ হি.।
- *মুস্তাদরাকে হাকেম*, আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল্লাহ আল-হাকেম আন-নাইসাবুরী, মৃত্যু ৪০৫ হি.।
- *সুনানে কুবরা*, আবূ বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বাইহাকী, মৃত্যু ৪৫৮ হি.।
- শু*আবুল ঈমান*, আবূ বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বাইহাকী, মৃত্যু ৪৫৮ হি.।
- *হিলয়াতুল আউলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া*, আবূ নু'আইম আহমাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ আল-আসবাহানী, মৃত্যু ৪৩০ হি.।
- *মাজমাউয যওয়ায়িদ ওয়া মামবাউল ফাওয়াইদ*, নুরুদ্দীন আলী ইবনে আবি বকর ইবনে সুলাইমান আল-হাইসামী, মৃত্যু ৮০৭ হি.।
- *ফাতহুল বারী*, আবুল ফযল আহমাদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আসকালানী, মৃত্যু ৮৫২ হি.।
- *উমদাতুল কারী*, বদরুদ্দীন মাহমূদ ইবনে আহমাদ ইবনে মূসা আলআইনী, মৃত্যু ৮৫৫ হি.।
- *মা'আরিফুস সুনান*, মুহাম্মাদ ইউসূফ ইবনে মুহাম্মাদ যাকারিয়া আলবানুরী, মৃত্যু ১৩৯৭ হি.।
- *ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহারাহ বি যাওয়াইদিল মাসানীদিল আশারাহ*, আহমাদ ইবনে আবি বকর ইবনে ইসমাঈল আল-বুসীরী, মৃত্যু ৮৪০ হি.।
- *হিসনুল মুসলিম মিন আযকারিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ*, সাঈদ ইবনে আলী ইবনে ওয়াহফ্ আল-কাহতানী।
- *উসূলিল আমানী বিউসূলিত তাহানী*, জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবি বকর আস-সুয়ূতী, মৃত্যু ৯১১ হি.।
- *আল-আহাদীসুস সাবিতা ফী কাযায়িলি সুওয়ার ওয়া আয়াতিল কুরআন*, মুহাম্মাদ ইবনে রিযক ইবনে তারহুনী।